সকালবেলা
সাপ্তাহিকী
রবিবার সকালবেলা কাগজের সঙ্গে বিনামূল্যে
৪ নভেম্বর ২০১২

অল্প সোনায় বিয়ের গয়না

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

"The infinite varied beauty of Madhya Pradesh"

Bhedaghat

Motel Marble Rocks***
Bhedaghat

Tourist Village***
Shivpuri

Glen View***
Pachmarhi

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India

MADHYA PRADESH TOURISM

'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor,
230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855
e-mail - kolkata@mptourism.com

সকালবেলা সাপ্তাহিকী
৪ নভেম্বর ২০১২

SARADHA

সূচিপত্র

সাধুসঙ্গ
সাধুরাও রক্তমাংসের মানুষ **শিবশংকর ভারতী** ২

ধারাবাহিক উপন্যাস
টুটিলাওয়ার টাঁড়ে : **বুদ্ধদেব গুহ** ১৪

গল্প
সাধারণ মেয়ে **নন্দিতা সাহা** ১৭

কবিতা
নূপুর গুপ্ত, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, মনিরুদ্দিন খান ১৩

প্রচ্ছদ কাহিনি
অল্প সোনায় বিয়ের গয়না **দোয়েল দত্ত, উপালি সাহা, দীপা চৌধুরি এবং অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়** ৬

বাইরে দূরে
অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে... **অভিষেক চট্টোপাধ্যায়** ২০

বিশেষ রচনা
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার **ঋতম্ মুখোপাধ্যায়** ২৩

স্মরণ
অনিঃশেষ বনস্পতি শ্যামলকান্তি দাশ ২৬

সিনেমা-টিভি-নাটক ৩৩

খেলা
গতিই নেশা, গতিই পেশা **অভিরূপ দত্ত** ৩৭

নিয়মিত বিভাগ
বইপত্র-৪ চিত্র প্রদর্শনী-৫ কেনাকাটা-৩২
রেলসূচি ও উড়ানসূচি-২৮ ভূরিভোজ-৩০ ভাগ্য-৪০

সম্পাদক সুদীপ্ত সেন
সাপ্তাহিকী সম্পাদক : কাকলি চক্রবর্তী

যোগাযোগ— সকালবেলা সাপ্তাহিকী, দ্য নলেজ হাব, ষষ্ঠ তল,
ডি এন ২৩, সেক্টর-৫ কলেজ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই-মেল— sakalbela.saptahiki@sakalbela.com

চিরনতুন সৌন্দর্যের প্রতিশ্রুতি, বেলাভূমি, বালির টিলা, মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ, মন কেমন করা ঝড়ো হাওয়া... ঝাউবন ও আপনি। রয়েছে পাহাড় নীলগিরি-ঝরনা আর পাহাড়ি পথ। যেখানে সময়সীমা না মেনে হেঁটে চলা যায়। যত খুশি... একা অথবা সঙ্গীকে নিয়ে।

আনন্দময়ী হোটেল (প্রাঃ) লিমিটেড

আপনাকে আতিথেয়তা দেবার জন্য প্রস্তুত ছুটির দিনগুলি ভরিয়ে তুলুন মোহময় মুহূর্তে

ANANDAMAYEE
HOTEL PRIVATE LIMITED

Corporate Office:
47/4, Becharam Chatterjee Road,
Behala, Kolkata-700034
Ph. 23970427, 32407337, Fax: 23970427
E-mail: info@anandamayeehotel.com
Website: www.anandamayeehotel.com

যে কোনও নারী সে কুমারী বা সধবা যাই হোক না কেন, দেখামাত্রই প্রথমে মনে আসে রূপের চিন্তা। রূপ মহামায়ার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। জগতে রূপ দিয়েই তাঁর প্রথম আর বড় শক্ত খেলা শুরু। একজনের রূপ আর মন দুটোই সুন্দর, মহামায়া এ খুব কমই সৃষ্টি করেছেন।

সাধুরাও রক্তমাংসের মানুষ

শিবশংকর ভারতী

।।৩।।

সাধুবাবা আবার ফুক্‌ফুক্‌ করে টেনে পরে লম্বা করে একটা টান দিলেন। পরে ছিলিমটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। ইশারায় জানালাম খাব না। ছিলিমটা হাতে রেখেই ভুশভাশ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,

— বছর পনেরো বয়েসে আমি রান্নার কাজে ঢুকি। এইভাবেই কাটতে লাগল দিনগুলো। একদিন আমার মালিক বাড়ির সকলকে নিয়ে গেলেন এক আশ্রমে। সঙ্গে নিলেন আমাকেও। ওরা মাঝেমধ্যেই যেতেন। আমাকে নিয়ে গেলেন এই প্রথম।

গাঁজায় আবার দম দিলেন। সাধুবাবা অভ্যস্ত। কথায় আড়ষ্টতা ও ভাবের কোনও পরিবর্তন নেই। পাকা নেশাড়ুদের যেমন কোনও বিকার হয় না। আমি কোনও কথা বলছি না। চুপ করে বসে রইলাম। সাধুবাবা বলে চললেন,

— আশ্রমে যাওয়ার পর দেখলাম, বিভিন্ন বয়েসের অনেক সন্ন্যাসী রয়েছে সেখানে। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। ওদের দেখামাত্রই আমার মনে হল, এরা তো লোকের দাসত্ব করছে না, অথচ প্রতিদিন এদের আহার জুটছে আবার ভগবানের নামও করছে। আর আমি কিনা সামান্য পেটের জন্য লোকের বাড়িতে এইভাবে পড়ে আছি। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ভগবানের নামে পড়ে থাকব আমিও। এদের যখন আহার জুটছে তখন আমারও কিছু জুটবে। দাসত্ব করতে হয় তো ভগবানেরই করব। একদিন কাউকে না বলে বেরিয়ে পড়লাম অনিশ্চিত জীবনপথে।

গাঁজা খাওয়ায় মাথাটা আমার একটু ঝিমঝিম করছে। জিজ্ঞাসা করলাম,

— আচ্ছা বাবা, গৃহত্যাগের পর আপনার কখনও এমন মনে হয়েছে, এর চাইতে বিয়ে করে সংসার করলেই ভাল হত। কামভোগের বাসনা তো মনে একটা ছিলই।

মুখটা দেখে বুঝলাম, সাধুবাবার আমেজটা বেশ ভালই এসেছে। এ কথার উত্তরও দিলেন প্রসন্নভাবে,

— ঘর ছাড়ার বেশ কয়েক বছর পর মাঝেমধ্যে কখনও কখনও মনে হয়েছে, তবে সে ভাবটা স্থায়ী হয়নি।

এবারও যে প্রশ্নটা করব তার জন্য অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন মনে করে বললাম,

— বাবা, যদি কোনও অপরাধ না নেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মুখে কিছু বললেন না। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। অভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

— বাবা, বিরামহীন চলা আপনার। এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে এইভাবে অনেক পথই তো চললেন। এই চলার পথে অনেক সুন্দরী মেয়ে এবং ঘরের বউদের দেখেন। অনেক সময় তারা আসেনও আপনাদের সান্নিধ্যে। কেউ সাধুসঙ্গের জন্য, কেউ বা আশীর্বাদ পেতে। তখন তাদের রূপ, যৌবনভরা সুন্দর দেহ দেখে আপনার মনে কি কখনও কামচিন্তার উদ্রেক ঘটেছে, ঘটে কখনও?

কথাটা শুনেই সাধুবাবা কেমন যেন 'থ' হয়ে গেলেন। একটু সময় নিয়ে কী যেন ভাবলেন। সেটাও বেশ ফুটে উঠল সারা মুখমণ্ডলে। তারপর নিঃসঙ্কোচে মাথাটা সামনে-পিছনে দোলাতে দোলাতে বললেন,

— হাঁ হাঁ বেটা, কভি কভি হোতা হ্যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম,

— কী রকম সে চিন্তা, কী মনে হয় তখন?

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

— বেটা, সত্যি কথা বলতে গেলে তো অনেক কথাই বলতে হয়। তবে তোর কাছে মনের কোনও কথাই গোপন করব না। জানিস বেটা, যে কোনও নারী সে কুমারী বা সধবা যাই হোক না কেন, দেখামাত্রই প্রথমে মনে আসে রূপের চিন্তা। রূপ মহামায়ার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। জগতে রূপ দিয়েই তাঁর প্রথম আর বড় শক্ত খেলা শুরু। একজনের রূপ আর মন দুটোই সুন্দর, মহামায়া এ খুব কমই সৃষ্টি করেছেন। এই দেখ না, চেহারাটা আমরা সাধুর মতো অথচ কত নগ্ন চিন্তা করে মনটা। কেউ কি বাইরে থেকে দেখলে

বুঝবে?

কোনও কথা বলে ছেদ টানলাম না কথায়। তিনি বলতে লাগলেন,

— খুব সুন্দর তরতাজা ফুল দেখলে সকলের মনে যে ভাবের উদয় হয়, ঠিক তেমন। যেমন ধর প্রথমে তার সৌন্দর্য, তারপর রং, আকৃতি, গঠন— ঠিক সেই রকম। কোনও নারী সুন্দরী হলে বয়েস তার যাই হোক না কেন, দেখামাত্রই মনে উদয় হয়— কী সুন্দর দেখতে। রূপের সঙ্গে রঙের যোগাযোগটাও কাজ করে একই সঙ্গে, পরে সৌন্দর্যের প্রতিফলন ঘটায় মনের উপর। সুন্দরী না হলে ঠিক বিপরীত ভাবের সৃষ্টি হয় মনে। কিন্তু এখানেই শেষ নয় বেটা, সুন্দরী বা কুৎসিত রূপ যাই হোক না কেন, তার পর দেহের উপর তো চোখ পড়েই। তখন আর মুখসৌন্দর্য মনের উপর কাজ করে না, কাজ করে দৈহিক গঠন আর আকৃতি, তার মধ্যে স্তনটাই মনের উপর প্রতিফলিত হয় বেশি করে। তবে জানবি বেটা, এসব চিন্তা সাময়িকভাবে তাৎক্ষণিক মনকে নাড়া দেয় মাত্র।

কথা শেষ হওয়া মাত্র প্রশ্ন করলাম,

—আচ্ছা বাবা, এই দেখামাত্রই রূপসৌন্দর্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে চিন্তার সৃষ্টি হয় মনে, তাতে কি ভোগের বাসনা জাগে আপনার? অর্থাৎ বলতে চাইছি, 'একটু ভোগ করতে পারলে ভাল হত'— এমন চিন্তা।

একটু মুচকি হেসে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

— না বেটা, তা আমার জাগে না। তবে সব সাধুর মানসিক ভাব তো আর এক নয়, তাই অন্যের কথা আমি বলতে পারব না। তবে একথা সত্য, কখনও কখনও দেহ মন আমার কামচিন্তায় একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। সে সময় কোনও নারী মূর্তি সামনে থাকুক বা না থাকুক। তবে পরিবেশ এবং তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি অনুসারে ওই চিন্তা মন থেকে সৃষ্টি হয়ে আবার মনেই লয় হয়ে যায়।

এবার সাধুবাবার মানসিক ভাবটাকে আরও বেশি করে জানার জন্য, আরও এগিয়ে গেলাম কথায়,

— বাবা, এই সাধুজীবনে যদি কখনও কোনওভাবে নারীদেহ ভোগের সুযোগ আসে, তাহলে সে সুযোগ ব্যবহার করবেন, না উপেক্ষা?

কথাটা শুনে বেশ কয়েক মিনিট ধরে চিন্তা করলেন সাধুবাবা। মুখের ভাবটাও এল গম্ভীর হয়ে। এদিক ওদিক একটু তাকালেন। পরে বললেন,

— বেটা তোর এ প্রশ্নের কোনও উত্তর আমি দিতে পারব না। মন বড় 'বদমাস'। কখন কী করবে, কোথায় নিয়ে ফেলবে তা কি বলা যায়? আর ভবিষ্যতে কী হবে, কী করব এসব আগাম চিন্তাভাবনার কাজ তো সাধুদের নয়। তবে একটা কথা জানবি বেটা, সাধু যত উন্নত স্তরেরই হোক না কেন, নারীর রূপ আর দেহের দর্শনে মনে সাময়িক ক্ষণিকের জন্য হলেও যে চিন্তা আসে, তা ভোগের চিন্তা না হলেও ইন্দ্রিয় তমোগুণের ক্রিয়া তো করেই। এ কথা যে অস্বীকার করে সে সাধু হয়েও সত্যকে অস্বীকার করে।

এবার একটা বিড়ি দিলাম হাতে। বিড়ি দেওয়া এবং ধরানো এই সময়টুকু অপেক্ষা করেই জিজ্ঞাসা করলাম,

— যারা পরিব্রাজনরত সাধুসন্ন্যাসী, নির্দিষ্ট কোনও আশ্রয় নেই যাদের, যেখানে যেমন সেখানে তেমন এই অবস্থায় যারা আছেন, আর যারা স্থায়ীভাবে আশ্রম বা মঠবাসী সাধুসন্ন্যাসী, এই দুই শ্রেণির মধ্যে কাম চিন্তাভাবনা কাদের বেশি বলে মনে হয় আপনার?

মুখে হাল্কা হাসি। প্রশান্ত মনেই উত্তর দিলেন সাধুবাবা,

— বেটা কাম এমনই একটা রিপু, দেহ ও মনের উপর যার ক্রিয়ার কোনও পার্থক্য বা ভেদ কিছু নেই সে পথবাসীই হোক, আর হিমালয়ের গিরিগুহাবাসীই হোক। যেসব সাধুসন্ন্যাসী স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করেন, তাদের কাছে নিত্য আনাগোনা শিষ্যভক্ত ও বিভিন্ন বয়েসের নারীপুরুষের। ফলে তাদের কাছে আসা একই নারীকে একাধিকবার দর্শন বা দর্শনের সম্ভাবনাও থাকে বেশি। এতে অনেকক্ষেত্রে কোনও ভাল লাগা নারীর বিষয়ে মনে রেখাপাত করতে পারে কারও স্বল্প, কারও বা দীর্ঘকালীন। সেটাও নির্ভর করে সাধুসন্ন্যাসীদের সাধন-ভজন, সংযমতা, নিষ্ঠা, কঠোরতা, ইষ্টে মতি এবং তাদের বয়েসের তারতম্যানুসারে। সেইরকম কাম চিন্তাভাবনা কারও কম, কারও বেশি। কিন্তু জানবি হবেই। তবে পরিব্রাজনরত যারা তাদের নারীমূর্তি দর্শনে বা সাময়িকভাবে কথোপকথনে অনেকক্ষেত্রে কামচিন্তার উদ্রেক হলেও তা কোনও ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। মনে কোনও রেখাপাতও করে না। কারণ সেই রমণীকে আর দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না প্রায় কোনওক্ষেত্রেই। পথের দর্শনটুকুও অতি স্বল্প সময়ের। সেইজন্য স্থায়ীভাবে কোথাও বাসকারী সাধুসন্ন্যাসীদের চারিত্রিক বা মানসিক পতনের সম্ভাবনাও থাকে বেশি। তাই তো বেটা কথায় আছে, বহমান নদী আর চলমান সাধু থাকে সদাই শুদ্ধ ও পবিত্র।

কোনও দিকেই মন নেই সাধুবাবার। উত্তর দিচ্ছেন প্রসন্ন চিত্তে। এবার আমি প্রশ্ন করলাম,

— বাবা, সংসার যখন নেই তখন সাংসারিক কোনও সমস্যাই পীড়িত করে না আপনাকে। অন্য চিন্তার মধ্যে বিশেষ করে জপতপের সময় কি কামবিষয়ক কোনও চিন্তা আপনার মনকে বিব্রত করে কখনও?

আমার কপালটা ভাল। নির্বিকারভাবেই একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন সাধুবাবা। এতে নিজের মনটাও আনন্দে বেশ ডগমগ হয়ে উঠছে। হেসেই উত্তর দিলেন,

— মনটা মাঝেমধ্যে কামচিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয় বটে, তবে জপতপের সময়েই যে হয়, এমন নয়। অবশ্য কোনও সময় মনে এসব চিন্তার উদয় হলে জপের উপর জোর দিয়ে গুরুর কাছে প্রার্থনা করি আবার কখনও দমভোর গাঁজা খেয়েনিই। ব্যস ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায়।

এই পর্যন্ত বলে একবার এদিক-ওদিক একটু তাকালেন। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা একনজরে দেখে নিয়ে বললেন,

— একটা কথা জেনে রাখ বেটা, দীক্ষার মন্ত্রে বীজ আছে দুটো। একটা কাম বা ভোগবীজ আর একটা ত্যাগবীজ। গৃহীদের দীক্ষা হয় কামবীজেই। এই বীজমন্ত্র জপ করলে বাড়ে কাম ও ভোগবাসনা। মন্ত্রের মধ্যে ইষ্টও বর্তমান থাকেন। ফলে ভোগের মধ্যে দিয়েই লাভ করা যায় তাঁকে। কাম বৃদ্ধিটা অবশ্য দীক্ষার পর জপের প্রথম অবস্থায় হয়, জপের সময়ের কথা বলছি না। আর সাধুসন্ন্যাসীদের গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র ত্যাগবীজের। তাই ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া কামের সাধারণ প্রভাবটুকু থাকে, বাড়াবাড়ি কিছু হয় না।

আগের বিড়িটা নিভে গেছে আগেই। আধপোড়া অংশটুকু এবার ফেলে দিলেন। এবার সরাসরি বললাম,

— বাবা, এই সাধুজীবনে আসার পর আপনি কি কখনও কোনও নারীর মোহে পড়েছেন?

একথায় হো-হো করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। তারপর হাসির রেশটা মিলিয়ে যেতেই বললেন,

— বেটা, আমার এই জীবনে চলার পথে অনেক নারীরই রূপসৌন্দর্য আকর্ষণ করেছে আমাকে, ভালও লেগেছে মনে মনে। তবে তাদের কাছে তা প্রকাশের তো কোনও প্রশ্নই আসেনি। থাকা-খাওয়ার জীবনটাই যার অনিশ্চিত, জীবনের লক্ষ্য ও পথটাই যার আলাদা, তার আবার মোহ কী, কার উপরে, কিসের জন্য?

এবার সাধুসন্ন্যাসীদের একটা সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বললাম,

— নাঙ্গা বা নাগা সাধুরা দেখেছি প্রায়ই উলঙ্গ থাকে। আচ্ছা বাবা, সাধন-ভজন জীবনে কি সত্যিই এর কোনও প্রয়োজন আছে? এরা উলঙ্গই বা থাকে কেন?

উত্তরে সাধুবাবা জানালেন,

— সাধনবলে মানুষ শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিব স্বয়ং দিগম্বর। বস্ত্র ও বন্ধনহীন, নির্বিকার। তাই শিবের ওই 'ভাব'-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ওরা উলঙ্গ থাকে। এটা অভ্যাস যোগেরই ফলস্বরূপ। দিগম্বর অবস্থায় থাকাটা একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ধারা ও সাধনার অঙ্গবিশেষ। দেহ ও মনের লজ্জাটা কেটে যায় দিগম্বরবেশে। দেহাত্মবোধের ঊর্ধ্বে ওঠাই তাদের লক্ষ্য। দেহ ও মনের সংযম কতটা হল তা পরীক্ষা করতেও সুবিধা হয়। তবে শুধুমাত্র ওই বেশে বেটা ভগবানকে লাভ করা যায় না।

কথাগুলো বলে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে আবার বললেন,

— বেটা, মানুষের সব ক'টা রিপুই এত বলবান যে, কেউ কারও থেকে কম যায় না। তার মধ্যে সম্যক উপলব্ধিতে কামরিপুই যেন বড্ড বেশি বেয়াড়া ধরনের। এই রিপু কোনও স্থান, কাল, পাত্র বিচার করে না কখনও। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রিয়া শুরু করে দেয় দেহ ও মনের উপর। ⌘⌘

আগামী সংখ্যায়

বইপত্র

যে বই হাতে নিয়ে দেখবেন

প্রতিভাসের সদ্য প্রকাশিত একটি বই হল 'আমার বলার কিছু ছিল যে'। লেখক শম্ভু চৌধুরি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে এসেছে ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে জড়িত ব্যক্তিত্বদের কথা। নির্মলেন্দু চৌধুরি, সলিল চৌধুরি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, উৎপল দত্তের নানা অজানা কথা।

মনফকিরা থেকে এবছরই প্রকাশিত হয়েছে নবনীতা দেব সেন-এর লেখা 'রূপকথা সমগ্র'। ৬১টি রূপকথা নতুন আঙ্গিকে আজকের শিশু-কিশোরদের জন্য তুলে ধরেছেন লেখিকা। কল্পবিজ্ঞানের যুগে রূপকথার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। চিরন্তন রূপকথার স্বাদ ও চমক এ বইতে পাওয়া যায়। প্রচ্ছদে হাতির পিঠে চড়ে যাবার ছবিটিও আকর্ষণীয়।

'ভিন্নপাঠে বন্দেমাতরম ও একটি দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৭৫তম জন্মবার্ষিকীতে পুলক চন্দের কলমে । ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অনুপ্রাণিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ 'জাগো মা আমার' (সংকলিত হয়েছে বইটিতে। সময়কাল ১৮৮৭ সাল।) ইতিহাসের প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি সামনে আনল দে'জ পাবলিশার্স।

'শিশুশিক্ষার ভূমিকা' শীর্ষক একটি বই উপহার দিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো প্রস্তুত ও উন্নয়ন বিষয়ক নানান বিশ্লেষণ রয়েছে বইতে। প্রতীচী ট্রাস্টের এক গবেষণার ফসল এই বই দেশের শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত মানুষের পাশাপাশি সাধারণ পাঠকদেরও নানা দিশা দেখাবে। 'গাঙচিল' থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু কিশোর আকাদেমির নাট্য বিষয়ক দুই খণ্ডের একটি উপহারযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার মনোজ মিত্র ও তাঁর কন্যা ময়ূরী মিত্র সম্পাদিত বাংলা নাট্য সাহিত্যের এই উপযোগী সংকলনটির নাম 'শিশু কিশোর নাটক'। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'সাতভাই চম্পা', রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা', উপেন্দ্রকিশোরের 'বেচারাম কেনারাম' সহ সুকুমার রায়, সুখলতা রাও, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের নাটক তুলে ধরা হয়েছে আজকের শিশু-কিশোরদের জন্য। লাল ও হলুদ মলাটের দুটি খণ্ডের একত্রে দাম পড়বে ৪০০ টাকা।

করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হল 'বাঙালির চালচিত্র' গ্রন্থটি। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখিত এ বইতে উঠে এসেছে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা প্রসঙ্গ। বাঙালির অতীত গৌরব, শ্রীচৈতন্য যুগ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ রয়েছে বইটিতে। গৌতম রায়ের প্রচ্ছদে বাংলা লোকায়ত শিল্পের দিকটি পরিস্ফুট হয়েছে।

প্যাপিরাস থেকে চলতি বছরেই প্রকাশিত হয়েছে 'ইকবাল থেকে'। শঙ্খ ঘোষ অনূদিত এ বইটি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। বইটির আঙ্গিকেও রয়েছে নতুনত্ব। নীল কালির হরফে বইটি মুদ্রিত। ইকবালের লেখা মূল্যবান কবিতার ভাষান্তর যেন নতুন এক কাব্যবোধের সৃষ্টি করেছে। প্রতি পাতায় মুগ্ধতা। এ বইতে কবিতা ছাড়াও রয়েছে ইকবালের অন্যান্য কাজের পরিচিতি। গবেষণা সমৃদ্ধ। এ প্রকাশনা উপহার যোগ্য নিশ্চয়ই। লাল মলাটের এ বইটির দাম ৪০০ টাকা।

শেষ হল বইবাজার

পুজোর আগে বইবাজারের টানে প্রতি বছরই নন্দন-রবীন্দ্রসদন চত্বর হয়ে ওঠে সরগরম। সস্তায় ভাল দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়ার আশায় ভিড় জমান পাঠকরা। ২০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ ছাড় তো পাওয়াই যায়, কখনও নামমাত্র মূল্যেও পাওয়া যায় দুর্লভ প্রকাশনা। দে'জ, আনন্দ, মিত্র ও ঘোষ, পরম্পরা, গাঙচিল, পত্রভারতী, পত্রলেখা, পারুল, করুণা, মনফকিরা, শিশু সাহিত্য সংসদ, সাহিত্য সংসদ সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার বই নিভৃতে দেখা ও নির্বাচন করার সুযোগ থাকে। পাঠক-প্রকাশক ও কিছু ক্ষেত্রে লেখকদের সঙ্গেও মত বিনিময়ের সুযোগ থাকে। এবারের বই বাজারে এসেছিল বাংলাদেশের কিছু বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থাও।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

নারী বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ

বুবুন চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে ডায়না নামটি অত্যন্ত প্রচলিত। সেই আঠেরো শতক থেকে আজ অবধি বহু ইংরেজ বাবা-মা তাদের আদরের কন্যা সন্তানের নাম রেখেছেন ডায়না। বলাবাহুল্য কেউ কেউ বিখ্যাত, কেউ কেউ নয়। কিন্তু ডায়না বলতেই সবার আগে আবিশ্ব মানুষের মনে ব্রিটিশ রাজপরিবারের সেই সুন্দরী তন্বী অকালপ্রয়াত নারীর কথা মনে হয়। কিন্তু জানেন কি আঠেরো শতকে ডায়না নামে আর এক প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী খোদ কলকাতাতেই বাস করতেন। সেই সময় কলকাতার সম্ভ্রান্ত বহু বাবু বিবির ড্রয়িংরুমে ডায়নার আঁকা প্রতিকৃতি শোভা পেত। অথবা আমরা জানি কি দিদিঠাকুরুণ আসলে কে? দিদিঠাকুরুণ হলেন আদিবাসী জনসমাজে মা শীতলার মতো এক জনপ্রিয় দেবী। আদিবাসীরা তাদের বিপদে-আপদে সবার প্রথম এই দেবীকেই স্মরণ করেন। যে কোনও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে এসব জানতে হলে বহু পুঁথিপত্র ঘাটতে হবে। কিন্তু লেখক জীবন সাহার

অমানুষিক পরিশ্রম এবং উৎসাহে এখন থেকে বাঙালি পাঠক এক লহমায় জেনে নিতে পারেন বিশ্বের বিখ্যাত নারীদের কথা। উৎস জীবন সাহার নারী চরিতাভিধান। জীবন সাহা এই অভিধানের কাজ শুরু করেন ১৯৭৫ সাল থেকে। মূলত জীবনবাবু মনে করেছিলেন নারীদের বিষয়ে আরও বড় পরিসরে এই বিষয়ে কাজ হওয়া দরকার। সেই থেকে এরকম একটি না হওয়া অভিধানের জন্য তাঁর পথ চলা শুরু। এই অভিধানের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ''নারীদের পরিচিতি খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত, বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে ভেবেছি—তাঁদের সম্পর্কে আমরা কত কম জানি।'' এইভাবেই বিশ্বের বিশিষ্ট নারীদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে কাজ করেছেন। এই ধরনের গ্রন্থ নির্মাণের নেপথ্যে যে ধরনের বিশেষজ্ঞ দল ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রয়োজন জীবনবাবু কাজ করতে গিয়ে সেরকম কোনও সাহায্যই পাননি বরং একা হাতে নিজস্ব ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য একটি চাকরিও সামলাতে হয়েছে তাঁকে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন প্রথিতযশা নারীদের পরিচয় দেওয়ার ক্ষেত্রে জীবনবাবু যে ভাষায় তাঁদের পরিচিতি লিখেছেন সেই ভাষাটাও অতি প্রাঞ্জল, কর্কশ, অভিধানিক ভাষা নয়। জীবন সাহা এই কোষ গ্রন্থ নির্মাণে মূলত আদিযুগ থেকে বিংশ শতাব্দীর সময়কালের নারীদের কথা মাথায় রেখে কাজটি করেছেন। এর পরবর্তী সময়ে নারীদের নিয়েও ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ হওয়া প্রয়োজন। জীবন সাহা বয়সের সীমান্তে পৌঁছলেও তাঁর মতো মনষ্ক মানুষের হাতেই এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণতা পাবে। তাই জীবনবাবুর কাছে পাঠকের প্রত্যাশা এখনও ফুরোয়নি। সর্বোপরি দীপ প্রকাশনকে ধন্যবাদ। এই ধরনের জরুরি কাজে একটি মানুষের একক প্রচেষ্টা এবং শ্রমকে যথাযথ মূল্য দেওয়ার জন্য।

নারী চরিতাভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা : জীবন সাহা। দীপ প্রকাশন।

লিটল ম্যাগাজিন

কবি ও কবিতা নিয়ে এবার একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে 'সম্ভব'। 'আমার জীবনে কবিতার প্রভাব' বা 'কবিতার সঙ্গে যাপন' মূলত এই বিষয়েই কয়েকজন নবীন ও প্রবীণ কবি তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এখানে। এবং তা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কবি যথা অক্ষয়কুমার বড়াল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, মল্লিকা সেনগুপ্ত এমনকী এই সময়ের উঠতি কবিদের কবিতার লাইনও উঠে এসেছে তাঁদের সেই আলোচনায়। আবার কেউবা তাঁর ভাললাগা কোনও কবির কবিতা নিয়ে মেতে উঠেছেন বিশ্লেষণে। যেমন, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, ষাটের দশকের জনপ্রিয় কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্তর কবিতা নিয়ে লিখেছেন। অমলেন্দু বিশ্বাস লিখেছেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা প্রসঙ্গে, তেমন রামকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর কবিতা ভাবনায় দেখতে পান অতৃপ্তবোধের প্রতিচ্ছবি। আর তৈমুর খান! তিনি তো সরাসরি বলেছেন, কবিতা, অনন্তের পথিকের উত্তরণের যুদ্ধ। আসলে এই যে আলোচনা এ বড় কম কথা নয়। এই মতামত, তর্ক-বিতর্কে নতুন এক দিশাও মেলে। আকারে ছোট হলেও 'সম্ভব' এক অসম্ভব কাজ করেছে। তবে বানানের প্রতি আর একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন।

সম্ভব। সম্পাদক: বাবলু সরকার।

বাদকুল্লা, সুরভিস্থান (চরকা স্কুলের কাছে), নদিয়া-৭৪১১২১।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে ৬২ পাতার ছোট্ট 'আবিষ্কার' মন্দ নয়। তবে এর অণুগল্পের বিভাগটি বেশ লাগে। এখানে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বোঝা' গল্পটি পড়ার পর মনে অনেকক্ষণ তার রেশ থেকে যায়। দৈনন্দিন ঘটনা। বাস নির্দিষ্ট স্টপেজে এসে গেছে। নামতে হবে। মা ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু পিঠে বইয়ের বোঝা নিয়ে ভিড় বাস থেকে খুদে স্কুল পড়ুয়া নামতে পারছে না। লাইন দুয়েকের গল্প। ভাবনাটা বিশাল। এছাড়া উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কবিতা লিখেছেন, তরুণ সান্যাল, বেণু দত্তরায়, ভূমেন্দ্র গুহ, বিনোদ বেরা, কৃষ্ণা বসু প্রমুখ। একই সঙ্গে সিদ্ধার্থ সিংহের 'কলহ' গল্পটিও মন ছুঁয়ে যায়। আজকালকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ, পরিবারে অশান্তি এবং সবশেষে ডিভোর্স এ এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হওয়ার মুহূর্তে কেমন যেন একটা আঁকড়ে ধরার বাসনা জাগে উভয়ের মনে। ভালবাসা ফিরে ফিরে আসে। ঠিক এই জায়গাটাই ধরতে চেয়েছেন গল্পকার।

আবিষ্কার। সম্পাদক: সুব্রত দাশ।

৩-জি রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, কলকাতা-৭০০ ০১০।

আজ থেকে একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালে অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর পত্নী সৌদামিনীর অকাল প্রয়াণে বড় ব্যথাভরা হৃদয়ে 'এষা' কাব্যগ্রন্থটি লিখেছিলেন, যা ছিল এক অর্থে শোকগাথা। 'একালের কবিকণ্ঠ' সাহিত্য পত্রিকা এবার এই কাব্যগ্রন্থটির শতবর্ষ উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। এমন উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। এখানে এই বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধ দুটি লিখেছেন কবি ও প্রাবন্ধিক তরুণ মুখোপাধ্যায় (এষা: প্রাসঙ্গিক ভাবনা) এবং ঋতম্ মুখোপাধ্যায় (শতবর্ষে এষা: মানবীর তরে কাঁদি) যেখানে বিহারীলালের এই শিষ্যের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এমনকী 'এষা'কে নিয়েও চর্চার একটা হদিশ মেলে। এছাড়া এই সংখ্যায় রয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে লিখেছেন দেবদাস আচার্য, অজিত বাইরি, ঋত্বিক ত্রিপাঠী, ভাস্বতী রায়চৌধুরি, পাপড়ি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

একালের কবিকণ্ঠ। সম্পাদক: অভিমান্য পাল।

ষাঁড়াগড়িয়া লেন, আনন্দময়ী পাড়া, শান্তিপুর, নদিয়া-৭৪১৪০৪।

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

জীবনশৈলীর নাটকীয় সংঘাতের রূপরেখা

অর্পিতা প্রধান

সম্প্রতি শূদ্রক উৎসবে অনুষ্ঠিত হল একদিকে নাটক ও অন্যদিকে চিত্র প্রদর্শনী, আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে। মোট ত্রিশ জন চিত্রকর ও ছয় জন ভাস্কর শিল্পীকে নিয়ে সমগ্র প্রদর্শনীটি ও তত্ত্বাবধায়ক করেছেন মৃণাল ঘোষ। ৩ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া এই চিত্র প্রদর্শনীটির শিরোনামে 'ড্রামাটিক কনফ্লিকড ইন লাইফ অ্যান্ড নেচার।' উপরোক্ত মূলভাবনাকে সামনে রেখে ১৯৬০-এর দশক থেকে একবিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত কিছু শিল্পীদের শিল্পকাজের মধ্যে দিয়ে খুঁজে পাওয়া গেল সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার সংঘাতময় নাটকীয় জীবনশৈলীর কিছু প্রতিচ্ছবি।

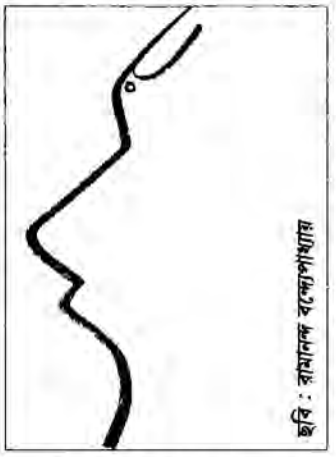

ছবি : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদর্শনীর অংশগ্রহণকারী শিল্পী গণেশ হালুই, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ কর, সুনীল দাস, রবিন মণ্ডল, ওয়াসিম কাপুর প্রত্যেকেই বিশিষ্ট আঙ্গিকে ছবির বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন। পার্থপ্রতিম দেবের 'ম্যান অ্যাট দ্য কনস্ট্রাকসন সাইট' শীর্ষক ছবিটিতে ধরা পড়ে আকাশচুম্বী কনস্ট্রাকশনের বেড়াজালে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া মানুষের অবস্থান। কাঞ্চন দাশগুপ্তর ছবি প্রতিবিম্বিত করে মুখ ও মুখোশের পারস্পরিক সখ্যকে। আদিত্য বসাক, অশোক ভৌমিক উভয় শিল্পীর ছবিতে দেখা গেল সন্ত্রাসের খণ্ডদৃশ্য। জীবনের এক ভয়াবহ সত্যকে ছবির ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন এই দুই শিল্পী। সমীর রায়ের ছবিতে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্রী, যে নিজেই নিজের আলোকিত পথের দিশারী। সমীর আইচের 'ড্রামা ইন লাইফ' শীর্ষক ছবিতে বিভিন্ন ফর্মের সরলীকরণের মধ্যে দিয়ে এক বিমূর্ত ভাবনাকে রূপায়ণ করেছেন। যে বিমূর্ততার ছোঁয়া পাওয়া গেল দেবব্রত চক্রবর্তীর ছবিতেও। তবে এই শিল্পীর ছবিতে বিমূর্ততার স্বাদ পাওয়া যায় রঙের টান টোন ও তারল্যের তারতম্যের মধ্যে দিয়ে। শান্তনু মাইতির খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন মাপের চারকোণা কাগজের উপর আঁকা বিভিন্ন রূপ সহযোগে রূপায়িত হয়েছে একটি সামগ্রিক চিত্ররূপ। যা উল্লেখযোগ্য। স্বপনকুমার মল্লিকের ছবি মেটারিয়ালিস্টিক জীবনশৈলীর একটি বিশেষ দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন। মল্লিকা দাস সুতার অসংখ্য কানের চিত্রণের মধ্যে দিয়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন 'কনফ্লিক্ট ইন লাইফ'। সুমনা ঘোষের 'দ্য পাওয়ার দ্য হ্যান্ড' ছবিটি যথার্থই প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবন শৈলীর সংঘাতের প্রতীকী চিত্ররূপ। সমীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছবির রং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে তুলে ধরলেও এই ছবির মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা ও উন্মাদনা রয়েছে যা অনেক উজ্জ্বল রঙের বর্ণচ্ছটার উদ্দীপনাকে ছাপিয়ে যায়। ভাস্কর্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাপস সরকার, অসীম বসু, দেবব্রত দের শিল্পকর্ম।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীরা হলেন— জয়া গাঙ্গুলি, ইলিনা বণিক, গৌতম চৌধুরি, অরুণিমা চৌধুরি, অসিত পাল, রবিন রায়, দিলীপ গুচাইত, নবীনা গুপ্তা, তরুণ ঘোষ, মৃণালকান্তি মণ্ডল, বর্ণালী দাস, বিমল কুণ্ডু, সুনীলকুমার দাস ও দেবাশিস মল্লিক চৌধুরি। ⌘⌘

অল্প সোনায় বিয়ের গয়না

প্রচ্ছদ কাহিনি

সামনেই বিয়ের মরশুম। অথচ সোনার দাম প্রতিদিনই আকাশ ছোঁয়া। তবু সোনা ছাড়া বাঙালির বিয়ে কখনই সম্পূর্ণ হয় না। উর্দ্ধমুখী সোনা এবং এই সময়ের মেয়েদের আধুনিকতা মাথায় রেখে কলকাতার বেশ কিছু গয়নার দোকান অল্প সোনায় ছিমছাম গয়না বানাচ্ছেন। সেই গয়না যতটা এথনিক ততটাই আধুনিক। কলকাতার বিভিন্ন দোকান ঘুরে সেইসব হালকা সোনার গয়নার খোঁজ-খবর দিলেন

দীপা চৌধুরি,
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়,
উপালি সাহা এবং
দোয়েল দত্ত

হালকা গয়না

দীপা চৌধুরি

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স

১২৫, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ।
ট্রাঙ্গুলার পার্কের কাছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আধুনিক, অভিজাত ডিজাইন গয়নার বিপণন করে আসছেন বহুদিন ধরে। ক্রেতাদের রুচি পছন্দ অনুযায়ী সুন্দর নকশার বিয়ের গয়না এনেছেন এরা। শুধু বিয়ে নয়, সামনেই ধনতেরাস। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন হালকা এবং ভারী গয়নার সম্ভার পাওয়া যাচ্ছে এখানে।

শ্যাম সুন্দরের পক্ষ থেকে গৌতম পাত্র জানাচ্ছেন– বিয়ের নেকলেস শুরু নয় গ্রাম সোনা থেকে ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত। ৯ গ্রাম সোনার নেকলেসের দাম ৩২,৪০০ টাকা। বালা (গালা ভরা) ১ পিস ৯ গ্রাম। জোড়া ১৮ গ্রাম। দাম ৬৪৮০০ টাকা। ৬০ গ্রাম পর্যন্ত। পিস বালা পাওয়া যাচ্ছে)।

বালা সলিড সোনার ১৭ গ্রাম থেকে শুরু।

সলিড সোনার চুড়ি ১২ গ্রাম থেকে শুরু।

চুড় ১২ গ্রাম থেকে শুরু। ৫০ গ্রাম পর্যন্ত প্রতি পিস পাওয়া যাচ্ছে। ১২ গ্রামের দাম ৪৩,২০০ টাকা।

মেয়েদের আংটি দেড় গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৫, ৪০০ টাকা। মেয়ের রিস্টলেট ৫ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১৮,০০০ টাকা।

ছেলেদের চেন ৫ গ্রাম থেকে শুরু।

ছেলেদের রিস্টলেট ৮ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ২৮,৮০০ টাকা। ছেলেদের আংটি আড়াই গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৯০০০ টাকা।

এতো গেল বিয়ের গয়না। গিফট দেওয়ার উপযোগী লকেট, কানের দুল ০.৫ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১৮০০ টাকা।

ছোট চেন শুরু দেড় গ্রাম থেকে। ২,৪০০ টাকা।

এছাড়া শাঁখা বাঁধানো ৩ গ্রাম থেকে শুরু। পলা দেড় গ্রাম থেকে শুরু।

গিফট দেওয়ার মতো দুল লকেট ১৫০০ টাকা থেকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

মেয়ের বিয়ের প্যাকেজের গয়না কমপক্ষে দু'গাছি চুড়ি এবং নেকলেস, দুল, বালা, আংটি দিয়ে ৭০ গ্রাম সোনায় করা হয়ে থাকে। দাম পড়বে ২ লাখ ৫২ হাজার টাকা।

ছেলের চেন, আংটি দিয়ে ৭ গ্রাম সোনায় করা হয়ে থাকে। দাম পড়বে ২ লাখ ৫২ হাজার টাকা।

ছেলের চেন, আংটি, বিস্টলেন এক সঙ্গে কমপক্ষে ৪৪ হাজার টাকার প্যাকেজে পাওয়া যায়।

বউয়ের নোয়া দেড় গ্রাম থেকে শুরু হচ্ছে। দাম শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্সে জুয়েলারি স্কিমে ইনভেস্টমেন্টএর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিমাসে ১০০ টাকা করে এগারো মাস জমালে ১২ মাসের কিস্তি (১০০০ টাকা) শ্যামসুন্দর কোং দিচ্ছে। অর্থাৎ ১১ মাসের কিস্তি জমা দিলে ১ মাসের কিস্তি ফ্রি। আপনার জমানো টাকা সঞ্চিত হবে সোনায়। বিনামূল্যে ১ লক্ষ টাকায় বিমা জমালে।

এছাড়াও এই স্কীমে ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা আছে। যার নামে এই প্রকল্প জমা আছে, তার কোন দুর্ঘটনা ঘটলে এক লাখ টাকার বিমা কভারেজ দেওয়া হচ্ছে।

ধনতেরাসের কেনাকাটা উপলক্ষে থাকছে আকর্ষণীয় অফার।

এই দেকানের হলমার্ক গয়না ১০০ শতাংশ রিটার্ন করা হয়। শুধুমাত্র মজুরী বাদ দেওয়া হয়।

আর. এন. দত্ত গ্র্যান্ড সন্স

গড়িয়াহাট রোড

এখানে ২২ ক্যারেট এর সোনার বিয়ের গয়নার সম্ভার মধ্যবিত্তদের জন্য আনা হয়েছে ন্যুনতম দামে। গয়নার ডিজাইনের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। হালকা সোনার সুন্দর গয়না তৈরি করা এই দোকানের বিশেষত্ব।

বিয়ের নেকলেস শুরু ৬ গ্রাম থেকে ১২ গ্রাম পর্যন্ত।

দাম ২০ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

সোনার বালা ৮ গ্রাম থেকে শুরু ১ পিস। দাম ২৮,০০০ টাকা। চুড় ১২ গ্রাম থেকে শুরু ১ পিস। দাম ৪২ হাজার টাকা চুড়ি- সলিড চুড়ি। পিস ১০ গ্রাম থেকে শুরু দাম ৩৫ হাজার টাকা।

দুল ৪ গ্রাম থেকে শুরু (জোড়া) দাম ১৫,০০০ টাকা।

ঝুমকো ৪ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১৫,০০০ টাকা।

মেয়ের আংটি ২ গ্রাম ৮০০০ টাকা থেকে শুরু।

নোয়া ৬ গ্রাম ২০,০০০ টাকা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

পলা ৩ গ্রাম ১২ হাজার টাকা থেকে শুরু।

শাখা বাঁধানো ৪ গ্রাম ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু।

ছেলেদের জন্য গলার চেন ৮ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ২৬-২৭ হাজার টাকা থেকে শুরু।

রিস্টলেট ৪ থেকে ১০ গ্রাম দাম থেকে শুরু। দাম ৩০-৩৫ হাজার টাকা।

আংটি ৪ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১৫ হাজার টাকা।

(এখানে গয়নার জন্য টাকা জমানোর স্কীম আছে। ১০০০ টাকা করে ১২ মাসের কিস্তিতে জমালে ১৩ মাসে। গ্রাম সোনার এক্সট্রা পাওয়া যাবে।)

মেয়ের বিয়ের গয়নার প্যাকেজ দেড় লাখ টাকা থেকে ২ লাখ টাকা। ন্যুনতম ৬০ হাজার টাকা থেকে এই বিয়ের প্যাকেজ শুরু (এতে নেকলেস, দুল, আংটি, ব্রঞ্জের চুড়ি, বাউটি রয়েছে)

উপহার দেওয়া জন্য সোনার কানের দুল পাওয়া যাচ্ছে মাত্র আড়াই হাজার টাকায়। (০.৫ গ্রাম থেকে .৮ গ্রাম পর্যন্ত।

লকেট আংটি দেড় গ্রাম থেকে সাড়ে তিন গ্রাম। দাম ৫ হাজার পর্যন্ত)।

ধনতেরাস উপলক্ষে গয়নার মজুরীতে ২০ শতাংশ ছাড়।

এই ছাড় ১ লা নভেম্বর থেকে

১৫ ই নভেম্বর পর্যন্ত থাকবে। এছাড়া রয়েছে প্রত্যেকটি কেনাকাটার সঙ্গে আকর্ষণীয় উপহার।

ডি. কে. বসাক জুয়েলার্স

২২০ বি রাসবিহারী এভিনিউ
গড়িয়াহাট, বৌবাজার

ডি. কে. বসাকের পক্ষ থেকে কৌশিক বসাক জানালেন গয়নার প্রতি মেয়েদের আবেদন চিরকালীন। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টেছে গয়নার ডিজাইন। আধুনিক নারী যেমন চান হালকা সোনার স্লিক গয়না। তেমনই একটু বয়স্কদের পছন্দ ভারী সোনার গয়না। ডি. কে বসাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রুচিসম্মত গয়নার সম্ভার পাওয়া যাচ্ছে আধুনিকতা এবং অভিজাত্যের মিশেলে। এক কথায় মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সকলের জন্য ডি. কে বসাক জুয়েলার্স।

বিবাহ উপযোগী হালকা সোনার গয়না ১৫ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৪৫ হাজার টাকা।

সোনার বালা ১০ গ্রাম থেকে শুরু। ১ পিসের দাম ৩৪ হাজার টাকা।

চুড় ১০ গ্রাম থেকে শুরু। ১ পিসের দাম ৩৪ হাজার টাকা।

রিস্টলেট ৭ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ২৩,৫০০ টাকা। চুড়ি (সলিড) ৮গ্রাম ২৭ হাজার টাকা থেকে শুরু ১ পিস। ব্রোঞ্জের চুড়ি ১ জোড়া ৩ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৯৩০০। বাউটি ৩ গ্রাম দাম ৯,৩০০ টাকা।

মেয়ের আংটি ২ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১১ হাজার টাকা। নোয়া ৩ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ১০,২০০ টাকা। দুল দেড় গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৫,২০০ টাকা। ঝুমকো ৫ গ্রাম। দাম ১৬,৮৫০ টাকা থেকে শুরু।

ছেলের চেন ৭/৮ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ২৩,০০ টাকা। ছেলের রিস্টলেট ১০ গ্রাম থেকে শুরু। দাম ৩৪ হাজার টাকা। ছেলের আংটি আড়াই গ্রাম থেকে শুরু। ৮,২০০ টাকা।

উপহার দেওয়ার জন্য সোনার দুল এবং লকেট এখানে পাওয়া যাচ্ছে ৪ হাজার টাকা থেকে।

ধনতেরাস উপলক্ষে বিশেষ ছাড় রয়েছৌ গয়নার মজুরীতে। সোনার গহনায় ২০ শতাংশ ছাড় এবং হীরের গহার ৫০ শতাংশ ছাড়। এছাড়াও অন্যান্য দোকনের মত সোনা জমানের বিশেষ সুযোগ রয়েছে এখানে। প্রতি মাসে ন্যূনতম হাজার টাকার কিস্তির বিনিময়ে সোনার জমান ১২ মাস। ফেরত মাসের কিস্তির উপর বোনাস দেবে এই প্রতিষ্ঠান। (এই স্কীম হাজার ২ হাজার, ৫ হাজার এবং ১০ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।)

ধনতেরাসে রয়েছে বিশেষ যোজনা ধনতেরাস পর্যন্ত ৫০ হাজার টাকার কেনাকাটার উপর ২৫০ মিলিগ্রাম সোনার কয়েন ফ্রি।

ছিমছাম গয়না

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

সেনকো জুয়েলারি হাউস

বৌবাজার, গড়িয়াহাট, খড়দহ (বিটি রোড)

অভিজাত এই প্রতিষ্ঠানে এলে কেউই নিরাশ হবেন না। সবরকম বাজেটের গয়নাই পেয়ে যাবেন সেনকো জুয়েলারি হাউসে। সোনার বাজার দর অনুযায়ী ৪৪-৪৫ গ্রামের মধ্যে লাইট ওয়েট গোল্ডের দুর্দান্ত কালেকশন হয়ে যাবে। এর মধ্যে ২০/২১ গ্রামের নেকলেস সেট, ২.৫ গ্রামের কনের আংটি ও ১২/২০ গ্রামের গালাভরা বালা হতে পারে। অবশ্য হাতের চুড় নিলে ২৪/২৫ গ্রাম পড়বে আর সলিড বালা চাইলে প্রায় ৩৫ গ্রাম। নেকলেস আর ইয়াররিং মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে নিতে পারলেই ভাল। চোকার নিলে বাজেট একটু বাড়বে। চেনের সঙ্গে অ্যাডজাস্টেবল বড় লকেটের চাহিদা এখন ভাল। মোটামুটিভাবে হাতের গয়না ভারী হলে নেকলেস হালকা অন্যথায় নেকলেস ভারী হলে হালকা হাতের গয়না আজকাল ১৫/১৬ গ্রামের হাফ মানতাসার চল ভাল। সলিড বাউটি (৬/৭ গ্রাম) কিংবা পলা বা শাঁখা বাঁধানো (৪/৫ গ্রাম) বিয়ের কনের জন্য ভাল চলে। ৩ গ্রাম থেকে পাওয়া যাবে বরের আংটি। একটু ভরাট নেকলেস সেটের খোঁজে থাকলে পেয়ে যাবেন ৩৫ গ্রাম থেকেই। হলমার্কযুক্ত সোনার এসব গয়না সম্ভার ছাড়াও রয়েছে হীরের কালেকশন।

বসাক মিউজিয়াম জুয়েলার্স

বৌবাজার

একটু ভাল ডিজাইনের গয়নার খোঁজে থাকলে ৩০ গ্রামের মধ্যে মেয়ের বিয়ের গয়না হয়ে যাবে। হলমার্ক সহ নানান আধুনিক

ডিজাইনের এসব গয়না একটু বুঝে-সুঝে ব্যবহার করলে চলবে অনেকদিন। রাতে গয়না পরে শোবার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। ভারী কাজ করার আগেও এ ধরনের হালকা গয়না খুলে রাখতে পারলেই ভাল। এমনিতে ১৫/১৬ গ্রামের বালা, ৭/৮ গ্রামের হার, ২ গ্রামের আংটি, ৫/৬ গ্রামের ঝোলা দুল থাকে বিয়ের প্যাকেজে। তবে একটু ভরাট নেকলেস চাইলে ১০ গ্রাম থেকে পাওয়া যাবে। হাফ মানতাসা বা রত্নবালার চাহিদাও বেড়েছে— ১০/১১ গ্রামের এরকম গয়না দেখতেও খুব 'স্টাইলিশ'। ১৮-২১ গ্রামের দেড়পেঁচির ঝোঁকটাও বেশি। সবমিলিয়ে নতুন প্রজন্মের মেয়েরা গয়না পছন্দ করছে একাধিকবার ব্যবহারের উপযোগী। বিয়ের রাতের পর লকারে তুলে রাখা ভারী গয়নার ট্রেন্ড এখন নেই বললেই চলে। সব সময় পরার উপযুক্ত গয়না বাছতেই এসেছে লাইট ওয়েট গোল্ড। দাম বাড়ার সঙ্গে ডিজাইনের সূক্ষ্মতার সামঞ্জস্য রেখেই এখানে গয়না প্রস্তুত করা হয়। হাতের গয়না দু'হাতে দু'রকম রাখলে বাজেটও বাঁচে আবার আধুনিক নকশায় নিজেকে সাজিয়েও তোলা যায়।

অনুরাগ জুয়েলার্স

বৌবাজার

নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্তকে বিয়ের গয়নার ষোলোআনা খাঁটি সম্ভার তুলে দিতেই অনুরাগ জুয়েলার্স। নিজস্ব ডিজাইন ও হলমার্কের বিশুদ্ধতার পাশাপাশি মজুরিটাও থাকে নাগালের মধ্যে। এদের বিশেষত্ব হল পুরনো সোনা খুবই ন্যায্য দামে ক্রম করে নতুন ডিজাইনের গয়না বিক্রি করা— পুরনো সোনা থেকেই যারা মেয়ের বিয়ের গয়না গড়িয়ে দিতে চান তাদের জন্যে এই দোকান। পুরনো সোনার বদলে রেডিমেড হার, দুল, আংটি, শাঁখা-পলা বাঁধানো সবই পাওয়া যাবে। এছাড়া রকমারি নতুন গয়না তো আছেই। মোটামুটি ১৫ গ্রামের মধ্যে নেকলেস সেট, কনের আংটি, হাতের শাঁখা-পলা বাঁধানো পেয়ে যাবেন। মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করেও নেওয়া যাবে। হালকা রিস্ট চেন ও বরের আংটিও হালকা ওজনের টিকলি, আংটি, ডায়মন্ড রিং— সবই মধ্যবিত্তদের সীমিত বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

আধুনিক অথচ এথনিক

উপালি সাহা

শিল্প ভারতী:

বৌবাজার, কালীঘাট, শিলিগুড়ি

এই প্রজন্মের চাহিদা হালকা, ফ্যাশনেবল গয়না। কথাটা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠিত দোকানটি বেশি তৈরি করে ছিমছাম, আধুনিক সোনার অলঙ্কার। যা বিয়ের কনেকে সাজাতে বা উপহার দেওয়ার মতোই। যেমন, মাত্র ১০ গ্রাম থেকে বানানো হয় নেকলেস। দাম কম-বেশি ৩৫ হাজার টাকা। নেকলেসগুলো অল্প সোনার হলেও বিয়ের দিনের জন্য ছাড়াও যে কোনও অনুষ্ঠানে আপনার শোভা বাড়াবে। 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন' পরাতে না পারলেও ১৮-২০ গ্রামের মধ্যে পেয়ে যাবেন হাতের জোড়া চুড়, বালা। দাম ৬০ হাজার টাকা। সলিড চুড়ি শুরু কম করে ৮ গ্রাম থেকে। প্রতি পিস পড়বে ২৫ হাজার টাকা। শুধু সোনার চুড়ি সাধ্যের বাইরে হলে ব্রোঞ্জের চুড়ি রয়েছে নজরকাড়া ডিজাইনের। এতে সোনার পরিমাণ এক গ্রাম। সাড়ে তিন হাজার টাকা পার পিস। শাঁখা, পলা আর লোহা বাঁধানো যথাক্রমে ৪ গ্রাম, ২ গ্রাম আর ৩ গ্রাম সোনায় তৈরি হয়। দাম ১৫ হাজার, ৮ হাজার এবং ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু। কনের জন্য কানের টাব মিলবে মাত্র তিন হাজার টাকায় এক গ্রামের কম সোনায়। উপহার হিসেবেও ওগুলো মন্দ নয়। ৪ গ্রাম সোনায় তৈরি হচ্ছে ছোট ঝুমকো, কানপাশা। ১০ হাজার থেকে দাম শুরু। তিন গ্রামের কম সোনায় আংটি পাবেন ১০ হাজার টাকায়। ইদানীং হীরের গয়নার বেশ চল হয়েছে। এই কালেকশনে কানের বসানো দুলের দাম শুরু ১০ হাজার টাকা থেকে। গলার হার ৫০ হাজার টাকা, আংটি ১০ হাজার টাকা, নোসপিন তিন হাজার টাকা থেকে শুরু, ব্রেসলেট ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু। এছাড়া, ৬ গ্রাম সোনায় সব সময়ে পরার সোনার চেনের দাম ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু। ছেলেদের জন্য শিল্প ভারতী রাখছে চেন, আংটি, রিস্টলেট। প্রথমটি ১০ গ্রাম সোনায় তৈরি হয়, দাম শুরু ৩০ হাজার টাকা থেকে। দ্বিতীয়টি ৪ গ্রাম সোনায় পাবেন, দাম ১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু। রিস্টলেট ১২ গ্রাম সোনার কমে হয় না। দাম পড়বে কম করে ৪০ হাজার টাকা। এর সঙ্গে থাকছে মজুরির ওপর ১০ শতাংশ ছাড় ও লোভনীয় উপহার। গয়নার পাশাপাশি এদের রয়েছে মাস্থলি স্কিম। যাঁদের একবারে গয়না কেনা অসম্ভব তাঁরা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ক্যাশ বা গোল্ড যেকোনও এক উপায়ে সঞ্চয় করতে পারেন। হাজার টাকা থেকে এই স্কিম শুরু।

এইচ কে দত্ত:

বৌবাজার, বালিগঞ্জ, রাসবিহারী এভিনিউ

অল্প সোনায় স্টাইলিশ গয়না ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়াই এদের মূল লক্ষ্য। আর প্রত্যেকটা গয়না ২২ ক্যারেটের এবং হলমার্ক যুক্ত। নেকলেস পাওয়া যায় মাত্র ৭ গ্রাম সোনায় (২৪ হাজার টাকা থেকে শুরু)। জোড়া বালা রয়েছে ১৪ গ্রাম সোনায় (৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু)। সব সময়ের কানের টাব মাত্র আড়াই গ্রাম সোনায় (৮ হাজার টাকা থেকে), হালকা ইয়াররিং, ঝুমকো (২৩ হাজার টাকা থেকে শুরু) পাবেন। আংটি তৈরি হয় ২ গ্রাম সোনা দিয়ে (৭ হাজার টাকা থেকে শুরু)। শাঁখা, পলা, আর লোহা বাঁধানো না পরলে কনের সাজ যেন সম্পূর্ণ হয় না। কথাটা মাথায় রেখে শাঁখা বাঁধানো সাড়ে তিন গ্রাম সোনায় (১৩ হাজার টাকা থেকে শুরু), পলা আর লোহা বাঁধানো দেড় গ্রাম সোনায় (সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু) তৈরি হচ্ছে। সলিড সোনার চুড়ি দিতে চাইলে ৮ গ্রাম সোনায় প্রতি পিস পাবেন ২৮ হাজার টাকা থেকে। ব্রোঞ্জের চুড়িও রয়েছে ১ গ্রাম সোনায় (প্রতি পিস সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে শুরু)। মাঝারি চওড়া জোড়া চুড় ১৬ গ্রাম সোনায় পাবেন (৫৫ হাজার টাকা থেকে শুরু)। হীরের আংটি, টাব, পেনডেন্ট, নোসপিনের দক্ষিণা যথাক্রমে ৫ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা ও আড়াই হাজার টাকা থেকে। ছেলের জন্য সোনার চেন ৮ গ্রাম সোনায় পাবেন (২৮ হাজার টাকা থেকে দাম শুরু), ২ গ্রাম সোনায় সোনার আংটি

(৭ হাজার টাকা থেকে শুরু), হীরের আংটি (১০ হাজার টাকা থেকে শুরু), বোতাম ৭ গ্রাম সোনা (২৪ হাজার টাকা থেকে শুরু) এবং রিস্টব্যান্ড ৮ গ্রাম সোনার রয়েছে (২৮ হাজার টাকা থেকে শুরু)। উপহার হিসেবে দিতেই পারেন কানের টাব (সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে শুরু), আংটি (৫ হাজার টাকা থেকে শুরু) বা পেনডেন্ট (৭ হাজার টাকা থেকে শুরু)। সঙ্গে মজুরিতে ছাড় দেওয়া হয় ধনতেরাসে। গয়নায় এদের নিজস্ব কোনও প্যাকেজ নেই। ক্রেতার পছন্দমতো গয়না সরবরাহ করে থাকে। এদেরও মান্থলি স্কিমে স্বর্ণ-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ৫০০ টাকা থেকে স্কিম শুরু। তবে এখানে সোনার মূল্যে টাকা রাখা হয়। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দিনে যে পরিমাণ টাকা জমা পড়বে সেদিনের সোনার দাম ধরে যতটা সোনা হয় ততটা জমা পড়বে।

গিনি এম্পোরিয়াম:
বৌবাজার

নামটা মনে করিয়ে দেয় ঐতিহ্য আর আধুনিক গয়নার কথা। অর্থাৎ, একই সঙ্গে দোকানটি সাজানো, ট্রেন্ডি, স্লিক আর তুলনায় ভারী ট্র্যাডিশনাল গয়নার পসরায়। প্রতিটি গয়না ২২ ক্যারেটের এবং সঙ্গে থাকছে হলমার্ক। হালকা গয়নার মধ্যে কানের টপ পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু, (কম করে সোনার পরিমাণ দেড় গ্রাম) ইয়াররিং ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু (কম করে সোনা পাবেন ৪ গ্রাম), ঝুমকো ১৪ হাজার টাকা থেকে শুরু (সোনা কম করে থাকবে ৪ গ্রাম), কানবালা ৩৫ হাজার টাকা থেকে শুরু (সোনা কমপক্ষে ১০ গ্রাম)। ব্যাক চেন সমেত শুধু সোনা বা সোনার ওপর অল্প মিনে করা কাজের নেকলেসের দাম ৪০ হাজার টাকা থেকে শুরু (সোনা কম করে ১২ গ্রাম), চেন ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু (৬ গ্রাম থেকে শুরু), মঙ্গলসূত্র ৩৫ হাজার টাকা থেকে শুরু (১০ গ্রাম থেকে শুরু)। শাঁখা বাঁধানোর দাম ২০ হাজার টাকা থেকে শুরু (৫ গ্রাম থেকে শুরু), পলা ও লোহা বাঁধানো ৮ হাজার টাকা থেকে শুরু (২ গ্রাম কম করে)। জোড়া সলিড সোনার চুড়ি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু (১৬ গ্রাম সোনা)। এদের ব্রোঞ্জের চুড়ির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনেকটা লোহা বাঁধানোর মতো। অর্থাৎ, ব্রোঞ্জের ওপর সোনার পাত বসানো যা দরকারে খুলতে পারবেন। প্রতি পিসের দাম শুরু ৮ হাজার টাকা থেকে (সোনা কম করে ২ গ্রাম), জোড়া চুড় ৭৭ হাজার টাকা থেকে শুরু (সোনা কম করে ২৪ গ্রাম), জোড়া বালা ৫৮ হাজার টাকা থেকে শুরু (সোনা কম করে ১৮ গ্রাম)। ছেলের সোনার চেন ৩৫ হাজার টাকা থেকে পাবেন (সোনা কম করে ১০ গ্রাম)। ১১ হাজার টাকা থেকে শুরু আংটির দাম (সোনা কম করে ৩ গ্রাম)। আমেরিকান ডায়মন্ড, মিনে কাজ বা প্লেন সোনার বোতাম কিনতে পারেন ২০ হাজার টাকা থেকে (সোনা কম করে ৬ গ্রাম)। এখন রিস্টলেট পরার চল উঠেছে বেশ। দাম শুরু ৪০ হাজার টাকা থেকে (সোনা কম করে ১২ গ্রাম)। হীরের আংটি ১৪ হাজার টাকা, টাব ২০ হাজার টাকা এবং লকেট ৮ হাজার টাকা থেকে শুরু। উপহার হিসেবে দিতেই পারেন কম সোনায় তৈরি টাব, ২ গ্রাম সোনার লকেট, আংটি বা পেনডেন্ট। দাম শুরু ৮ হাজার টাকা থেকে। গিনি এম্পোরিয়ামের আরও একটি বৈশিষ্ট্য, ক্রেতা বারো মাস টাকা জমালে তেরো মাসেরটা ফ্রি পাবেন। সঙ্গে তেরো মাসের টাকার পরিমাণের ওপর ৫ শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়। এখানেও ৫০০ টাকা থেকে স্কিম শুরু। আবার ক্রেতা চাইলে ওই টাকা সোনা হিসেবেও জমাতে পারেন। সেক্ষেত্রেও একমাস ফ্রি এবং বোনাস পাবেন। সবটাই মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের সুবিধার জন্য করা হয়েছে।

মডার্ন গিনি হাউস:
বৌবাজার

বিয়ে ঠিক হলেই মা-বাবা স্বপ্ন দেখেন, ওই দিন গয়নায় মুড়ে মেয়েকে রাজেন্দ্রাণী সাজানোর। কিন্তু পকেট পারমিট না করায় স্বপ্ন অনেক সময় অধরাই থেকে যায়। সেই স্বপ্নপূরণের হদিশ দিচ্ছে মডার্ন গিনি হাউস। গয়নাগুলো হালকা হলেও ২২ ক্যারেট এবং ৯১৬ হলমার্ক যুক্ত। এখানে ১০ গ্রাম সোনা থেকে নেকলেস পাওয়া যায়। দাম শুরু ৩৫ হাজার টাকা থেকে। চাইলে নেকপিসগুলো শুধু সোনা বা মিনে কাজের পাবেন। সঙ্গে ম্যাচিং ইয়ারিং আর আংটি চাইলে সোনা লাগবে ২০ গ্রামের মতো। দাম শুরু ৬০ হাজার টাকা থেকে। এছাড়াও পাবেন ১১ গ্রাম সোনায় হালকা চোকার। টাসেল দিয়ে আটকানো সূক্ষ্ম কাজের চোকারের দাম শুরু ৩৫ হাজার টাকা থেকে। পাশা হার (সব সময় পরার ডিজাইনার চেন) তৈরি হচ্ছে ৯ গ্রাম সোনা দিয়ে। দাম শুরু ২৫ হাজার টাকা থেকে। মাত্র ৩ গ্রাম সোনা থেকে মঙ্গলসূত্র পাবেন। ১১ হাজার টাকা থেকে দাম শুরু। রোজের পরার জন্য কানের টাব মিলবে দেড় গ্রাম সোনায়। দাম শুরু ৫ হাজার টাকা থেকে। সলিড সোনার ডিজাইন বা মিনে করা কাজ পাবেন এতে। ঝুমকো তৈরি হচ্ছে ৩ গ্রাম সোনা দিয়ে। মূল্য ১১ হাজার টাকা থেকে শুরু। কানপাশা দেড় গ্রাম আর ইয়ার রিং ২ গ্রাম সোনার মধ্যে পেয়ে যাবেন। দক্ষিণা শুরু যথাক্রমে ৫ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা। ২

গ্রাম সোনায় তৈরি এনগেজমেন্ট রিং, শুধু সোনার, স্টোন বা মিনে করা আংটির দাম শুরু ৭ হাজার টাকা থেকে। মিনে প্লাস বেকি কাজের একপিস সলিড সোনার চুড়িতে থাকছে ১১ গ্রাম সোনা। দাম পড়বে প্রায় ৩৬ হাজার টাকা। প্লেন সলিড চুড়ি পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পিস ৮ গ্রাম সোনায়, যার দাম কম-বেশি ২৫ হাজার টাকা। চাইলে ব্রোঞ্জের চুড়িও মিলবে। তাতে সোনার ভাগ এক গ্রাম। দামও তুলনায় কম, প্রায় চার হাজার টাকা। হাতের গয়নার মধ্যে ২০ গ্রাম সোনায় জোড়া চুড় (৬২ হাজার টাকা থেকে শুরু), মিনে করা হলে ২৫ গ্রাম পড়বে (৭৭ হাজার টাকা থেকে শুরু), ১৮ গ্রাম সোনায় জোড়া বালা (৫৫ হাজার টাকা থেকে শুরু), সাড়ে তিন গ্রাম সোনায় শাঁখা ও পলা বাঁধানো (৮ হাজার টাকা থেকে শুরু), ২ গ্রাম সোনায় সাধারণ লোহা বাঁধানো (৮ হাজার টাকা থেকে শুরু) এবং ৫ গ্রাম সোনায় ডিজাইনার লোহা বাঁধানো (১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু), ১০ গ্রাম সোনায় ব্রেসলেট (৩১ হাজার টাকা থেকে শুরু) পাবেন। হিরের আংটি, কানের টাব, ইয়ার রিং আর পেনডেন্টের দাম শুরু যথাক্রমে ১০ হাজর টাকা, ১৮ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা ও ১৭ হাজার টাকা। ছেলের জন্য চেন পাবেন কম-বেশি ২৫ হাজার টাকায়। সোনা থাকবে ৮ গ্রাম। ৬ গ্রাম সোনায় মিনে কাজের বোতাম (১৮ হাজার টাকা থেকে শুরু), সিগনেটি এডি বসানো হলে বোতামে কম করে ৮ গ্রাম সোনা লাগবে (২৪ হাজার টাকা থেকে শুরু), ৩ গ্রাম সোনায় সোনার বা মিনে করা কাজের আংটি (১২ হাজার টাকা থেকে শুরু) এবং ৫ গ্রাম সোনায় সিগনেটি এডি বসানো আংটি (১৫ হাজার টাকা থেকে শুরু), ৮ গ্রাম সোনায় রিস্টলেট (২৪ হাজার টাকা থেকে শুরু) এবং হিরের আংটি প্রায় ১৩ হাজার টাকায় সহজেই মিলবে। বিয়ের জন্য আলাদা করে কোনও প্যাকেজ নেই। তবে মধ্যবিত্তদের স্বর্ণ- সঞ্চয়ের জন্য ক্রম বর্ধমান সোনার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে রয়েছে স্বর্ণসুধা প্রকল্প। এই স্কিমে ১৮ মাস ধরে পছন্দের বাজারদর অনুযায়ী সোনা জমান। আর ১৮ মাস পরে নিন পছন্দসই গয়না। সঙ্গে মজুরিতে আকর্ষণীয় ছাড়।

কম খরচে গয়না

দোয়েল দত্ত

সুভাষ ব্রাদার্স

গড়িয়াহাট ও বউবাজার

আধুনিক কনেদের পছন্দ আর বাড়ন্ত সোনার দাম, এই দুইয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এরা নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক সম্ভারের সোনার গয়না। বিয়ের গয়না বলতে প্রথমেই মনে হয় সীতাহার আর দুলের সেট। ওটি ছাড়া তো কনের সাজই হয় না, অথচ অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে ওই একদিন কী বড়জোর দু'দিন পরার পরেই তার স্থায়ী ঠিকানা হয় ব্যাঙ্কের ভল্টে। আর সেজন্যই ভারী গয়নার ডিজাইনকে লাইট করে হালকা গয়নাতেও রূপ দিয়েছে এরা। বড় হার শুরু ২৭,০০০ টাকা থেকে একলাখ পর্যন্ত। ২৭,০০০ টাকার সীতাহারে সোনা থাকবে প্রায় ৯ গ্রাম। অন্তত পক্ষে ৮-৯ গ্রামের কমে সীতাহার হবে না। ৩০-৩৫ হাজারেও ভাল সীতাহার আনছে এরা স্লিক ডিজাইনের। কানের দুল ৮-১০ গ্রামের দাম ২৭-২৮ হাজার টাকা। গিফট দেওয়ার জন্যও রয়েছে সুন্দর সুন্দর কানের দুল— ছেলা কাজ, পালিশ, রেডন কাজ, ছোট টপ ইত্যাদি। ১ গ্রাম ৭০০ বা দেড়গ্রামের এই দুলগুলোর দাম শুরু হচ্ছে ৫০০০ টাকা থেকে। বিয়ের পর সবসময় পরার ছোট ঝুমকো ৭ গ্রামের দাম মোটামুটি ২৫-২৬ হাজার টাকা, টপ সাড়ে তিন চার গ্রামের দাম প্রায় চার, সাড়ে চার হাজার টাকা। রয়েছে গোগো পাশা, সাড়ে তিন-চার গ্রামের দাম ১৫০০০ টাকার কাছাকাছি। গোগো পাশার ডিজাইনটা বেশ ছিমছাম, মুল পাশার ভারী ডিজাইনকেই ছোট ডিজাইনে সেট করা, শাড়ি ও পাশ্চাত্য পোশাক সবকিছুর সঙ্গেই দারুণ মানাবে। বিশেষ করে নব্যবিবাহিতাদের। জড়োয়ার চাহিদা আজকের ফ্যাশনে কিন্তু ডি-ডে-র জন্য একই রকম রয়েছে, একটা ব্রেসলেটের দাম ২২-২৪ হাজার টাকা পড়বে। আংটা দেওয়া। এবার জিপসি ব্রেসলেট (লোগো ঝোলানো) খুব চলছে জড়োয়ার গয়নায়। সাড়ে পাঁচ- ছ'গ্রামের স্লিক জড়োয়া নেকলেস ১৮-২০ হাজার টাকা। পুরো জড়োয়া সেটের দাম ৮০ হাজার টাকার উপরে। আংটির মধ্যে স্লিক, ভরা, স্প্রিং নানারকম ডিজাইন রয়েছে। ১৮ ক্যারেটের আংটির (হীরে বসানো) দাম ১১-১২ হাজার টাকা থেকে শুরু। এক্ষেত্রে আবার সোনার দাম কম হয় আর হীরের পাথরের দামটাই মুখ্য বলে গণ্য হয়। আধুনিকা মানবীরা আবার হাত খালি রাখতেই পছন্দ করেন, কিন্তু বিয়ের দিন তো হাত ভরাতে হবে, নিদেনপক্ষে অফিস-কাছারিতেও মাঝে মধ্যে হাতে একটা বালা বা সরু চুড়ি পরলে নেহাত মন্দ হয় না। এখানে রয়েছে আড়াই প্যাঁচ, দেড়প্যাঁচের বালা। বালার দাম ৪৫-৬০ হাজার টাকা (১৫-১৬ গ্রাম), চুড়ও তাই, বাউটি ৬০ হাজার টাকা প্রায় (১৪-১৫ গ্রাম)। তবে খিলান দেওয়া হলে দাম একটু বেশি পড়বে বই কী! প্লেন সোনার, বল, ছিলে কাটা, বাউটি, রুলি চুড়িও স্লিক ডিজাইনের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। অন্তত একপিস করতে ৯-১০ গ্রাম সোনা লাগবে, দাম ২৭০০০ টাকার আশেপাশে। এছাড়া নতুন এসেছে স্প্রে ডিজাইন, দেখলে মনে হয় সোনার উপর মিনে করা, কিন্তু আদতে নয়, বিশেষ রং করা সোনার উপরের স্তরে।

এম বি ধর জুয়েলার্স

বহরমপুর

আগেকার দিনের লাল ভেলভেটের উপর সোনার চিক কাম নেকলেসের বদলে এরা নিয়ে এসেছে হালকা সোনার চিক, সাড়ে সাত থেকে আট গ্রামের দাম ২২-২৪ হাজার টাকা। এটা আবার টু ইন ওয়ান। হাতে রিস্টলেস হিসেবেও পরা যাবে। এবার আসা যাক বিয়ের মূল নেকলেসের কথায়।

১২-১৫ গ্রাম বা ১৮ গ্রাম থেকে শুরু হচ্ছে হালকা ডিজাইনের বড় হার। হার ও দুল সমেত দাম পড়বে মোটামুটি ৪০-৫০ হাজার টাকার মতো প্রায়। কাটাই পিসের কাজ, স্প্রে মিনে করা হালকা ডিজাইনের কাজের এবার খুব চাহিদা। পলার মেটিরিয়ালের উপর হালকা ওজনের ফ্যান্সি গলার সোনার নেকলেস রয়েছে ১২-১৩ গ্রামের ৫০-৫২ হাজার টাকা দাম। বড় হারের বদলে কনেকে এটাও দিব্যি মানাবে। পার্টিওয়্যারের হার শুরু হচ্ছে ৮-৯ গ্রাম দামে। দাম ২৬,০০০ টাকা। সোনার উপর হীরে বা অন্যান্য পাথর বসানো নেকলেসের দাম শুরু হচ্ছে ৬০ হাজার টাকা থেকে। সবসময় পরার সরু চেন ৮-১০ গ্রাম, দাম ২৬ হাজার টাকা। ছেলেদের চেন শুরু হচ্ছে মিনিমাম ১০ গ্রাম থেকে। ৮ গ্রামের দু থাক ঝুমকো (উপরে নিচে আর একটা ঝুমকো)-র জোড়া প্রতি দাম ২৬০০০ টাকা। ১২-১৩ গ্রামের চেন দেওয়া ঝুমকো প্রায় ৪০০০০ টাকার কাছাকাছি। গিফট দেওয়ার জন্য ছোট কানের দুল শুরু ১০০০-১২০০ টাকা। বিয়ের পর নতুন কনের পরার জন্য হালকা দুল বা মিনে করা ছোট দুলের দাম ৬-৮ হাজার টাকা। বিয়ে হবে বাড়ির বড়রা কিছু কিনবেন না তা-ও আবার হয় না কি! এদের জন্য রয়েছে ১৮-২০ গ্রামের কান, ঝুমকো, ঝালর পাশা। আসলে আগে তিন চার ভরিতে হয়তো একটা হার হত, কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টেছে, ৬-৭ ভরিতে পুরো সেট তৈরি হচ্ছে, যাতে স্লিক ডিজাইনের গয়নাগুলো বাইরে গেলেও সঙ্গে অনায়াসে ক্যারি করা যায়।

চুড়ির মধ্যে এদের এবার ফ্ল্যাট, স্কোয়ার, বাউটি, চুড়, ৬-৮ কোণা চুড় (৪০-৪২ গ্রাম)-এর চাহিদা ভাল আছে। বালা-বাউটি শুরু হচ্ছে ১৬-১৮ গ্রাম থেকে, দাম ৬০ হাজার টাকা, হালকা চুড় ২৪ গ্রামের দাম পড়বে মোটামুটি ৮০ হাজার টাকা, খিলান ছাড়া। বালার ডিজাইনে নকশা, ফ্যান্সি ফ্রেঞ্চ বালা এবার ভাল চলছে। কঙ্কন মিনিমাম হবে ৩০ গ্রামের। আংটি মেয়েদের চার-সাড়ে চার গ্রামের রয়েছে ১৪,০০০ টাকার। ছেলেদের আশীর্বাদের আংটি অন্তত ৮ গ্রামের কমে হবে না, দাম ২৫ হাজার টাকা থেকে শুরু। এছাড়া এবার খুব জনপ্রিয়, তিরুপতি লকেটওয়ালা কানের দুল ও লকেট, ১৪ গ্রামের দাম ৫০ হাজার টাকা প্রায়।

(বি.দ্র. এই লেখার সব সোনার গয়নার দাম সোনার দামের তারতম্যের উপর ওঠাপড়া করবে।)

কবিতা

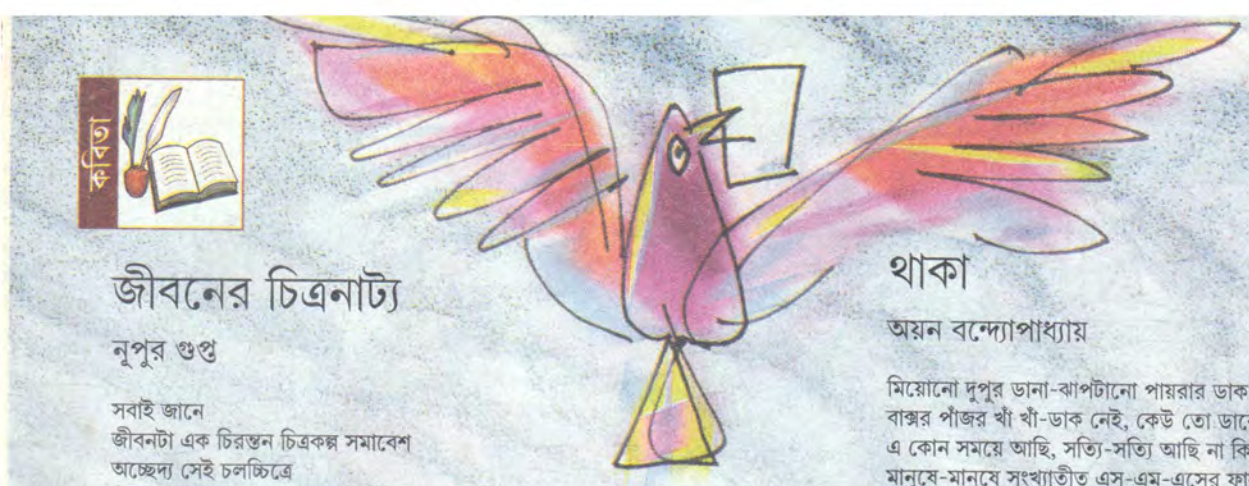

জীবনের চিত্রনাট্য

নূপুর গুপ্ত

সবাই জানে
জীবনটা এক চিরন্তন চিত্রকল্প সমাবেশ
অচ্ছেদ্য সেই চলচ্চিত্রে
বিরামের কোনও অবকাশ নেই।
এক অবিরাম পরম্পরায় সাজানো
পর্যায় থেকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে চলা।
অথবা ভ্রমণ আজীবন
এক সময়কাল থেকে অন্য সময়কালে।
সৃষ্টি হয়
অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের হিসেব নিকেশ,
আবেগে সিঞ্চিত জীবন
ভরে ওঠে ভালোবাসায় মানে অভিমানে,
কত খেলা
রঙ্গভূমি জুড়ে
ধরা থাকে কালের আয়নায়।
নিমেষে বদল আসে রঙে
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অমিলের ছবি।
মিলে মিশে একাকার—
শুধু শেষ চিত্রনাট্য বাদে–
ফুলমালা অশ্রুজলে শোভিত শয়ন
চিরনিদ্রায় শায়িত নাটক
জীবন অবসানে।।

থাকা

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিয়োনো দুপুর ডানা-ঝাপটানো পায়রার ডাক
বাক্সর পাঁজর খাঁ খাঁ-ডাক নেই, কেউ তো ডাকেনি
এ কোন সময়ে আছি, সত্যি-সত্যি আছি না কি নেই...!
মানুষে-মানুষে সংখ্যাতীত এস-এম-এসের ফারাক

ওরা তাও বাড়ি ঢোকে, ভুলেও ঢোকে না কোনও খাম
আঁকড়ে ধরে বসে থাকা বাতিল সাবেকি সেই মন
নিথর রোদ্দুর ভেঙে কতকাল আসে না পিওন
ভিতর শার্সি খুলে সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলাম

এল না হলুদ-চিঠি, ডাক-পাঠানোর-ডাক
কোথায় পায়রা ওড়ে, বাতাস বিষাদে পুড়ে খাক

গল্প

সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

ভালবাসা গল্প বলছে, ইনিয়ে বিনিয়ে কতকিছু
রাত নেই দিন নেই সাইকেল চালিয়ে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায়
শান্তিনিকেতন থেকে সেই লাভপুরে–।
কী লাভ, ক্ষতির সঙ্গে বসে দুজন–

ভালবাসা গল্প করছে, সারাদিন ফালতু ফালতু কত
সারারাত্রি মনে মনে বেগনি রঙা সাইকেল চালিয়ে।

সমুদ্রগামী

মনিরুদ্দিন খান

বলিরেখা, ন্যুব্জ লাঠি
হলুদ পাতার হাতচিঠি
ডাক দেয় হেমন্তের ক্ষেতে,
স্নানঘর পিঠে নিয়ে
মানুষ একাকী
লঘুপায়ে সমুদ্রের পানে
হেঁটে যায়...

ছবি: দীপঙ্কর রায়

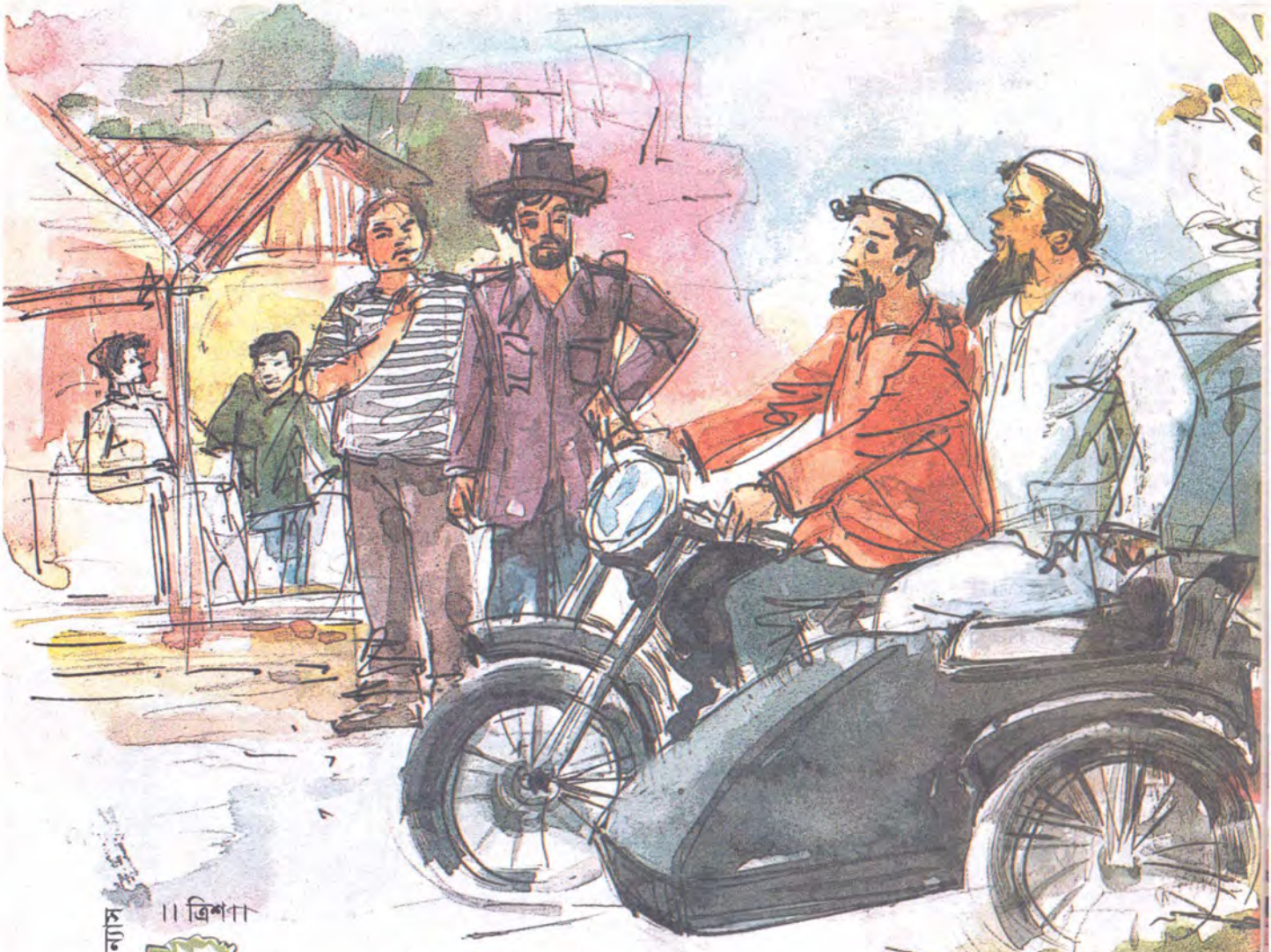

ধারাবাহিক উপন্যাস

।। ত্রিশ ।।

টুটিলাওয়ার টাঁড়ে

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে :

ঋজুদা টুটিলাওয়ার টাঁড় থেকে ইজাহারের কুন্দুগুটুর কাছারিবাড়িতে চলে আসেন। কুন্দ্রুগুটুর জঙ্গলের পথে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল যারা ডাঙ্গু মিঞার কাছে যাচ্ছে রণপা-র জন্যে লম্বা লম্বা মোটা বাঁশ নিয়ে। গভীর রাতে খবর আসে পরমকে কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। পরদিন সকালে ঋজুদা বাদে বাকি সকলে পরমের অন্ত্যেষ্টিতে সিঁদুর গ্রামে যায়। সেখানে ভটকাই প্রথমে অচেনা আগন্তুকদের কান কেটে ফেলে। ডাঙ্গু মিঞা এবং সিদ্ধু মিঞার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ভটকাই ও রুদ্র রণপায়ে চড়া প্র্যাকটিস করে। ঋজুদা ঠিক করেন ডাঙ্গু মিঞাকে ও এবার এমন শাস্তি দেবেন যে এসপার-ওসপার হয়ে যাবে।

গত রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধরে নানা গল্প হল। সাল্লু মিঞা, ঋজুদা, ইজাহার মিঞা সকলে তো ছিলেনই, আমি আর ভটকাইও ছিলাম।

ডাঙ্গু মিঞার গল্পই বেশি হল। সিদ্ধু মিঞার গল্পও।

সাল্লু ভাই বললেন, বড়লোকদের তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বড়লোকের চাকর-বাকর বা কুত্তা-বিল্লির সমগোত্রীয় মোসাহেবদের আমি সহ্য করতে পারি না। এই সিদ্ধু মিঞারাও সেই সব কুত্তা-বিল্লিরই সমগোত্রের।

ঋজুদা বলল, তা বলছেন বটে, কিন্তু বড়লোকেরা ওই শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেনই বা কেন? ইংরেজিতে একটা কথা আছে না? A man is known by the company he keeps.—বেশিদিন ওই শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে করতে তাদের চরিত্রও সমগোত্রীয় হয়ে যায়, নিজেদের অজানিতেই। বড়লোকদের তবু বা সহ্য করা যায়, তাদের কুকুর, বেড়ালদের আদৌ সহ্য করা

যায় না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভটকাইচন্দ্র সিদ্ধু মিঞার অনুচরদের কান কেটে নেওয়ায় খুবই খুশি হয়েছি আমি। যেদিন সিদ্ধু মিঞার কানও কাটতে পারবে ভটকাই সেদিন তাকে আমি সোনার মেডেল দেব।

ভটকাই বলল, সিদ্ধু মিঞার কান আমি কাটব না। তার একটি পা তো খোঁড়া আছেই, তার অন্য পা-টিকেও খোঁড়া করে দেব এমনই ইচ্ছে আছে আমার। তারপরে দুই হাতে ভর করে ও ডাঙ্গু মিঞার পা চাটবে।

সেটা করতে পারলে মন্দ হবে না। ধরমের মতো ভালমানুষকে যে মোরগা-বকরির মতো জবাই করে মারাতে পারে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। ডাঙ্গু মিঞাকেও শেখানো হবে যে সে সর্বশক্তিমান নয়। বাবারও বাবা থাকে। এই কথাটাই তাকে শেখাব। তেমন হলে ডাঙ্গু মিঞাকে প্রাণেও মেরে দেব।

সাল্লু ভাই বললেন, এই সব মানুষকে প্রাণে মারলে তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কোনও শাস্তি তাদের দিতে হয় যাতে তারা খাবি খেয়ে বেঁচে থাকে। বেঁচে না থাকলে তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি কী করে পাবে। তারা যত বেশি দিন বাঁচবে, ততই তাদের শাস্তিটা প্রলম্বিত হবে। বুঝলে না?

বুঝলাম। কিন্তু সেই শাস্তিটা কোন শাস্তি?

সেটা আমিও ঠিক জানি না। তবে পরে তোমাকে ভেবে বলব।

তারপর বললেন, তোমাদের রণপাটা একটা দারুণ ব্যাপার করেছ।

আমরা কোথায় করলাম। সেটা তো ডাঙ্গু মিঞা অ্যান্ড কোম্পানিই শেখাল আমাদের। আমরাও যে রণপার ইস্তেমাল করতে পারি তা দেখিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দেব। ওরা জানবে যে ওরা পারলে আমরাও পারি।

ভটকাই বলল, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। এটা আপনার যুদ্ধ নয়। এখন এটা আমাদের যুদ্ধ হয়ে গেছে। ধরমকে অমন নৃশংসভাবে খুন করার পরে আমরা ডাঙ্গু মিঞা আর সিদ্ধু মিঞাদের বুঝিয়ে যাব যে আমাদের সঙ্গে দুশমনি করে তারা ভাল কাজ করেনি। আমাদের আপনি পাঠিয়েছিলেন ডাঙ্গু মিঞা সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে— যে সব খবর কলকাতাতে থেকে আপনার পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই কাজ করতে এসে ধরমের মতো নিরপরাধ গরিব মানুষকে এমন করে প্রাণ দিতে হবে তা তো স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ওরা জানে না যে, ওরা সাপের ল্যাজে পা দিয়েছে— এখন ওদের যা শাস্তি তা ওদের পেতেই হবে। আমরাও জান লড়িয়ে দেব। হাড়ে হাড়ে বুঝবে ওরা ঋজু বোসের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার দাম কী করে দিতে হয়।

— আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোমাদের ওই রণপায়ে একবার নিজে চড়ে দেখি। ও অভিজ্ঞতা আমার নেই। আর কোনও অভিজ্ঞতা থেকেই আমি নিজেকে সরিয়ে রাখতে শিখিনি। যাবে না কি এই রাতেই?

ঋজুদা বলল, ডাঙ্গু মিঞা না ফিরে এসে থাকলে আপনার নিজের যাওয়াটা ঠিক হবে না। ডাঙ্গু মিঞার কুকুর সিদ্ধু মিঞাকে বড় বেশি ইম্পরট্যান্স দেওয়া হয়ে যাবে। আপনি কলকাতায় ফিরে যান। আমি নিজেই যাব রণপায়ে চড়ে ডাঙ্গু মিঞাকে ভড়কে দিতে।

তারপর বলল, তার কি সত্যিই ভূতের ভয় আছে?

আরে! আছে মানে কী? এখনও নিজের বিছানার নিচে ছেঁড়া জুতো রেখে শোয়— নইলে লোহার কিছু। একা ঘরে শুতে পারে না। নিজের বিবি না থাকলে সিদ্ধু মিঞার মতো বিশ্বস্ত কারোকে ঘরে শোওয়ায়।

ভূতের ভয় হয় কেন?

কী করে বলব। যাদের সে ভয় আছে একমাত্র তারাই বলতে পারে কেন থাকে সেই ভয়।

ভটকাই বলেছিল, শুনেছি, যারা নিজেরা মানুষ-টানুষ খুন করেছে এক সময়ে তাদেরই এমন ভয় থাকে।

সাল্লু মিঞা বললেন, এছাড়াও অন্য অনেক কারণে এই ভয় থাকতে পারে।

— কী কারণ?

— সেটা আমি ঠিক জানি না। ডাঙ্গু মিঞার মতো মানুষেরাই বলতে পারে।

কাড়ুয়ার বন্ধু নাগেশ্বারোয়া বা ঋজুদার অভিজ্ঞতার কালাহান্ডি বা বাঘবমুণ্ডার বাঘবডুম্বাও তো ভূত কিন্তু সে জন্যে তো তাদের রাতের ঘুমের বিঘ্ন হয় না।

এসব ব্যাপার অত্যন্ত গোলমেলে। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনো করলে তবেই জানা যেতে পারে এই ভয়ের উৎস।

— কলকাতাতে ফিরে এই নিয়ে একটু চর্চা করতে হবে এবারে। বুঝলি রুদ্র।

আমি বললাম, তোর ইচ্ছে হলে করিস। আমার দরকার নেই। বেশ তো সুখেই আছি। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার দরকার কী?

ঋজুদা বলল, আপনি কাল সকালে কখন বেরোবেন?

সাল্লু মিঞা বললেন, ইচ্ছে তো আছে ভোর ছ'টাতে বেরুবার।

— কোন পথ দিয়ে যাবেন?

— ফেরার সময় সীমারিয়া-বাখড়া মোড় হয়ে চান্দেয়াটোড়ি হয়ে কুরু হয়ে রাঁচি হয়ে জামশেদপুর-ঘাটশিলা-বহড়াগোড়া-খড়্গপুর হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে চলে যাব।

তাইই ভাল। বগোদর হয়ে টাটিঝারিয়া গিয়ে জিটি রোড ধরে না যাওয়াই ভাল, কারণ ডাঙ্গু মিঞা ওই রাস্তাতেই যাতায়াত করে।

— করলে কী হবে। দেখা হবেই তো আর খেয়ে ফেলবে না। তবে আপনাদের উপরে সন্দেহটা আরও তীব্র হবে।

ঋজুদা বলল, এই চোর-পুলিশ খেলা আর বেশিদিন ভাল লাগছে না। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরাও ফিরে যাব কলকাতাতে। ফিরে আপনাকে ডিটেইলড রিপোর্ট দেব।

তারপরে বলল, অবশ্য ডাঙ্গু মিঞা যদি আমাদের এনকাউন্টারে যেতে বাধ্য না করে। তাহলে তো একটা এসপার ওসপার হয়েই যাবে। তাহলে আমরা সকলেই যে সশরীরে কলকাতায় ফিরতে পারব তা তো বলা যাচ্ছে না।

সাল্লু মিঞা বললেন, আপনাদের কারও টিকি স্পর্শ করলেও ওর কপালে দুঃখ আছে সে কথা ও জানে। সাল্লু মিঞা যে কী জিনিস সে তখন বুঝবে।

ভটকাই বলল, আমাদের টিকি স্পর্শ না করতে পারার আগেই যা করণীয় তা করে ফেলুন না কেন মিঞা সাহেব।

সাল্লু মিঞা বললেন, সব কিছুরই সময় থাকে। সেই সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে। সময়কে সময় দিতেই হবে। বিখ্যাত এক আমেরিকান ফাদার-ফিগারের কবির একটি কবিতা আছে। আমি তাঁর সেই কবিতাটি মেনে চলি।

'All truths wait in all things
They neither hasten their own destroyers nor resist it.
They do not need the obsteric forceps of the surgeon, ...'

ভটকাই বলল, মানে কী হল?

আমি বললাম, তোর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। না রে?

ঋজুদা হেসে বলল, অনেকেই পড়েনি এসব। তোর লজ্জা পাওয়ার কিছু হয়নি।

আমি বললাম— ঋজুদা তোকে পরে মানে বুঝিয়ে দেবে।

ভটকাই একটুও না ঘাবড়ে বলল, লোকটা কে? মানে, যে লিখেছে?

আমি বললাম, উনি একজন আমেরিকান দাড়িওয়ালা। ওদের রবীন্দ্রনাথ বলা যেতে পারে। নাম Walt Whitixan। সময় সুযোগ করে ওঁর Leaves of Grass বইটা পড়িস ধীরে সুস্থে কলকাতায় ফিরে।

শুতে শুতে রাত প্রায় একটা হয়ে গেল। সাল্লুভাই তাঁর ড্রাইভার হামিদকে বললেন, শো যাও হামিদ। কাল সুব্বে হে বাজি নিকালেগা। গাড়িটা চেক-ভক করলেনা সুব্বে উঠকর। জঙ্গলে জঙ্গলে যো রাস্তা হ্যায়— রাস্তামে মেকানিক-উকানিক মিলেগা নেহি।

— জি হুজৌর।

বলল হামিদ।

তারপর বলল, ইস জমানাকো নই নই গাড়িকো এহি এক সবিস্তা— জলদি খারাপ-উড়াক হোতি হি নেহি।

সান্টু মিঞা বললেন, উও বাত সহিহে হ্যায়। তব ভি ...।

সকালে আমরাও সকলে উঠেছিলাম। লছমন গোরখপুরী চা বানিয়ে দিল সকলের জন্যে। আমরা সান্টু ভাইকে টাটা করে দিলাম। ওঁর গাড়ি ধুলো উড়িয়ে সীমারিয়ার দিকে চলে যাওয়ার প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হাজারিবাগের দিক থেকে রামপূজন এসে পৌঁছল একটি মেরুন-রঙা এস.ইউ.ভি গাড়ি নিয়ে।

রাতে ছিলে কোথায়?

ভটকাই জিগগেস করল।

থাকিনি তো কোথাওই। বাজপেয়ী সাহেবের আমলেই রাস্তাঘাটের যা উন্নতি হয়েছে তা বলার নয়। তবে রাতে ট্রাকের ভিড় যাদা হ্যায়— তাও সিংগল লেন রাস্তা বলে খুব একটা অসুবিধে হয় না। ধানবাদের ধাবাতে রাতে খেয়েছিলাম— সকালে টাটিঝরিয়াতে কালাজামুন আর নিমকি দিয়ে পণ্ডিতের দোকানে চা খেয়ে এসে এই তো এসে পৌঁছেছি। আপনাদের অর্ডার মতো আপনাদের জন্যে 'মিঠাই' থেকে রসগোল্লা আর দইও নিয়ে এসেছি।

— কে অর্ডার দিয়েছিল।

ভটকাইকে দেখিয়ে রামপূজন বলল, ভটকাবাবু।

ঋজুদা বলল, সত্যি। তুই সেরকমই রয়ে গেলি।

ভটকাই বলল, তা রইলাম। কিন্তু দুপুরে যখন 'মিঠাই'-এর রসগোল্লা আর দই খাবে কবজি ডুবিয়ে তখন আমার কথা দয়া করে মনে রেখো।

আমরা কথা বলতে বলতে একটি মোটর সাইকেলের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, সাইড কার লাগানো মোটর সাইকেলে মহম্মদ নাজিম হাজারিবাগ থেকে এসে হাজির।

ঋজুদা বলল, সবে তো সকলের সম্মিলিত চেষ্টাতে ইজাহার সাহেবের শ্বশুড়ালের খুসকা আর রেজালার সদগতি করা হল, এখন কী হবে?

আমি বললাম, মানে?

মানে নাজিম সাহেব সাইড-কার লাগানো ড্রাইভার চালানো মোটর সাইকেলে কি আর খালি হাতে এসেছেন? ডাঙ্গু মিঞার হাতে মরার আগে এই নানারকম খাদ্য খেয়েই আমাদের প্রাণ যে যাবে সে সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ নেই।

ভটকাইয়ের চোখ-মুখ খাবার চোখে না দেখেই তার গন্ধ নাকে নিয়েই চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বলল, আহা! এ কী সুখের মরণ।

তারপর তাৎক্ষণিক ছড়া বানিয়ে বলল,

'আহা! খাবার এমন ভাল
খেয়ে মরি যদি সেও ভাল।'

নাজিম সাহেব তার আজব বাহন থেকে নামতেই ঋজুদা জিগগেস করল, কী খবর আনলেন নাজিম সাহেব?

ভটকাই হড়বড়িয়ে বলল, খবরের কথা পরে হবে, কী খাবার আনলেন, আগে তাই বলুন নাজিম সাহেব।

নাজিম সাহেব বললেন, আমার তেরো নম্বর ছেলেটার ছুন্নত ছিল কাল। ভাল-মন্দ একটু রান্না করেছিল আমার বিবিরা মিলে। তাই একটু দিয়ে দিল তারা আপনাদের জন্যে।

খাবারটা কী? মানে বিবিরা কী দিয়ে দিলেন আমাদের জন্য তা তো বলবেন আগে। খবর-টবর সব পরে ঋজুদাকে জানাবেন।

— গুনহার কাবাব দেওয়া উমদা মিল্টি সুগত আর রোগান যোশ।

— রোগান যোশ? সেটা কী বস্তু?

ঋজুদা বলল, রোগান যোস তুই নাজিম সাহেবের বাড়িতেই খেয়েছিস এর আগে অন্তত বার তিনেক।

ভটকাই একটু অবাক হয়ে বলল, তাই?

অবশ্যই।

সঙ্গে কি ???? এনেছেন নাকি নাজিম সাহেব?

অবশ্যই এনেছি। তবে মোটর সাইকেলের ঝাঁকুনিতে ওই তরল পদার্থ আনা খুবই মুশকিল। কেবলই চলকে পড়ে যায়। তবে বিবিরা বুদ্ধি করে বদনার মধ্যে করে বদনার মুখ ময়দা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে দিয়েছে। চলকে পড়তে পারেনি।

— বাঃ। আপনার বিবিদের বুদ্ধিই আলাদা।

ভটকাই বলল, তারপরে লছমনকে ডেকে নাজিম সাহেবদের জন্যে মাধরী আর চায়ের বন্দোবস্ত করে খাওয়ারগুলো লছমন আর ও দুজনে মিলে সযত্নে বাবুর্চিখনাতে নিয়ে গেল। তারপরে লছমনকে জিগগেস করল মুর্গ মসল্লম আছে নাকি?

লছমন বলল, আছে, আছে। কাড়ুয়াদা যা বড়কা বড়কা মোরগা এনেছিল। থাকবে না তো কী?

তাহলে তুমি আজ দুপুরের খাওয়ার সময়ে মেহমানদেরই সেবাতে তা লাগিয়ে দিও। দুপুরে কী রান্না করছ?

আপনি তো এখনও কিছু বলেননি।

ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি পরে। বলব রান্নার কথা। চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। ভাল করে আলু রাইতা করো। দই আছে তো? না থাকলে বলো। রামপূজনকে পাঠিয়ে সীমারিয়া থেকে আনানো যাবে। সঙ্গে শশা আর কাঁচালংকা কুচিও দিও।

জি হুজৌর।

লছমন বলল।

লছমনকে রান্নার কথা সব বুঝিয়ে ভটকাই বাইরে এল।

ঋজুদা বলল, কী খবর নাজিম সাহেব? ডাঙ্গু মিঞা কি ফিরেছে?

ফিরেছে কাল রাতে। হাজারিবাগের সবজি আর মাংসের বাজারে নিজেই এসেছিল। সঙ্গে হাট্টা-কাট্টা তিন-চারজন গুন্ডা মতো লোক। চেহারা দেখে মনে হল সুপারি কিলার।

আমি বললাম, সুপারি কিলাররা তো আর কুস্তি লড়ে কাত করে না কারোকে আজকাল। তাদের চেহারা রোগা লিকপিকেও হতে পারে কিন্তু তাদের কোমরে সেমি অটোমেটিক যন্ত্র থাকে। কড়াক-কিউ করে দেয় নিপুণ হাতে। তবে সকলেই যে লিকপিকে হয় তেমন নয়। অনেকে হয়ও। দরকার পড়লে তারা কুস্তিও লড়ে।

নাজিম সাহেব বললেন, ডাঙ্গু মিঞার হাবভাব দেখে মনে হল যে তার আপনাদের এই বে-আদবি আর সহ্য হচ্ছে না। এবারে সে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। আপনাদের জান কিন্তু খাতরাতে।

ভটকাই বলল, ডাঙ্গু মিঞাদের জানও খাতরাতে। সে হেস্তনেস্ত করতে যেমন চাইছে, আমরাও চাইছি।

ঋজুদা স্বগতোক্তি করল, মনে হচ্ছে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে টোটাল ওয়ারের দিকেই চলেছে।

— যা হওয়ার তাই হোক। এই ট্যাঙস ট্যাঙস ভাল লাগে না আর।

আপনার মোটর সাইকেলের চালককে একবার চাতরাতে পাঠানো যাবে?

কেন? লাড্ডু মিঞাকে খবর দিতে?

হ্যাঁ।

নাজিম সাহেব বললেন, মোটর সাইকেলে বা বাসে করে কারোকে না পাঠানোই ভাল। তার চেয়ে বাস এনে দাঁড় করাবেন একটু। বাস ড্রাইভার লাল্টু সিং আমার চেনা লোক। ওকে সঙ্গে একটি খাত্ দিয়ে দেব। একটি কচি পাঁঠা, গোটা চারেক মুরগি নিয়ে ওকে আজই বিকেলের বাসে এখানে আসতে বলে দিচ্ছি। কথাবার্তা যা বলার তা মুখেই বলা ভাল। আপনারা সময় বিশেষ নষ্ট করবেন না। ডাঙ্গু মিঞা যা করার তা তাড়াতাড়িই করবে।

ঋজুদা বলল, ঠিক আছে। আমরাও তৈরি থাকব।

ইজাহার সাহেব বললেন নাজিম মিঞাকে, আপনার হাজারিবাগের সৈন্যদলকে খবর দিন।

— খবর দেওয়াই আছে।

শামীম আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলে রেখেছেন তো? চাতরাতে যদি বাসের ড্রাইভারকে দিয়ে চিঠি পাঠাবেনই তখন আপনার রিস্তেদার বন্দুকের দোকানি সফর আলিকেও একটু খবর পাঠাবেন। সে তো আমাকে চেনেই। তার বয়স হলেও এখনও মিঞা খুবই ডাকাবুকো।

তারপরে বলল, বন্দুক রাইফেলের তো কমতি হবে না, কাড়ুয়াকেও আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর ভাই আসোয়াকে নিয়ে আসবে। আসোয়াও ভাল শিকারি।

আমি বললাম, আসুক ডাঙ্গু মিঞা। আমরাও তৈরিই থাকব। ⌘⌘

ক্রমশ

ছবি : দীপঙ্কর রায়

গল্প

সাধারণ মেয়ে

নন্দিতা সাহা

আমার বান্ধবী কলিই আমাকে এই লেখাটি ধরিয়েছিল। আসলে ছোটবেলা থেকেই কলি খুব ভাল ছোট্ট ছোট্ট গল্প, কবিতা লিখত। ও লিখত, আর আমি সেগুলো পড়তাম। খুব ভাল লাগত পড়তে। কলিকে উৎসাহ দিতাম। একদিন কলিই আমার হাতে জোর করে কলমটা ঠুসে দিয়েছিল। বলেছিল, "তুইও লেখ, দিতা তুই-ও লেখ।" তারপর থেকে ছিনে জোঁকের মতো আমার পেছনে লেগেছিল। "তুই-ও লিখবি, আমার সঙ্গে তুইও লিখবি, কোনো দিন লেখা ছাড়বি না। আমরা দুজনে একসঙ্গে উপন্যাস লিখব, তুই নায়কের চরিত্র আঁকবি, আমি মেয়ের চরিত্র।"

তারপর থেকেই আমি, কলম আর কলি— আমরা তিন বন্ধু। একসঙ্গে আমি আর কলি অনেক কাজ করেছি লেখার। সময় পেলেই নিঃশব্দে, চুপচাপ একমনে আমরা শব্দের বিনুনি গাঁথতে বসে যেতাম। অনেকেই হাসত, ব্যঙ্গ করত, খোঁচা মারত। আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের তো এসবই জোটে। আমাদের কোনও ক্ষোভ বা রাগ ছিল না। আমি বেশ ভালই আমার সৃষ্ট নানা ধরনের লেখার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলছিলাম।

কিন্তু আজ আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার এই বড় সাধের নেশাটা আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে এই মাঝ বয়সে, মাঝ রাস্তায়। বাকি পথটুকু কাকে পাথেয় করে চলব সেটাই ভাবছি।

কলি খুবই দুঃখ পাবে, অভিমান করবে। তবুও আমার করার কিছু নেই। কলি মাঝে মাঝেই ফোন করে। আমরা কলকাতা শহরের দুই প্রান্তে দুই জনে থাকি। কিন্তু যোগাযোগটা বরাবরের মতোই রয়ে গেছে। দুজনেই জন্মেছি কৃষ্ণনগরে। ওখানেই বড় হয়ে ওঠা। তারপর দুজনেই চলে এলাম কলকাতায়। কলি বিয়ে করে চলে এল। আমি একটা সরকারি স্কুলে চাকরি নিয়ে এলাম। আমি একাই আছি ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। আমি, আমার স্কুল আর আমার লেখা। এই-ই আমার সংসার। কলির মতো সংসারে বর কিংবা কন্যা কোনওটাই আমার নেই।

কলি যখনই ফোন করবে একবার জিজ্ঞেস করবেই, "কি রে, নতুন কিছু লিখলি? চল এবার আমরা দুইজনে মিলে উপন্যাস লিখি। ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি।"

আমার চাইতে ওর উৎসাহটা অনেক বেশি। অবশ্য আমরা সাধারণ মেয়েরা এর থেকে বেশি আর কি-ই বা করব। একে অপরকে উৎসাহ দিয়ে খুশি থাকি এবং খুশি রাখি।

সেই কলির উৎসাহেই জল ঢেলে দিয়ে আমি যখন বলব, "তোর কথা রাখতে পারলাম না, আর কিছু লেখা মাথায় আসছে না, তাই...।" ওর মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে যাবে। তবে উত্তরে ও কী বলবে সেটাও আমি জানি। বলবে, "তোর দ্বারা না কিসসু হবে না," বলেই কলি একটু হাসবে।

হ্যাঁ, ওই একটা কথা, "তোর দ্বারা না কিসসু হবে না", ওকে চিরকাল ধাওয়া করেছে। দুঃখ করে কলি বলত, "জানিস তো দিতা, ওই কথাটা শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে, কান পচে গেছে, বড় একঘেয়ে লাগে এখন। ওই বাজনার মতো একটা কথা শুনতে শুনতে। জানিস এখন আমিও না সুযোগ পেলেই ওই কথাটাই অন্যর দিকে ছুড়ে দিই। এটা বুঝেছি, ওই কথাটা শুনতে যত খারাপ লাগে, বলতে ঠিক ততটাই ভাল লাগেরে। তখন মনে হয় নিজে জিতে গেলাম আর ওকে হারিয়ে দিলাম। জেতার আনন্দ থাকে বেশ।"

আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে মনের মিল থাকলেও, চেহারা বা স্বভাবে কোনও মিল ছিল না। তবুও আমরা বড় বন্ধু। সেটাই সকলের প্রশ্ন ছিল। আমরা দুজনেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ দুই মেয়ে। তবে হ্যাঁ, কলিকে দেখতে কিন্তু মোটেই সাধারণ বলা চলে না, তবে একেবারে অ-সাধারণও নয়। ওকে এবার দেখলে, আরেকবার ফিরে দেখবার ইচ্ছা সবারই হয়। তপ্ত গায়ের রং, লম্বা কালো চুল, স্বপ্নিল চোখ। তার পাশে আমি মোটামুটি কুচরণ কন্যাই বলা চলে, গৌরী বা শ্যামশ্রী তো মোটেই নয়। নাক-চোখ-মুখ ল্যাপাপোছা। চুলে কোনও জৌলুস নেই। মাথার উপর কালো একটা আস্তরণ থাকতে হয় এই মাত্র। স্বভাবটাও আমার বড্ড ঝাঁঝালো। সবাই বলত মেয়েটা বড্ড কর্কশ, জেদি, ডাকা-বুকো, খুব চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বলে, ঠোঁটকাটা ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। চোখে রঙিন স্বপ্ন, আশা, উচ্চাশা। দেহে-মনে হিল্লোল, কল্লোল। গ্র্যাজুয়েশনটা হয়ে গেলেই চাকরি। নিজের পায়ে দাঁড়ানো। পুরোদমে আমাদের পড়াশুনা শুরু হল। আমার আর কলির লেখাও চলতে লাগল। কলেজ ম্যাগাজিনে, ওয়াল ম্যাগাজিনে কলির লেখা সবার মন কেড়ে নিত। আমারও কলম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা শুরু করল।

কলেজের সবথেকে জুয়েল ছেলেটার দিকেই আমার নজর পড়ল। জিৎ। প্রথমদিন দেখেই আমি মুগ্ধ। আমার চোখে রং লাগল। ভাল খেলে, ভাল বলে, ভাল গায়, স্মার্ট, আবার কী চাই।

আমি মোহগ্রস্ত হয়ে শুভজিৎদার পেছন পেছন ঘোরা শুরু করলাম। আমাদের থেকে একবছরের সিনিয়র। তাই শুভজিৎ-দা বলতাম। আরও কাছাকাছি আসবার একটা সুযোগও এসে গেল হঠাৎ। কলেজে বাৎসরিক

ফাংশন। আমি ভাল আবৃত্তি করি। তাই শুভজিৎদা আমাকেই বেছে নিল। প্রথম দিন আমি একাই ক্লাসের পর শুভজিৎদার সঙ্গে থেকে গেলাম। রিহার্সাল করলাম। খুব কাছ থেকে মন দিয়ে আমি শুভজিৎদার মন বোঝার চেষ্টা করলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না।

পরপর দু'দিন রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ফিরতে, তাই তারপর থেকে কলিকেও নিয়ে যেতাম।

প্রথম দিন কলিকে নিয়ে যাবার পর থেকে ওরও বেশ ইচ্ছে হত।

এরই মধ্যে একদিন কলির ডায়েরিটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। একটা নতুন লেখা চোখে পড়ল। আরে এটা দু'দিন আগেও ছিল না। পড়লাম। আগে পিছে কিছু চিন্তা না করে ফস্ করে কলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি শুভজিৎদাকে মিন করে, " শুনে কলি হকচকিয়ে গেল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ওর ফর্সা গাল দুটো লাল টকটকে হয়ে গেল। কান দুটোও লাল। আবোল-তাবোল ভুজুং-ভাজাং কিছু বলার চেষ্টা করছিল। আমার মুখেও একটা রংহীন, বর্ণহীন ভাষাহীন ফিকে একটা হাসি হয়তো দেখা গিয়েছিল। আমার মগজে যে চিন্তাটা লিকপিক করে বেড়ে উঠছিল সেটা শয্যাশায়ী হল, তারপর মরে গেল।

কলির সঙ্গ আমি ছাড়লাম না। পরীক্ষার পরই ওকে ছাদনাতলায় পৌঁছে দিলাম। দুই চোখ ভরে ওদের দুজনকে দেখছিলাম। সত্যিই শুভজিৎদার পাশে কলিকেই মানায়, যেন রাজযোটক। আমার কিন্তু একটুও হিংসে হয়নি। কান্নাও পায়নি। বরং মনে হয়েছিল, ভালই তো কলির মতো সাধারণ একটি মেয়ে অ-সাধারণ একটি ছেলেকে জীবনসঙ্গী করে নিজেও কেমন অসাধারণ মহিলার তকমা লাগিয়ে ঘুরবে। ওর উত্তরণ হবে।

কলির বিয়ে হয়ে গেল। আমি একাই রয়ে গেলাম। "প্রেম এক বারই এসেছিল নীরবে।" হুড়মুড় করে চাকরি হয়ে গেল স্কুলে। কলকাতায় চলে এলাম। কলির আর চাকরি করা হল না। তড়িঘড়ি কোল আলো করে এল ওর মেয়ে ছোট্ট আলো। তবে চেষ্টা করেছিল কলি। ছোট্ট মেয়ে, চাকর-বাকর, শুভজিৎদার অতবড় চাকরির হ্যাপা, তার সঙ্গে ওর নিজের চাকরি। কলি সামলাতে পারেনি। শুভজিৎদা ধমকে উঠেছিল, "ও-সব তোমার দ্বারা কিসসু হবে না, শুধু ঝামেলাই বাড়াতে পারবে।"

নাঃ আমরা ভুল ভেবেছিলাম। শুভজিৎদা ওর সঙ্গে কো-অপারেট করেনি। বউকে তিনি নিজের আঙুলের উপর রাখতে চেয়েছিলেন। কথায় কথায় হুংকার আর দোষারোপ।

কলি একদিন বলছিল,

— ওর অফিসের মেয়েগুলো, কী দারুণ সব দেখতে, যেমন স্মার্ট তেমনই চৌখোশ। কী কাজের। ইংলিশে হরহর করে কথা বলে। ওদের দেখে যেন আমার ভয়-ভয়ই করে। আমি বাবা দূরে দূরেই থাকি।

আমি ওকে ধমক দিয়ে, বললাম,

— নিজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। অনেক ভাল ভাল জিনিস দেখতে পাবি। তোর মধ্যে অনেক কিছু আছে। সেগুলো দিয়ে নিজেকে অ-সাধারণ করে তোল।

— না রে, আর বলিস না। আমার দ্বারা কিসসু হবে না।

— কেন হবে না। ওরা শুধু দামি পার্কার পেন দিয়ে টেন্ডার কল-এর নোটিশ লিখতে পারবে। তোর কলমের জোর আছেরে কলি। সেটাই তোর অস্ত্র।

— জানিস এবার ম্যাগাজিনে আমার লেখাটা দেখে শুভজিৎ কী বলল?

— কী?

বলল, "তুমি তো আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছ। বেশি উপরে ওঠার দরকার নেই। ধপাস করে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে, সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে। একটু নিচে নিচেই ঘুরে বেড়াও।" ঠিকই বলেছে বল। বাব্বাঃ তারপর আর সামলাতে পারব না। অত উপরে ওঠার দরকার নেই।

খুব বিরক্ত লাগল। ঝাঁঝিয়ে উঠলাম। বললাম,

—তুমি ভীতুর ডিম হয়েই থাকো সারাজীবন। তোকে ভয় দেখাল ধপাস করে পড়ে যাবি, আর তুই-ও কেন্নো হয়ে গুটিয়ে গেলি।

দিন চলে যাচ্ছিল, মাস, বছর। আমার একঘেয়ে জীবন মাঝে মাঝেই উত্ত্যক্ত করে তুলছিল।

সেদিন বহুদিন পর কলিদের ডাকলাম ডিনারে। ওরা তিনজন লাফাতে লাফাতে এল। আমার ঘর ভরে গেল। বিলিতি কায়দায় বিলিতি ধরনের কিছু ডিশ বানিয়েছিলাম। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের উপর। আমার মনটা ভরে গেল। শুভজিৎদা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, "আরি বাঃ, এ তো সব বিদেশি অ্যারিস্টোক্র্যাটেড ডিশ বানিয়েছ দিতা। দারুণ হয়েছে। তুমি তো জাতে উঠে গেলে।" বলে আঙুল দিয়ে কলিকে দেখাল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার বন্ধুটিকে একটু শিখিয়ে দাও তো। কে বলবে তুমি সেই এঁদো ছোট্ট শহরতলির মেয়ে। নিজেকে কত গুছিয়ে নিয়েছ। তোমার বন্ধুর দ্বারা এসব কিসসু হবে না। ও সেই শুক্তানি, লাউশাক, এঁচোড়-প্যাঁচোড় নিয়ে বসে যায়। কিসসু নতুন শিখল না। সব মান্ধাতার জিনিস নিয়ে বসে যায়। চেহারাটাও খারাপ করে ফেলল। শেখাও শেখাও, তোমার বন্ধুকেও শেখাও।" বলে পরম তৃপ্তি করে খাচ্ছে। ওর মেয়ে আলোও বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হৈ হৈ করে উঠল।

কলি এতক্ষণে মিনমিনে সুরে বলল, "কিন্তু খেতে তো ভালই হয়।"

— হ্যাঁ সে হয় বটে। তবে মর্ডান ব্যাপারটা মিসিং।

শুভজিৎদা হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে খাচ্ছে। আমরা সবাই খাচ্ছি। তার মধ্যেই নানা অসন্তোষ প্রকাশ করছে। খেতে খেতেই বলল,

— আরে তোমার বন্ধুকে বলি পার্টিতে গিয়ে একটু গ্লাসটা হাতে নিও। তা সে ছোঁবে না। বলি আমার বসেদের পাশে পাশে থাকতে একটু গল্পগুজব এই আর কী! তা উনি মেয়েকে নিয়ে আমার পেছন ছাড়বে না। সবাই বোঝে আমার বউয়ের স্ট্যাটাস কী। গাঁইয়া ভূত। এন্ত আনস্মার্ট। তুমি এমন নও কলি।

— না রে আমার ওসব ভাল লাগে না। অন্য পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমি অত কথা বলতে পারি না, তুই জানিস তো।

— আরে বাবা, আমি কি আর তোমাকে তাদের সঙ্গে শুয়ে পড়তে বলছি। এখনকার মডার্ন মেয়ে-বউয়েরা নিজের বরের কেরিয়ার তৈরি করার জন্য সেটাও করতে পিছপা হয় না। সতী সাবিত্রী বউ আমার।

— তুমি যাই বলো, আমি পারব না।

আমি ওদের কথা শুনছি। পাশে ওদের মেয়ে আলো। আমার কান গরম হয়ে যাচ্ছে। কী আক্কেল শুভজিৎদার। কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। অবাক লাগল। এই শুভজিৎদা কি সে-ই শুভজিৎদা, যাকে আমি ভালবেসেছিলাম, যার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ সুন্দর মানুষ আমি দেখেছিলাম।

কথাবার্তা চলছিল। তারই মধ্যে শুভজিৎদা কলিকে মনে করিয়ে দিল বুঝলাম, অ্যাই সামনে আমাদের অফিসে আর্টিকেল লেখা প্রতিযোগিতা আছে। গতবার তো ফার্স্ট হলাম। কেউ ভাবতেই পারেনি আমিও লিখতে পারি। আমিও কাউকে কিছু বলিনি। যে লেখাটা আসলে তোমার। ক্রেডিটটা আমিই নিয়ে নিলাম। এবারও যেন ফার্স্ট প্রাইজ পাই। সেভাবেই লিখবে বলে দিলাম।"

ওরা চলে গেল। দরজা বন্ধ করে বসলাম। মাথার মধ্যে একটা কথাই শুধু ঘুরছে, "আমি কি ভুল করলাম! আমি কি ভুল করলাম ওদের চার হাত এক করে দিয়ে! বেশ বুঝতে পারছি আমার বন্ধুটি তার স্বামীর তালে তাল মেলাতে পারছে না।

সত্যি, আমাদের মতো সাধারণ মেয়েদের কপালে কি কোনও ভাল কিছু জুটতে পারে না। দুটো ভাল কথা, দুটো উৎসাহ, দুটো প্রশংসা। নাঃ। আমার মা-ভাই প্যান প্যান করতে থাকে , " কী ভাবলাম, কী হইল! তুই কী হইলি? কী পাইলি? কী করলি!" ইত্যাদি ইত্যাদি সব নেতিবাচক কথা।

অবাক লাগে, এরা সবাই কি গর্ভধারণের সময় ভেবেছিল কেউ রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো সাহসী মেয়ের জন্ম দেবে। কী মাতঙ্গিনী হাজরার মতো! কী সুনীতা উইলিয়ামসের মতো নভোচারী, কিংবা আশা-উষা-লতার মতো বিখ্যাত গায়িকা!! জানি না।

অনেকদিন আর কথা হয়নি কলির সঙ্গে। এখন আমি খুবই ব্যস্ত। পরীক্ষা শুরু হচ্ছে স্কুলে। শিক্ষা ব্যবস্থার চটজলদি নানা ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন ছাত্র-ছাত্রীদের বকি না, শাসন করতে গেলেও চিন্তা করি ওদের মনে আঘাত লাগবে কি না? এখন আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ওদের খুব ভালবাসি, স্নেহ করি, পটিয়ে পটিয়ে তোয়াজ করে ওদের কাছ থেকে

পড়া আদায় করি। ওরা ফুলের মতো নরম-কোমল। ভুলেও যেন এক ফোঁটা আঘাত না লাগে। আসলে সব নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে এখন মাসি, পিসি, কাকা-কাকি, দাদু-দিদার কোনও অস্তিত্ব থাকে না। ওদের স্নেহ-ভালবাসায় ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে। তাই সেটা আমাদের পুষিয়ে দিতে হচ্ছে। মহান কর্মে আমি মেতে উঠেছি।

এরই মাঝে একদিন কলির ফোন এসেছিল।

— কি রে, দিতা কী করিস!

— আর কি এই পরীক্ষা নামক যজ্ঞের আয়োজন করছি।

— জানিস একটা কাণ্ড করেছি।

— কী আবার লিখলি?

— লেখাটা পাকাপাকিভাবে ছেড়ে দিলাম।

— সে কী! আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। যে শখটাকে কলি এতদিন ধরে তা দিয়ে দিয়ে বড় করে তুলল, এখন কিনা যার ডানা মেলে ঘুরে বেড়াবার সময়, সে কিনা ডানা ভেঙে পড়ে গেল। রাগ হল। জিজ্ঞেস করলাম,

— কী এমন হল যে লেখিকার কলম অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

কলি অনেক বলল। পুরো এক্সপ্লানেশন দিল। মর্মার্থ এইরূপ,—

আজকাল শুভজিৎ কাজে খুবই ব্যস্ত। ওর সেই পি.এস সুকন্যা বলে মেয়েটা মাঝে মাঝেই নানাবিধ উপহার নিয়ে বাড়িতে হানা দেয় যখন-তখন। কখনও আলোর জন্য দামি চকোলেট, কখনও কলির জন্য দামি লিপস্টিক। কলি আবার ওসব লাগায় না। তবু নিতে হয়। অফিসের ট্যুরে ওকে না হলে শুভজিৎদার চলে না।

সেদিন আলো স্কুল থেকে ফিরে হৈ-হৈ করে উঠেছিল আনন্দে। "মা, মা, তাড়াতাড়ি খেতে দাও। যেতে হবে।"

— কোথায়?

— বাবাদের অফিসের সায়েন্স ফেয়ারে।

— ও, তা আমিও যেতে পারতাম তোদের সঙ্গে।

— ও মা, তুমি কি যাবে। সুকন্যা আন্টিও যাচ্ছে আমাদের গাড়িতে। উঃ যা মজা হবে। আন্টি বলেছে আমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।

— আমি তো ঘরে বসেই আছি। চল আমিও যাই।

— ধ্যাস, তোমার মাথায় ওসব কিসসু ঢুকবে না। তোমার বোর লাগবে।

— ঠিক আছে।

খেতে খেতে বেশ কিছুক্ষণ পরে আলো আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল, যেন ভুলেই গিয়েছিল, হঠাৎই মনে পড়ল।

— ওঃ মা, আজ একটা দারুণ হয়েছে। প্রিন্সিপাল ম্যাম ডায়াসে ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। সেই যে স্কুলের ছোটগল্প লেখার কম্পিটিশনে তুমি গল্পটা দিয়েছিলে, তাতে আমি সেকেন্ড হয়েছি। প্রিন্সিপাল ম্যাম আমার কত প্রশংসা করল। ফাইনালে আমার নাম আছে। ম্যাম বলেছে আমাকে ফার্স্ট হতে হবে। ম্যাম বলল আমি নাকি দারুণ লিখি। এবার যেন ফার্স্ট হই। সেভাবে লিখবে কিন্তু।

— তোর এই কথাটা এত দেরিতে মনে পড়ল আলো।

— সরি মা।

— কিন্তু আমি যে লেখা ছেড়ে দিয়েছি সোনা।

— সে কী! আলো অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু মা আমাকে যে লেখা দিতেই হবে।

সত্যি, বাবা যে বলে ঠিকই বলে, "তোমার দ্বারা না কিসসু... " কথাটা শেষ না করে 'ধুৎ' বলে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল রাগে গজগজ করতে করতে।

কলি কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থেকে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, " ঠিকই তোমরা না আমার কাছ থেকে কোনওদিন আর কিসসু পাবে না। কাউকে কিসসু দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

এই পর্যন্ত বলে কলি ফোনটা ছেড়ে দিয়েছিল। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। মনে মনে বলেছিলাম "হেরে যাস না কলি, আমরা কি হারতেই জানি, হেরে যাস না।"

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। আরও অনেকদূর গড়িয়েছে। আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। এটাই বুঝি ঘটনার চরম পরিণতি ছিল। এর ক'দিন পরেই স্কুল থেকে ফিরতে না ফিরতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। কলির নাম স্ক্রিনে। আবার কী হল। জানি একমাত্র আমার কাছেই ও নিজের সব দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-লাঞ্ছনা উজাড় করে দিতে পারে। বুকটা ধক করে উঠল।

ফোনটা তুলে নিলাম,

— হ্যালো দিতা বলছি, আবার কী হল রে?

— করে দিয়েছি। ওপাশ থেকে কলির গলা।

—কী করে দিয়েছিস তুই!।

— সই।

— কিসের সই? আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

— ওই যে, শুভজিৎ ডিভোর্সের পেপার নিয়ে এসেছিল,

তাতে সইটা করেই দিলাম রে। ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল। আসলে সুকন্যার সঙ্গে ওর ভারী মেলে। ওরা দুজনে ঘর বাঁধতে চায়। আমি কেন বাধা দিই বল। তাই সইটা করে দিলাম। দ্যাখ, এত দিনে কিছু তো একটা করতে পারলাম, অসাধারণ।

কয়েক মুহূর্ত আমার মুখে কোনও কথা নেই। এতদিন ধরে একটা দমবন্ধ করা হাওয়ার বুদবুদ আমার বুকের মাঝে গুমরে মরছিল। সেই হাওয়াটা যেন হঠাৎ দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু কেন? জানি না। শুধু মনে হল আমার কোনও জিনিস ওর ধাতে সয় না।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম। আলোর কথা মনে হল।

বললাম,

— আলো?

— আলো আমার মতো ল্যাপা পোছা মেয়ে নয় রে। ও অনেক বুদ্ধি রাখে। বলেছে, 'মা এখন আমি বাবার সঙ্গে নতুন বড় ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকি, ইচ্ছে হলেই আবার চলে আসব। আমার জন্য তো তোমাদের দুইজনের দরজাই খোলা, তাই না।' তুই-ই বল দিতা, কেমন বুদ্ধি আমার মেয়েটার।

একবার মনে হল আমিও বলি, "সত্যি তোর দ্বারা না কিসসু হবে না। নিজের অধিকার অত সহজেই ছেড়ে দিলি রে হতভাগা।" বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ওকে আর আঘাত দিতে পারলাম না। ওপাশ থেকে যেন কিছুই হয়নি এমন একটা ভাবে কলি সেই আগের মতো গপ্পো শুরু করল,

— কি রে, লেখাটা চালিয়ে যাস কিন্তু দিতা।

— না রে, এখন আর মাথায় কিছু আসে না। ম্যাগাজিন কিংবা পেপারও নেয় না। তাই বন্ধই করে দেব।

কলি কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বলল,

— এই তোর চারপাশে যা আছে তাই নিয়েই লেখ না। এই এত লোকজন, আকাশ, মাটি, কান্না, হাসি। এই যেমন আমাকে নিয়েই।

ওর কথা শুনে হাসি পেল। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

— ধ্যাস, তোর ভীমরতি হয়েছে। কী যে বলিস। তোর-আমার মতো সাধারণ মেয়েদের নিয়ে গল্প লেখা যায় নাকি। কী আছে আমাদের জীবনে! কিছুই নেই। সুখ নেই, দুঃখও নেই, চাওয়া-পাওয়া নেই। নেই ঘটনার ঘনঘটা। আশা নেই, প্রত্যাশা নেই, ভালবাসা নেই। রোমাঞ্চ নেই। প্রেম নেই। আশীর্বাদ নেই। অভিশাপ নেই। আমাদের জীবনে শুধু একটাই আছে, আছে একঘেয়ে ক্লান্তিকর বেঁচে থাকা। এ নিয়ে কি গল্প হয় রে। গল্পের সেই চটকই থাকবে না। কেউ পড়বে না। কি রে ঠিক বললাম তো?

বিকেল গড়িয়ে কখন রাত হয়ে গেছে জানতে পারিনি। টেবিলে রাখা সাদা কাগজগুলো কালির আঁচড়ে আঁচড়ে ভরে গেছে। কলমটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। ⁂

ছবি : দীপঙ্কর রায়

অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলছে...

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

টমকটা যখন নড়ল তখন শিয়রে সংক্রান্তি। বাইরে থেকে ডাক পড়ে গেছে। অন্যান্য ঘরের পর্যটকরা সকলেই জিপসিগুলোর কাছে জড়ো হয়েছে। আমাদের খাতিরটা একটু আলাদাই। কারণ ঘর বুক করা থেকেই বলা ছিল আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি। ঢাউস ক্যামেরার বড় স্ট্যান্ডখানাকে কাঁধে তুলে বীরবাহু দেবু রেডি। শুধু অ্যাকশন বলার অপেক্ষা। আমি দিব্যি সাজুগুজু করে হোটেলের নরম বিছানায় এলিয়ে একখানা প্রশ্ন ছুড়লাম, 'সব নিয়েছ তো ঠিকঠাক?'

– হ্যাঁ, ক্যামেরাটা কোথায় রে?

– ক্যামেরা? সে তো তুমিই জানো।

দেবুও বেবুনের মতো খেঁচিয়ে উঠল, 'মানে? সেটা তো বাসে তোর পায়ের তলায় ছিল।' তাই তো! জব্বলপুর থেকে বাসে কানহা আসার সময় ক্যামেরাখানা আমার পায়ের তলাতেই রেখেছিলাম। মাথার ওপর ছিল আরও খানচারেক ব্যাগ। তল্পিতল্পা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে ছোট ক্যামেরা নিয়ে একেবারে বাসের সামনের সিটে বসে উনি মনের সুখে ছবি তুলছিলেন। ভেবেছিলাম হোটেল আসার বেশ খানিকটা আগে দেবু জানতে পারবে। তাহলে সব ঠিকঠাকভাবে গুছিয়ে নামা যাবে। কোথায় কী? পেছনের সিটে বসে আমিই হঠাৎ খেয়াল করলাম আমাদের হোটেলের নামের সাইনবোর্ড। ব্যস, তারপর যা হয়, ওদিকে ডেরাইভারবাবু গোরু তাড়ান তাড়াচ্ছে আর আমি লোটাকম্বল নিয়ে রীতিমতো লটকাতে লটকাতে দুদ্দুমদাদ্দুম করে বাস থেকে ল্যান্ড করলাম। সেই ভোর পাঁচটায় হোটেল থেকে বেরিয়ে সকাল সাতটার কানহাগামী বাস পাকড়ানো। তারপর সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার জার্নি। মাঝে মাওলায় আবার ঘণ্টাখানেকের বিরক্তিকর বিরতি। চকোলেট খাওয়া লাল্টু শরীরে আর দেয়?

সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ক্যামেরা মিলল না। অর্থাৎ সেটি সেই সিটের তলাতেই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ খবর গেল ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার জানালেন, আর একটু আগে বললেও জিনিসটা পাওয়া যেত। এখন সাড়ে তিনটে বাজে। বাসটা কিসলি থেকে দুটোর সময়েই বেরিয়ে গেছে। মুহূর্তে খবর গেল মাওলা বাস স্টেশনে। তাঁরা জানালেন, বাসটি তখনও সেখানে পৌঁছয়নি। পৌঁছলে নিশ্চই খুঁজে দেখবে। এদিকে ট্রেনের সময় বয়ে যায়। সঙ্গে ভাগ্যিস ছোট ক্যামেরাটা আছে নইলে শুটিংয়ের দফারফা হত।

গাড়ি ছাড়ল। গেট পেরোতেই অরণ্যের জলসাঘর। কানহার মতো জঙ্গলে ঢুকছি। অথচ বাসে পড়ে থাকা লাখ টাকার বাছার চিন্তায় সব রোমাঞ্চ ভুসভুসিয়ে উবে যাচ্ছে। দেবুটা থেকে থেকেই কটমটিয়ে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করছে। করুক গে যাক। যার বাচ্চা তার হুঁশ না থাকলে আমি কী করব? এন্ট্রি পয়েন্টে গাড়ি দাঁড়াল। থইথই করছে গাড়ির সারি। ভিড় করা কিলবিলে কালো মাথাগুলো থেকে থেকেই চলকে উঠছে। কোথাও দেখা গেল কি? বলিহারি বাপুদের আবদার। বাঘ যেন গেটের কাছ থেকেই তাদের সুস্বাগতম করবে। ড্রাইভারভাই পারমিট শো করতে অফিস ঘরে গেল। ইন্টারনেটের অত্যাধুনিক দুনিয়ায় এখন ঘরে বসেই মেলে জঙ্গলভ্রমণের অনুমতি। মধ্যপ্রদেশের কানহা, বান্ধবগড় ও পেঞ্চের সবক'টিতেই এই ব্যবস্থা। www.mponline.gov.in এই ওয়েবসাইটের MP online—এ গিয়ে Citizen Services-এ ক্লিক করতে হবে। তারপর National Park-এ গিয়ে টিকিট বুক। ভারতীয়দের জন্য জিপসি ভাড়া ১০০০ টাকা আর বিদেশিদের জন্য ২০০০ টাকা। টাইগার লেপার্ড শো ভারতীয়দের জন্য জনপ্রতি ২০০ টাকা, বিদেশিদের জন্য জনপ্রতি ৬০০ টাকা। এলিফ্যান্ট সাফারির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের জনপ্রতি ৫০০ টাকা আর বিদেশিদের জনপ্রতি ১৫০০ টাকা। সর্বক্ষেত্রেই ঝোপ বুঝে কোপ আর কী! তবে এলিফ্যান্ট রাইড করে টাইগার শো-এর খরচ অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার জন্য কেবলমাত্র সকালের জঙ্গলভ্রমণে সেন্টার পয়েন্টে এসে টিকিট কাটতে হয়।

আমরা যেহেতু জব্বলপুরের দিক দিয়ে এসেছি তাই আমাদের প্রবেশদ্বার কিসলি। যাঁরা বিলাসপুর হয়ে আসবেন তাঁদের জন্য মুক্কিটাই সঠিক হবে। যাই হোক, সব ঝামেলা চুকিয়ে কিসলির দরজা খুলল। একে একে গাড়ি গেল বনরাজ্যের অন্দরে। সবুজে সবুজ চারিপাশ। মাঝে পথ। দু'পাশে ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে শাল-বহেড়া-বাঁশের দঙ্গল। আড়ালে আড়ালে তার চকিত রহস্যের গন্ধ। যেন এখুনি আমাদের চোখের সামনে কিছু একটা উদ্ঘাটন হবে। মাঝে মধ্যে ফাঁকা মাঠ। মাঠশেষে আবার গহিন কানহার বুনো গন্ধ। হঠাৎই ঝোপঝাড়ে ঈষৎ আন্দোলন। গাড়ির চাকা মন্থর থেকে স্থির। দূর থেকে কালো পিঠের উপরের অংশটা দৃশ্যমান হল। ক্রমে কাছে। একটা বিরাট গাউর। ক্লান্ত, শ্রান্ত। 'অসুস্থ না কি?'- ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে দেবুর দমকা প্রশ্ন। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের সঙ্গেই ছিল। বলল, ও এখন ওর দলছাড়া। দলের যুদ্ধে হেরে গেছে। আবার কিছুদিন পর ক্লান্তি কাটিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে ও যাবে ওর অধিকার বুঝতে। রাজা-মহারাজাদের সিংহাসন দখলের লড়াইটা তাহলে এখনও বনের সাম্রাজ্যে বহাল তবিয়তে বজায় আছে দেখছি। গাড়ি ছুটল। সঙ্গের গাইড প্রশ্ন করল, 'ইস জাগাকা নাম কানহা কিঁউ হ্যায় বোলিয়েতো?'

– পয়সা দিয়ে যখন তোমাকে নিয়ে এসেছি তখন তুমিই বলো না বাপু।

মনে মনেই আওড়ালাম। দেবু ব্যাটা ফস করে একটা কোলকাত্তাইয়া হিন্দি ঝেড়ে বসল, 'নেহি জানতা হুঁ। আপহি বোলিয়ে।' আধা পাকা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসির রেখা। গাইড বলল, অনেকে বলেন এখানে একসময় কানওয়া সাধু বাস করতেন। তাই এই জঙ্গলের নাম কানহা। আবার কেউ বলেন, এখানকার মাটি কাদাযুক্ত। কাদাযুক্ত মাটিকে কানহার বলা হয়। সেই জন্য কানহা। 'আরে থামুন থামুন থামুন'— দেবুর আচমকা ধমকে গাইড কোঁক করে একটা ঢোক গিলে থামল। হল কী? দেবুর চোখ ক্যামেরা থেকে বিন্দুমাত্র সরেনি। আর সেই চোখেই ধরা পড়েছে একদল বার্কিং ডিয়ার। ওহ্! ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। সারা গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বিকেলের রোদ্দুর মেখে তেনারা চরে বেড়াচ্ছেন। কোত্থেকে আরও দুটি গাড়ি এসে থামল আমাদের পাশে। ছবির পর ছবি। 'উও দেখিয়ে চিতল'— ড্রাইভারের উল্লাসধ্বনি। হুশ করে চোখ-ক্যামেরার দিক বদল। গাড়ি রাস্তা পার হয়ে তারা অন্যদিকের জঙ্গলে ঢুকছে। কানহার উন্মুক্ত চারণভূমি বা জঙ্গল, যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে চিতল, চৌশিঙা, বারাশিঙ্গা, ব্ল্যাকবাক লঙ্গুরের দল। সঙ্গে বাঘ, ভালুক, হরিণ, গাউর তো আছেই। কখনও-সখনও ঘাড়-গলা দুলিয়ে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে যাবে দু-চারটে বক। চারপেয়ে প্রাণিদের সঙ্গেই সরীসৃপকুলের অবাধ বাস। অরণ্যের যত্রতত্র ইন্ডিয়ান কোবরা, রাসেলস ভাইপার, ক্রেইট, মনিটর লিজার্ড হেলেদুলে এঁকেবেঁকে কোথা দিয়ে কোথায় গলে যাবে তা কে জানে?

চলতে চলতে কানের কাছে এক সুরেলা ডাক। প্রথম চোটে মনে হল অ্যালার্ম কল। গাইড বলল, না এটা সে ডাক নয়। চোখ চুরি করল ছোট্ট শরীরের সোনালি রং। ডানায় আর ল্যাজে ছাইকালো তুলিটান। অনেকটা আমাদের ময়নার মতো। ওটা পিলক। পাখিটার আসল নাম গোল্ডেন অরিয়োল। ভাগ্য প্রসন্ন হলে অনেক সময়েই চোখ মাতিয়ে দেখা দিয়ে যায় 'পুথির চিত্ত'। ইংলিশ নেম ভারডিটার ফ্লাইক্যাচার। এছাড়াও কানহার বনসংসার ভরিয়ে রেখেছে ইন্ডিয়ান ট্রি পিপিট, ইন্ডিয়ান রোলার, শ্যামা, বুশ লার্ক, লাল মুনিয়া, ব্রুজম হেডেড প্যারাকিট, স্পটবিল ডাক, কমন লোরা, ব্রাহ্মণী ময়না এমনই আরও কত পাখির দল। সব মিলিয়ে মোট ২৭০ প্রজাতির পাখির ডাকে সকাল-সন্ধে খেলে যায় কানহার সবুজ বুকে। নাঃ। এবার সত্যিই সন্ধে নামবে। বিকেল তিনটে থেকে সূর্যাস্ত অব্দি অরণ্যচারণের সময়সীমা। মুক্কি দিয়ে এলে বিকেলের ট্রেইলে বামনি দাদার নামক এক জায়গায় যাওয়া যায়। সেটাই কানহার সানসেট পয়েন্ট। দেবু বলে উঠল, 'ওই যাওয়াই সার। সন্ধে নেমেছে কী নামেনি আমাদের কী গোরু খ্যাদানো খ্যাদাচ্ছে দেখছিস না। সূর্য ডুববে তবে না সূর্যাস্ত দেখব। ব্যাটারা তো তার আগেই ঘাড় ধরে জঙ্গলের বাইরে বের করে দেবে।' কিন্তু না, আমাদের মতো আরও দুটো গাড়ির জঙ্গল থেকে বেরোনোর পথে বাধা পড়ল। ঝিঁঝিঁর ডাকে মিশেছে অচিন ছমছমে আহ্বান। তবে কি অ্যালার্ম কল? মনে মনে প্রার্থনা, হে সূর্যদেব আর একটু সময় দাও। একদিন না হয় একটু লেট করেই ডুবলে! ঝোপের ভিতরটা একদম অন্ধকার। শুধু দুটো চোখের জ্বলজ্বলানি, যেন বড় বড় দুটো জোনাকি। আদপেও তা নয়। ঝরঝর করে নড়ে উঠল লতাপাতার ঠাসবুনোট। ধীরে ধীরে নড়াচড়া থামল। কই কেউ বেরোচ্ছে না তো! ড্রাইভারের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পাশের গাড়িটা থমথমে মৌনতাকে চূর্ণ করে স্টার্ট দিল। নাঃ, সে দেখা দিল না। চলে গেছে আমাদের উত্তেজনার পারদের শীর্ষ ছুঁইয়ে।

অস্ফুট উত্তেজনাটাকে বুকে চেপে রাত ফুরিয়ে সকাল। ছ'টা বেজে গেছে। আবারও গহিনতার স্তব্ধতাকে ভেঙে সারি সারি গাড়ি ছুটল কানহার অন্তর্গহনে। কালকের অধরা মাধুরী ধরা দিয়েও ফসকে গেছে। বেরোবার আগে দেবু দেখলাম আকাশের দিকে মুখ করে হাতজোড়া পেন্নাম ঠুকল মাথায়। সকালের চলাটা একটু ছন্দোবদ্ধ। এন্ট্রি গেট থেকে একেকটা গাড়ির জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় একেকটি পথ। কোনওটা 'এ' কোনওটা 'বি'। আমাদের গাড়ির কপালে 'সি'-এর ট্যাগ। এবেলাও শম্বরের দল সকালের আলোয় স্নান করে ধীর পদে পথ পেরিয়ে আদিগন্ত প্রান্তরে ছড়িয়ে গেল। অপূর্ব সে দৃশ্য। জঙ্গুলে পথে রঙের আলাপ খেলিয়ে রাজকীয় চালে ভেসে গেল ত্রস্ত ময়ূর। বনে ঢোকার আগে নীলকণ্ঠী গ্রীবা বেঁকিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে গেল কাজল টানা সম্মোহনী চাওনিতে। ঘুরতে ঘুরতে বনের মাঝে উইয়ের ঢিবি। তারই বুকে ল্যাজ ঝুলিয়ে মুখপোড়া হনুমান। এমন দৃশ্য

বোধহয় এখানেই দেখা যায়। আসলে ওরা ঢিবি থেকে উইপোকা খুঁটে খুঁটে রসাস্বাদন করে। চুপ থাকতে থাকতে কুট করে ফুট কাটা দেবুর অভ্যেস। এবারও তাই ঘটল। 'বুঝলি অভিষেক, এবার বাড়িতে একখানা হনুমানই পুষে ফেলব। বুক সেলফে ন্যাপথালিনের খরচাটা বাঁচবে তাহলে।'

– শুধু ন্যাপথালিন? আর মাস গেলে যে তোমার উকুন মারার ওষুধের খরচা... সেটা?

কথা শুনে দেবুর মুখের হাসিতে হঠাৎই আমাদের পূর্বপুরুষের ছায়া।

এসে গেছি সেন্টার পয়েন্ট। থিকথিক করছে লোক। সত্যি বলতে কী, এত লোকের সমাবেশের ছবিটা একটু কষ্টদায়কই। মুহুর্মুহু ভ্রমণপিপাসুদের ভিড়ে কত পশুপাখি যে বাইরে বেরোয় না তার ইয়ত্তা নেই। এই অরণ্যানীও তার অকৃত্রিম রূপ হারাতে বসেছে। দায়ী একমাত্র আমরা। জঙ্গলের সবুজভরা যৌবন ছিল তখন, যখন বাঁশির মতো বনচারী মানুষেরা আদিমতার ঘ্রাণ মেখে ঘুরে বেড়াত জঙ্গলের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত। সেন্টার পয়েন্টের মিউজিয়ামে স্টাফড জীবজন্তুর অসাধারণ সংগ্রহশালা দেখে, নির্ধারিত পথের বাঁধন ছিন্ন করে আবার আমরা যখন অরণ্যের বুকচাতালে পা ফেলেছি, ঠিক তখনই রাশি রাশি ঝরা পাতার মর্মরধ্বনির মুচমুচে আবহে গাইড শুরু করল গল্পটা। ডিসেম্বর থেকে মার্চের শেষ, মাত্র চারমাস। চার-চারটে আস্ত মানুষকে চিবিয়ে খেয়েছে ভিলওয়ানির বাঘ। বাদ যায়নি গবাদি পশুও। একের পর এক মাংসের স্বাদ পেয়েছে ওরা। এ সব কিছু জেনেও জঙ্গলে গেল বৈগাঁও ছেলেটি, বাঁশি। বাঘ গোনাই তার কাজ। কোনও এক সকালে কানহার একটি জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়েছিল সে। কিছুর একটা শব্দে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সরসর সরসর... শব্দ যত সরে বাঁশিও তত এগোয়। কপালে ঘাম, পায়ের তলায় ভয় জমছে মর্মর শব্দে। বাঁশি ছুটল। থামল যেখানে সেখানেই ঝোপের আড়াল ঠেলে বেরিয়ে এল একটা বাঘবাচ্চার মুখ। তার মানে নিশ্চয় ধারে কাছে বাঘিনিও আছে। তাকে দৌড়োতেই হবে। নইলে আর রেহাই নেই। প্রাণপণে লাফিয়ে একটা গাছের মাথায় উঠল সে। বাঘবাচ্চা তবু পিছু ছাড়ে না। মুখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাঁশির দিকে। রক্তশূন্য দশায় অসাড় ছেলেটি। ঠিক তারপরেই বাঘিনির প্রবেশ। বাচ্চাকে ডাকছে যেন। কিন্তু সে বাঁশির দিকেই চেয়ে আছে। অবশেষে বাঘিনি তার বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে যায়। বাঁশি অবাক। সে বোঝে মানুষ খাওয়াটা ওদের ধর্ম নয়। একমাত্র খিদে পেলেই ওরা খাবারের সন্ধান করে। বাঁশি ঘরে ফেরে। কিন্তু বাঘ গোনাটা যে ওর কাজ। তাই জঙ্গল তাকে আবারও হাতছানি দেয়। কে জানে আবারও তাকে বাঘের মুখোমুখি হতে হবে হয়তো! কিন্তু তারপর?

এরপর ১৯৩৫ সালের বানজার ভ্যালি স্যাংকচুয়ারি ১৯৫৩-এ হয়ে ওঠে কানহা ন্যাশনাল পার্ক। দুটি নদী উপত্যকা হ্যালন আর বানজার মিলে এই জাতীয় অরণ্য। মাইকাল রেঞ্জের সাতপুরা আর বিন্ধ্যের মাঝে এর অবস্থান। একটা সময় ছিল যখন জঙ্গলের মধ্যেই আদিবাসীরা বসবাস করত। ১৯৬০ সালে প্রায় ২৭টি গ্রামকে জঙ্গল থেকে সরিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। হ্যালন যুক্ত হয় কানহার সঙ্গে। তারও আগে ১৯৭০-এ মুক্কিকে কানহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত জঙ্গল খোলা থাকে।

– ধুস! এ কাঁহা পর লে আয়ে? এ তো একটা পুকুর! অভিষেক, এ দেখিয়ে কিন্তু কিসসু টিআরপি উঠবে না। দেবু প্রায় একদমে বলে গেল কথাগুলো। গাইড বলল, এটা শ্রবণতালাও। এই জলাশয়ের ধারেই রাজা দশরথ শব্দভুলে অন্ধ ঋষির পুত্র শ্রবণকুমারকে তিরবিদ্ধ করেন। এখানে আরও একটি জায়গা আছে যার নাম শ্রবণচিতা। সেখানে শ্রবণকুমারের দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। কিসলি দিয়ে ঢুকলে কানহা সেন্টার পয়েন্টের কাছেই এই স্থান। বছরভর এখানকার জলাশয়ে এসে বনের পশুপাখিরা জলপান করে যায়। দেবুর এবার বাঁধ ভেঙেছে। 'ধুর ছাই, বাঁশি থেকে ঋষি সবই হল তবু বাঘের দেখা নেই।' বেলা গড়িয়ে গেল। গাইড হাত উল্টে ঘড়ি দেখে জানাল 'টাইম ইজ ওভার'।

–নাও এবার ঠ্যালা সামলাও। এই হনুমান আর হরিণ দেখিয়ে তোর টি আর পি কত বাড়ে দেখিস।

আজই দুপুর দুটোর বাসে কানহার পাট চুকাবো। গতকাল সন্ধেবেলাই ম্যানেজারের গাড়ি করে মাগুলা থেকে দেবুর লাখ টাকার সন্তানকে উদ্ধার করা গেছে। অবিশ্যি তার জন্যে কড়কড়ে হাজারটি টাকা খসেছে গাড়িভাড়া বাবদ। লোটাকম্বল গুটিয়ে বসে আছি লাঞ্চের আশায়। এমন সময়ে গাল ভরতি হাসি নিয়ে পাশের ঘরের তমালদার প্রবেশ, 'কী হে ভাইসকল, তোমাদের শুটিং হল কেমন? আমাদের মুখটুখগুলো তুলেছ তো?'

– আর দাদা শুটিংয়ের মাসিমাই তো মরে গেল।

দেবুর উৎপটাং কথা শুনে তমালদা ভড়কে 'ভ'। 'কেন? হল কী?'

– এত বড় জঙ্গলে একটা বাঘ পেলুম না মশাই।

— অ্যাঁ! বলো কী হে? আমার ক্যামেরায় কান পাতলে তো এখনও বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে গো। আজ সকালেই তো উফফ! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

– ছবি আছে?

– কী ছবি চাও বলো। চলমান, দণ্ডায়মান সব ছবি পাবে।

সত্যি সত্যিই তমালদার ভিডিও ক্যামেরায় বাঘেদের মেলা। তমালদার রাস্তা ছিল আলাদা। সেন্টার পয়েন্টে থাকাকালীন আমাদের কাছে কোনও খবরই আসেনি। হয়তো তারপরেই ... দুটো বাঘ রাস্তা পেরচ্ছে। পিছনে গাড়ির সারি। উন্মুখ জনতা পারলে বাঘের পিঠেই চেপে বসে।

আমার আর দেবুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। গতকাল সন্ধের আঁধারে ঝোপের আড়ালে থাকা ওই রহস্য জড়ানো চোখ দুটোর মতো। টিআরপি বাড়ছে....

কীভাবে যাবেন :

কলকাতা থেকে হাওড়া-মুম্বই মেল, হাওড়া-জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে সরাসরি জব্বলপুর। সেখান থেকে সকাল সাতটার কানহাগামী বাস। বেলা ১১টাতেও আরেকটি বাস ছাড়ে তবে তার ভরসাতে না থাকাটাই ভাল। অনেক সময়েই সেটি বাতিল হয়ে যায়। ভাড়া ১২০ টাকা। বাসস্ট্যান্ডের যোগাযোগ ০৭৬১-২৪০৫১৪৭।

কোথায় থাকবেন :

কিসলিতে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের বাঘিরা লগ হাটস (২৭৭২২৭), বেসরকারি কৃষ্ণ জঙ্গল রিসর্ট (২৭৭২০৭, ০৭৬১-৪০০৪০২৩/২৪), মোটেল চন্দন (০৯৪২৫৮৫৫২২০, ০৯৩০০৮৯২৮৯৮, ২৭৭২২০), পাগমার্ক রিসর্ট (০৯৯৯৩৮৬১০৮৯, ২৭৭২৯১), প্যান্থার রিসর্ট, মোগলি রিসর্ট, কানহা রিসর্ট। ভাড়া পরিবর্তনশীল। তাই ফোন করে জেনে নেওয়াই ভাল। মুক্কিতে সরকারি কানহা সাফারি লজ (২২৬০২৯)। ⌘⌘

পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার

ঋতম্ মুখোপাধ্যায়

Faeries, come take me out of this dull world,
For I would ride with you upon the wind,
Run on the top of the dishevelled tide,
And dance upon the mountains like a flame. [William Butler Yeats/"The Land of Heart's Desire"]

আচ্ছা সত্যি যদি এমন হতো, কোনও এক রাতে আমরা পৌঁছে যেতাম পরীর দেশে। কেমন হতো সেই অভিযান? যে কোনও দেশে যে কোনও শিশুই ছোটবেলায় মনে মনে পরীর দেশে হারিয়ে যেতে চায়। 'গল্পস্বল্প'-য় রবীন্দ্রনাথ কুসমি-কে যে গল্প শোনান, তাতে বলেন পরীস্থানের কথা। সত্যের জগতের বাইরে যে আরও-সত্য আছে, তিনি সেই আরও-সত্যের আলোয় পরীর দেশের পথ দেখতে পান। কিন্তু সে দেখা কবির দেখা। আর মেটারলিঙ্কের টিলটিল-মিটিল যে পরীরাণীর দেখানো পথে 'নীল পাখি'র সন্ধানে যায় কিংবা 'দ্য স্লিপিং বিউটি' গল্পে আমরা দুষ্টু পরী আর ভাল পরীদের যে কাহিনি শুনি - সেকি আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমানাকে ছাড়িয়ে যায় না? সম্প্রতি বেশ কিছু হিন্দি টিভি সিরিয়ালেও আমরা পরীদের দেখা পাই, যেমন 'সরারৎ'। শেক্সপীয়রের 'মিড সামারস্ নাইট ড্রিম'-এ পরীদের মজাদার কার্যকলাপ থেকে প্যান্ডোরার বাক্সের 'আশা' নামক পরীটির দেখা পেয়ে আমরা আনন্দিত হই। কাল্পনিক অথচ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় এমন জগৎ যেখানে পরীরাজ্য এবং পরীকাহিনি। ইংরাজিতে পরীর প্রতিশব্দ 'ফেয়ারি' এবং লক্ষণীয় আমাদের রূপকথার ইংরাজি নাম 'ফেয়ারি টেলস্' অর্থাৎ পরীদের গল্প। বাংলা বা ভারতীয় রূপকথার চেয়ে বিদেশি লোককথা বা উপকথার পরীর দেখা মেলে বেশি। আরব্য রজনীতেও রয়েছে পরীকথা এবং তাদের অলৌকিক গল্প-গাথা।

রূপকথা নিয়ে একটা বড় লেখা লিখেছিলাম আসামের সকালবেলায়। তারই পাঠক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একটা ই-মেল পেলাম শ্রী কল্যাণ চক্রবর্তীর। চন্দননগরের পর্বতারোহণ সংস্থা গিরিদূতের প্রধান, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ তিনি। তাঁর মেলের বক্তব্য ছিল 'তুমি কি পরীতে বিশ্বাস করো?' তাহলে পড়ে দেখো এই খবরটা : পরীর জীবাশ্ম নাকি পাওয়া গেছে এবং মমি। ইন্টারনেট ঘেঁটে পাঠানো সেই খবরের শিরোনাম 'মামিফায়েড ফেরারি রিমেইনস্ ফাউন্ড!' খবরটা পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়। পরীর জীবাশ্ম নাকি পাওয়া গেছে ইংল্যান্ডের ডার্বিশায়ারে। দু-ইঞ্চির একটি পরীর দেহের অবশেষ তাতে ডানা, ছোট ছোট হাত-পা, দাঁত এবং লালচুলের হদিশ পাওয়া গেছে। পাখির হাড়ের মতো হালকা ফাঁপা হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে এক্স-রে-তে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষায় এও জানা গেছে এই প্রাণি পতঙ্গ, পোকা খেতে ভালবাসত। নাভির অস্তিত্ব প্রমাণ করে, তারা মানুষের মতোই জননতন্ত্র-এর অধিকারী ছিল। আরেকটি ওয়েবসাইট জানাচ্ছে ১৮১২ ও ১৮১৩ সালে কতকগুলি খননকার্যের ফলে জানা গেছে আড়াই শতাধিক নমুনা ঘেঁটে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত পরীর নমুনাটির কঙ্কালের অবশেষ আমাদের জানায়, জীবিতাবস্থায় ওই পরী নয় সেন্টিমিটার লম্বা ছিল আর ডানা মেলা অবস্থায় প্রস্থ প্রায় চোদ্দো সেন্টিমিটার। রাক্ষুসে পিঁপড়ে বা

ড্রাগনফ্লাই-এর মতো বেশ বড়সড় ডানার অধিকারী এই প্রাণীগুলির চেহারা বেশ পাতলা এবং ওজনে হাল্কা। দাঁতের পরীক্ষা করে জানা যায়, এই প্রাণিগুলি সর্বভুক ছিল। তাদের খাদ্যতালিকায় ছিল ছোটখাটো পোকামাকড়, জলের উদ্ভিদ। তবে প্রাপ্ত নমুনাটি পুরুষের। অর্থাৎ পরীর সঙ্গে সুন্দরী মেয়ের যে মিথটি আমাদের মনে জাগরুক, তার মূলে আঘাত হানলো এই আবিষ্কারটি।

কিন্তু আদৌ কি সত্য এই আবিষ্কার? 'ডেড ফেয়ারি হোক্স' উইকিপিডিয়ার এই পাতায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে ইলুউশন ডিজাইনার ডান বেইন্স-এর ২০০৭ সালে এপ্রিল ফুলের চেষ্টা এই ঘটনা। আসলে সবটাই তাঁর তৈরি পরীর মডেলের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করে তাঁকে মেল করেছেন প্রায় হাজার কুড়ি মানুষ– এসব কথা তিনি নিজেই পরে জানান। পরে মডেলটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নিলাম হয় প্রায় তিনশো পাউন্ড দামে, কিনে নেন আমেরিকার এক সংগ্রাহক। সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের প্রতারিত মনে হয় না নিজেদের। কারণ পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে হানা দিতে গেলে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। সুন্দরী পরী কিংবা ছদ্মবেশী পরীর মানুষ হয়ে থাকার গল্পে কোথাও পরীর কীটপতঙ্গ খাওয়ার স্বভাব নেই। পরী মানেই অলৌকিক জগতের অলৌকিক বাসিন্দা তারা। ফলত আবিষ্কার সত্য বা মিথ্যা যাই হোক আমাদের পরীরাজ্যে কল্পনাই আসল কথা। সেই কল্পনা যেসব কিংবদন্তীর জন্ম দিয়েছে এই অবসরে একবার ফিরে দেখা যাক তবে। ছোটবেলায় যেসব পরীর গল্প আমরা পড়েছি সেখানে কত রকমের পরীর দেখা পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। শুরুতেই বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছিলাম। তার পরেও বাকি রয়ে যায় আরও অনেক। যেমন ধরা যাক - জে এম ব্যারির 'পিটার প্যান' নামক বিখ্যাত কাহিনিতে পরীটির নাম 'টিংকার বেল'। সে টুং টাং করে কথা বলে আর তার শরীরে জোনাকির মতো আলো। চিরশিশু পিটারের সে সর্বক্ষণের সঙ্গী। এক অদ্ভুত বিশ্বাসের রাজ্যে আমরা পৌঁছে যাই সেই গল্প পড়তে পড়তে। যেখানে জানা যায় পরীর ডানার ধুলো গায়ে লাগলেই সাধারণ মানুষও উড়তে পারে। ওয়েন্ডি, জন আর মাইকেলের অ্যাডভেঞ্চারের শামিল হই আমরাও। পিটারের দুষ্টুমি, সাহসিকতা আর ক্যাপ্টেন হুকের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের রুদ্ধশ্বাস করে রাখে। আবার এই কাহিনিতে মাতৃস্নেহের ছবিও ফুটে ওঠে। পরীর জগতে 'নেই নেই' রাজ্যে থাকা পিটার আর বাস্তব জগতের এই চিত্র আমাদের বিশ্বসাহিত্যের এক বড় সম্পদ। রয়েছে ইংরেজি কবিতায় ফেয়ারি ও ফেয়ারিল্যান্ডের অনুষঙ্গ। আর এডমন্ড স্পেন্সার-এর একটি আস্ত রূপক-কাব্যেরই নাম 'ফেয়ারি কুইন'!

পরীদের স্বামীর সঙ্গে ঘর করার কাহিনি বাংলা রূপকথায় আমরা বারংবার খুঁজে পাই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণীর 'কিশোর রূপকথা', গৌরী সেনের 'চার পরী' ইত্যাদি গ্রন্থবদ্ধ পরীদের গল্প। হেমন্তবালা রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন। 'রাখাল রাজা', 'নানান রঙা ফুল তার নানান্ সুবাস'– ইত্যাদি রূপকথার গল্পে আমরা দেখি পরীবউদের কাহিনি। পরী বউদের সাহায্যে অসাধ্য সাধনের নানান অবিশ্বাস্য কাহিনি। আবার গৌরী সেন লেখেন, রাক্ষসী রাণীর মায়ায় রাজার বিভ্রান্তি ও সাত রাণীকে নির্বাসনের গল্প। সেখানে নির্বাসিতা অন্ধ সাত মায়ের এক ছেলে বনেয়া চার পরীকে বউ হিসেবে পায়। তারপর রাক্ষসী মেরে হীরে-চুন্নি-পান্না-মুক্তো পরীদের সাহায্যে সব ফিরে পাওয়ার কাহিনি। আসলে রূপকথার ভিতরে যে উচ্চতর সত্য আছে এবং স্বপ্নপূরণের ইঙ্গিত আমরা পাই, সেই ছদ্মবেশী সত্যকথায় পরীরা মূলত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমাদের ইচ্ছেপূরণের দোসর হয়ে ওঠে। একদা 'শ্বেতকপোত' নামের যে বাংলা ধারাবাহিকটি দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হত সেখানেও অসাধ্য-সাধনকারিণী পরী বউ-এর দেখা পেয়েছি আমরা। আবার একালের উপন্যাসে, কবিতায় পরীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা সোহারাব হোসেন পরী-কে কেন্দ্র করে লোকবিশ্বাসকে তাঁদের কথাসাহিত্যে কাজে লাগান, যদিও সেটা অনেকটাই মায়াবী বিভ্রম কিংবা জাদু বাস্তবতার প্রয়োজনে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পরী-সিরিজের কবিতার একটিতে লেখেন 'সবুজ পরী! সবুজ পরী! তোমার হাতের হেমঝারি/সঞ্চারিছে শিরায় শিরায় সবুজ সুরের সঞ্চারী! (সবুজ পরী)।' আবার কবি অজিত দত্ত লেখেন 'পরীতে বিশ্বাস কর? পরী, যারা শীতল শিশিরে/সাঁঝ হলে মুখ ধোয় দিবসের ঘুম থেকে উঠে, / আকাশের সব তারা যে পরীরা নিয়ে যায় লুটে।' (পরী) এইসব কবিতার পরীরাও রূপকথার জগতের একালীন পুনর্নির্মাণ ও কবিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

ইংরাজি 'ফেয়ারি' শব্দের উৎস খুঁজতে গেলে ফরাসি ও ল্যাটিন মূলের কাছে আমাদের ফিরতে হয়। নিয়তি, অলৌকিকতা এবং কল্পনার সঙ্গে সেই সব শব্দের অর্থগত [fata/faerie/feerie] যোগ রয়েছে। পরীদের উপদেবতা বা আধা দেবতা হিসেবে দেখা হয়েছে; কোথাও বা তাদের বলা হয়েছে বিতাড়িত দেবদূত। 'পরীতে পাওয়া' লোকজীবনে ভূতে পাওয়া অর্থে বোঝায়। ফলত পরীর সঙ্গে ডাইনি, ভূত, প্রেতাত্মা এদেরও যোগ আছে মনে করা হয়। এক কালে লোকদেবতা হিসেবেও পরীদের পুজো করা হত, যা খ্রিস্টীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়। তবে এসব ইতিহাস, বিশ্বাস, তথ্যকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং আমরা দেখি পরীরা হয়ে ওঠে আমাদের ভালোবাসা, স্বপ্নপূরণ আর বিজয়ীসত্তার প্রতীক। 'ঘুমন্ত পুরী'-র ঐ দুষ্টু পরীকে বাদ দিলে দয়ালু রূপসী পরীরা সাধারণত মানুষকে সফল হওয়ার বর দেয়, আর অহংকারীকে দেয় কঠিন সাজা। যেমন, একটি বিদেশি রূপকথা 'দ্য ফেয়ারিজ'-এ সৎ বিনয়ী মেয়ে রোজ ছদ্মবেশী পরীকে জল দিয়ে সাহায্য করে বর পায় তার কথার সঙ্গে মুখ থেকে মণিমাণিক্য ফুল ঝরে পড়বে, অন্যদিকে তারই দিদি গ্রিজেলা অভদ্রতা অহংকারী স্বভাবের জন্য কথা বললেই মুখ থেকে সাপ-ব্যাঙ বেরুনোর অভিশাপ পায়। আবার কোথাও পরীদের অভিশাপে জনৈকা নার্সিসিস্ট রাজকন্যা ক্রমশ পুতুল হয়ে যায়। ব্যারি যখন তাঁর পিটার প্যান-এ লেখেন 'শিশুর প্রথম হাসিই অসংখ্য টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে জন্ম দিয়েছিল পরীদের। তাই প্রতিটি শিশুরই নিজস্ব একজন পরী আছে', তখন আমরা পরীদের কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়ে দ্বিধান্বিত হই না। এমনকি একালের বইয়ে, সিনেমায়, অ্যানিমেশনের দুনিয়াতেও পরীরা ব্রাত্য নয়। হ্যারি পটারেও রয়েছে ছোট্ট পরীদের কথা। তাই আমাদের আনন্দ কল্পনার দূতী এইসব পরী ও পরীরাজ্য স্বপ্নলোকে বিরাজ করতে থাকে। এভাবেই আমরা পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার হানা দিই, মনে মনে.... ⌘⌘

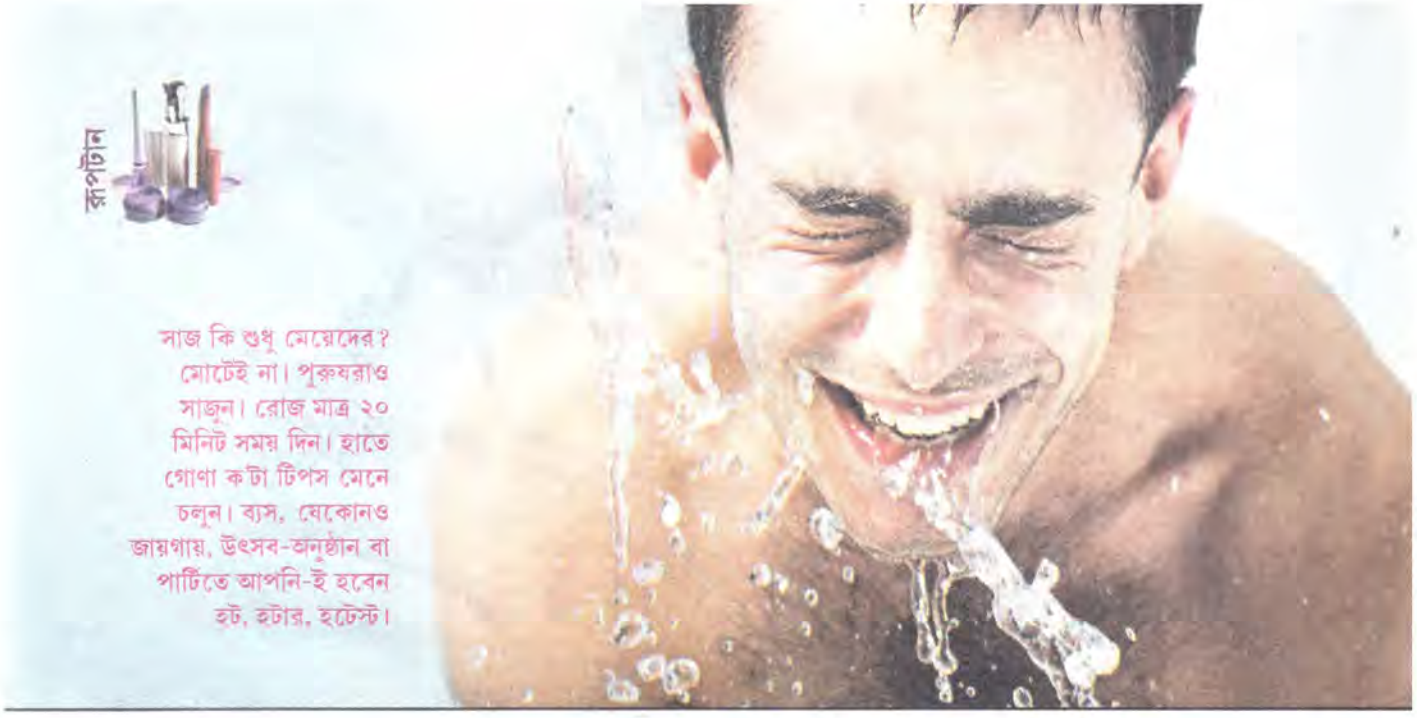

রূপটান

সাজ কি শুধু মেয়েদের? মোটেই না। পুরুষরাও সাজুন। রোজ মাত্র ২০ মিনিট সময় দিন। হাতে গোণা ক'টা টিপস মেনে চলুন। ব্যস, যেকোনও জায়গায়, উৎসব-অনুষ্ঠান বা পার্টিতে আপনি-ই হবেন হট, হটার, হটেস্ট।

পুরুষের প্রসাধন

- ত্বক তৈলাক্ত হলে ৩:১ অনুপাতে ক্যাস্টর ও এক্সট্রা ভার্জিন অয়েল মাখুন নিয়মিত। শুষ্ক ও স্পর্শকাতর ত্বকে ৩:১ অনুপাতে অলিভ আর এক্সট্রা ভার্জিন অয়েল লাগান। ব্রণ থাকলে দু'এক ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল মিশিয়ে নিন। এই তেল শুকনো ত্বকে আলতো হাতে মাসাজ করুন দু'তিন মিনিট। ঈষদুষ্ণ জলে পাতলা, নরম কাপড়ে ভিজিয়ে নিংড়ে ত্বকের ওপর রেখে দিন যতক্ষণ না ঠান্ডা হয়। শেষে হালকা ভাবে মুছে নিন। ত্বকের পোরস পরিষ্কার হবে।
- দু'টেবল চামচ অ্যালোভেরা আর অর্ধেকটা থেঁতো করা বীজ সমেত শসা নিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করুন। তার পর মুখে লাগিয়ে রাখুন ২০-৩০ মিনিট। শুকালে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন। সানবার্ন কমবেই।
- খুশকিতে জেরবার? দু'টেবল চামচ ব্রাউন সুগারে (গাঢ় বা হালকা) এক টেবল চামচ মধু মেশান। মিশ্রণটি ৫ মিনিট স্ক্যাল্পে হালকা হাতে ঘষুন। তার পর শ্যাম্পু করে নিন।
- দাঁতের কালো বা হলদে ছোপ কমাতে সপ্তাহে একদিন স্ট্রবেরির শাঁস দাঁতের ওপর মিনিট পাঁচেক মাখিয়ে রাখুন। তার পর মুখ ধুয়ে নিন। হাসলেই মুক্তো ঝরবে।
- নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ? জলে লবঙ্গ বা দারচিনি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন। দাঁত ব্রাশের পর এই জল মাউথওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করুন।
- সারাদিন কাজের জন্য রাস্তায় টই টই। ত্বকে ধুলোর পরত। সপ্তাহে একবার শুকনো ব্রাশ বা অল্প শক্ত কাপড় দিয়ে স্ক্রাবিং করুন। মৃত কোষ উঠে আসবে।
- রোদে বেরনোর ৩০ মিনিট আগে এসপিএফ ১৫ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। ত্বক ভালভাবে শুষে নিলেই সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না।
- অল্প নখ রেখে ক্লিপ করবেন। তার পর ফাইলিং। নখ যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে।
- বাউন্সি আর শাইনিং চুল চাই? রোজ রাতে ঈষদুষ্ণ নারকেল তেল মেখে শুয়ে পড়ুন। পরের দিন ভিটামিন সমৃদ্ধ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। কন্ডিশনার লাগাতে ভুলবেন না। পারলে তেল মাসাজের দু'ঘণ্টা পর রাতেই শ্যাম্পু করে নিন। পরের দিন চুল আপনা থেকেই সেট হয়ে থাকবে।
- চুলে কালার করালে টেক্সচার ও কোয়ালিটি ভাল রাখার জন্য নামি সংস্থার কালার গার্ড শ্যাম্পু আর কন্ডিশনার ব্যবহার করুন।
- কখনও ভেজা চুল ঘষে মুছবেন না। এতে গোড়া আলগা হয়ে বাড়তি চুল ঝরার সম্ভাবনা থাকে।
- ইদানিং ক্লিন শেভিং চলছে। রোজ শেভ করতে না পারলে একদিন অন্তর শেভ করুন। এবং অ্যালকোহল ফ্রি আফটার শেভ লোশন লাগান। এতে ত্বকে ট্যান হবে না।
- ত্বক নরম রাখতে আর ব্ল্যাক ও হোয়াইট হেডস থেকে বাঁচতে রোজ অ্যাপ্রিকট স্ক্র্যাবার দিয়ে স্ক্র্যাব করে নিন।
- শরীরের গঠন ও বয়স বুঝে পোশাক বাছুন। শর্ট কুর্তি দিনে পরলে রাতে ফর্মাল শার্ট পরুন ইন করে। মোজা আর জুতো যেন পোশাকের সঙ্গে মানানসই হয়। যেমন, কুর্তি বা ক্যাজুয়াল ওয়্যারের সঙ্গে কাবলি জুতো পরলেও ফর্মালে শু মাস্ট। আবার শেওয়ানি, কলিদার পাজামা, ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে কোলাপুরি বা বিদ্যাসাগরি চটি আভিজাত্য আনবে।
- সারাদিনের ক্লান্তি এড়াতে হট বাথ নিতে পারেন। নিমেষে এনার্জি ফিরবে। তবে চুলে গরম জল দেবেন না। এতে ন্যাচারাল অয়েল নষ্ট হয়ে যাবে।
- পায়ের চামড়া নরম রাখতে মাসে দু'বার পেডিকিওর করান।
- মোজা বা জুতোয় ঘামের গন্ধ হলে ব্যবহারের আগে ভেতরে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে নিন।
- রোজ শোয়ার আগে ঠোঁটে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন। ঠোঁট ফাটবে না। ⌘⌘

তথ্য সংগ্রহ : উপালি সাহা

অনিঃশেষ বনস্পতি

শ্যামলকান্তি দাশ

জীবনে ঋণের শেষ নেই। কতজনের কাছে কত যে ঋণ! বিশেষভাবে বলতে হয় দু'জন মানুষের কথা, যাঁদের কাছে আমার ঋণ পাহাড়প্রমাণ—জীবনভর মনে রাখতে হবে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—এঁদের জন্য আমি মরতে মরতেও একদিন বেঁচে গিয়েছিলাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রাস্তা দেখিয়েছিলেন বলে এই মস্ত শহরটাকে ছুঁয়ে দেখবার সাহস হয়েছিল। কিছুটা হলেও চিনেছিলাম রহস্যময় শহরের অনেক আলোআঁধারি। আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্য অভাবের মুখে হাসি ফুটেছিল, এখনও দুবেলা দু'মুঠো ডালভাত খেতে পাই। এই দুই সহৃদয় সামাজিক যদি পাশে না থাকতেন কবেই হেজেমজে ভূতের গল্প হয়ে যেতাম!

সত্তর দশকের মাঝামাঝি অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর একটা অস্থায়ী চাকরি পেয়েছিলাম গ্রামের স্কুলে। একদিন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ পড়াতে গিয়ে হৃৎকম্প হল। দুর, দুর, এ কাজ তো বিদ্বানদের জন্য, আমার মতো নিরক্ষরদের মানায় নাকি! কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। অদ্ভুত একটা কষ্ট আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত।

এই সময় কোনো হিতৈষী আমার পিঠে হাত রেখেছিলেন। কপাল ঠুকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটা চিঠি লেখো। তিনিই হতে পারেন তোমার মুশকিল আসান। 'কৃত্তিবাস' তখন সাহিত্যের পত্রিকা হিসেবে প্রতি মাসে টগবগিয়ে বেরোচ্ছে। বেশ ভারীভুরি চেহারা, বিচিত্র রচনাবলি, আর লেখক তালিকাও রত্নখচিত। এই পত্রিকায় যদি একবার বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যায় তো দেখতে হবে না! তখন আমার স্বপ্ন ঠেকায় কে! এখান থেকেই হয়তো শুরু হতে পারে আমার কবিজীবনের উত্থান।

লেখালেখির সূত্রে আগেই আমার সঙ্গে সামান্য চেনাজানা হয়েছিল সুনীলদার। সেইটুকুই আমার সম্বল। সব জানিয়ে সুনীলদাকে একটা চিঠি লিখলাম। তার পর অপেক্ষার পালা। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, উত্তরের দেখা নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষটা কি মৌনীবাবা নাকি। মনে মনে রাগ হয়। অতবড় লেখক, গ্রামবাংলার এই চুনোপুঁটিকে পাত্তা দেবেন কেন!

এইরকম সাতসতেরো ভাবতে ভাবতে যখন সময় কাটছে, অকস্মাৎ একটি পোস্টকার্ডে কয়েকটা লাইন। এক্ষুনি না হলেও ভবিষ্যতে হয়তো কিছু একটা করা যাবে। বাঁধ ভেঙে গেলেও ধৈর্য ধরতে হবে।

না, খুব বেশি সময় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, কৃত্তিবাসে আমার স্থান হয়েছে। তবে মাইনে খুব সামান্য, এই পয়সায় চালানো খুব কঠিন। সুনীলদা বোধহয় আমার বিচলন লক্ষ্য করেছিলেন। একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন, দ্যাখো, এত কম টাকা, তোমার চলবে কী করে? থাকবে কোথায়, খাবে কী, কী করেই বা চালাবে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ। কৃত্তিবাসের অবস্থা তো ভালো নয়, এর বেশি আমরা দিতে পারব না। ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো। কথাগুলো বলে সুনীলদা আমার কাজও বুঝিয়ে দিলেন, মাঝে মাঝে প্রুফ দেখা ছাড়াও প্রয়োজনে লেখাপত্র সম্পাদনা করে প্রেসে পাঠাতে হবে। আর একটা কাজের দায়িত্বও সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন সুনীলদা, সেটাই সবচেয়ে জরুরি। কৃত্তিবাসের কবিতা দেখতে হবে। আমি প্রাথমিক নির্বাচনের পর চূড়ান্ত নির্বাচন করবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুনীলদা বললেন শক্তি একটু ছটফটে স্বভাবের, একটু এলোমেলো, ওর আসা যাওয়ার ঠিক থাকে না। কবিতাগুলো যত্ন করে দেখতে হবে। মফস্সলে কত বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুর্দান্ত কবিতা লিখছে, ওদের কবিতা খুঁজে বার করতে হবে। শুধু কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না।

সেই সময় অনেক কবিকে কবিতা পাঠাবার জন্য অনুরোধ জানাতেন সুনীলদা। আমি 'কৃত্তিবাস' নামাঙ্কিত কার্ডে চিঠি লিখতাম, সই করতেন সুনীলদা। কোনও কোনও চিঠিতে 'পুনশ্চ' লিখে 'সু. গ.' দু-এক লাইন লিখে দিতেন। এতে কাজের সুবিধে হত, লেখা এসে যেত পত্রপাঠ। কবিতার নির্বাচনে আমার মতামতকে মূল্য দিতেন সুনীলদা, কখনও কোনও আপত্তি করেননি। শক্তিদা নিয়মিত আসতেন না বলে কবিতা বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বটি কার্যত আমার উপরই বর্তেছিল।

একদিন সন্ধেবেলা কৃত্তিবাসে সুনীলদা সবান্ধব হাজির—সঙ্গে পাঁচ মূর্তি, সমরেশ বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আর বরুণ চৌধুরী। দফতরে ঢুকেই শক্তিদা একটা মস্ত হাঁক পাড়লেন, কবিতার ফাইল নিয়ে এসো। সুনীলদা বললেন, অনেক ফাঁকি দিয়েছ, আজ কবিতাগুলো মন দিয়ে দেখে দাও। নইলে কবিতা সংখ্যা বেরোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

শক্তিদা কবিতার ফাইল নিয়ে বসলেন। কোনও কবিতাই পড়লেন না। একটি একটি কবিতা তুলছেন, আর 'ধ্যাস ব্যাটা কিসসু লিখতে পারে না' বলে দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিচ্ছেন। সারা ঘরে পাখার হাওয়ায় উড়ন্ত কবিতা—যাকে বলে কবিতার তুলো ওড়ে। সুনীলদা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কী করছ শক্তি—অনেক আমন্ত্রিত কবিতা আছে যে, ওগুলো ফেলে দিচ্ছ কেন? সুনীলদার কথায় কোনও কাজ হল না। পনেরো-কুড়িটা কবিতা ফাইলে রেখে শক্তিদা বেরিয়ে গেলেন। আমরা

উড়ানসূচি

এ.আই - এয়ার ইন্ডিয়া, বি.এ - ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, বি.জি - বিমান বাংলাদেশ, সি.ডি - অ্যালায়েন্স এয়ার, এফ.এস - কসমিক এয়ার, এফ.ডি - থাই এয়ার এশিয়া, জি.এফ - গাল্‌ফ এয়ার, আই.এক্স - এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, কে.বি - ড্রুক এয়ার, ই.কে - এমিরেটস, এস.জি - স্পাইস জেট, এস.কিউ - সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স, এস.টু - জেটলাইট, টি.জি - থাই এয়ারওয়েজ, ৯ ডব্লিউ - জেট এয়ারওয়েজ, জেড ফাইভ - জি.এম.জি এয়ারলাইন্স, সিক্স.ই - ইন্ডিগো, এ. কে - এয়ার এশিয়া, ফোর এইচ - ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ।

অভ্যন্তরীণ উড়ান

ফ্লাইট নং	কলকাতা থেকে ছাড়ার সময়	দিন
আগরতলা		
এস টু ৩৭১	৭.৫০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৭৩	৮.৫০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৩	১১.৩০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৪২	১২.১০	প্রতিদিন
এস জি ৮৭১	১৪.১৫	প্রতিদিন
এ আই ৯৭২৭	১৬.৫০	বুধ, শুক্র, রবি
আহমেদাবাদ		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন (সোম-শনি)
সিক্স ই ২৩৮	৮.১৫	রবিবার
সিক্স ই ১৩৬	১১.১৫	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
আইজল		
৯ ডব্লিউ ২৮৭১	১০.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭১১	১১.০০	বুধ, শুক্র, রবি
বাগডোগরা		
৯ ডব্লিউ ২৪৮০	১২.২০	প্রতিদিন
এ আই ০৭২১	১৩.০৫	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
এ আই ০৭২১	১৩.৪০	বুধবার
এস জি ৩২৩	১৩.৫৫	প্রতিদিন
বেঙ্গালুরু		
সিক্স ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৫২৩	৭.২০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গল ছাড়া প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪২	২০.১০	প্রতিদিন
ভোপাল		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
ভুবনেশ্বর		
৯ ডব্লিউ ২১৫০	১১.২৫	প্রতিদিন
চেন্নাই		
সিক্স ই ২৭৫	৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ৮৪২	১৫.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৩২৪	১৭.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯১	২০.৩০	প্রতিদিন
দিল্লি		
এ আই ০১১১	১০.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৩৬	১১.৪৫	প্রতিদিন
এস জি ৬০৬	১২.০০	প্রতিদিন
এ আই ০৭৬১	১৩.২৫	প্রতিদিন
এস টু ৩২০	১৫.৩০	প্রতিদিন
এ আই ০৭০১	১৭.০০	প্রতিদিন
ডিব্রুগড়		
সিক্স ই ২০৫	১২.৩০	প্রতিদিন
গয়া		
এ আই ০২২৭	১০.০০	সোমবার
গোয়া		
এস জি ৮০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
গুয়াহাটি		
এস টু ৩৬১	৬.১০	প্রতিদিন
সিক্স ই ২৯২	১৬.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৪৮২	১৬.৫০	রবিবার ছাড়া রোজ
এস জি ৮৮৩	১৭.৪৫	প্রতিদিন
হায়দরাবাদ		
সিক্স ই ৩৪৮	৭.২৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৫২	১৬.৫৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭২	১৭.৫০	প্রতিদিন
ইন্দোর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
জয়পুর		
সিক্স ই ২৩৮	৭.৩৫	প্রতিদিন
এস জি ৩৪৫	১৬.৪৫	প্রতিদিন
জোরহাট		
এস টু ৬২৩	১২.২৫	সোম, বুধ, শুক্র
কানপুর		
এ আই ৯৮০২	১৪.০০	সোম, বুধ, শুক্র
কোচি		
এস জি ৮০৩/১০৩	৮.০৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪৫	১০.৩৫	মঙ্গলবার ছাড়া প্রতিদিন
লখনউ		
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
মুম্বই		
সিক্স ই ৩১৮	৫.৫৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০২	৯.৩০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২০৩	১৪.০৫	প্রতিদিন
এস টু ৭০৪	১৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ৮৭৪	১৮.০০	প্রতিদিন
সিক্স ই ৪০৪ (ভায়া নাগপুর)	১৮.২০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২১২	২১.০৫	প্রতিদিন
নাগপুর		
সিক্স ই ৪০৪	১৮.২০	প্রতিদিন
পাটনা		
৯ ডব্লিউ ২৮৫২	৬.১৫	প্রতিদিন
সিক্স ই ৩৪১	৯.৪০	প্রতিদিন
৯ ডব্লিউ ২৮৫৪	১৭.৫০	প্রতিদিন
পোর্ট ব্লেয়ার		
এ আই ০৭৮৭	৫.৩৫	প্রতিদিন
পুণে		
৯ ডব্লিউ ২০২	৬.২৫	প্রতিদিন
এস জি ২১৯	১৭.৪০	প্রতিদিন
রায়পুর		
৯ ডব্লিউ ২৫১০	১৫.১০	প্রতিদিন
রাঁচি		
৯ ডব্লিউ ২৮৫৬	১৫.০৫	প্রতিদিন
শিলচর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
৯ ডব্লিউ ২৮৭৫	৫.১৫	প্রতিদিন
এ আই ০৭৫৩	১৩.০৫	সোম, বুধ
শিলং		
এ আই ৯৭১৯	১১.৪০	সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি
এ আই ৯৭১১	১৩.১০	বুধ, রবিবার
শ্রীনগর		
এস জি ৬০৪/২২৪	৭.১৫	প্রতিদিন
তেজপুর		
এ আই ৯৭০৯	৫.৩০	সোম, বুধ, শুক্র
ত্রিবান্দ্রম		
সিক্স ই ৩৭৭	৫.২৫	প্রতিদিন
বরোদা		
সিক্স ই ২১২	৭.০৫	প্রতিদিন
বারাণসী		
৯ ডব্লিউ ২৪৬১	১১.০৫	প্রতিদিন
বিশাখাপত্তনম		
৯ ডব্লিউ ২৮৪১	৬.০৫	প্রতিদিন

বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য

এয়ার ইন্ডিয়া : ২২৮২ ২৩৫৬, এয়ারপোর্ট ২৫১১ ৯৪৩৩, জেট এয়ারওয়েজ : ৩৯৮৯ ৩৩৩৩, স্পাইস জেট : ১৮০০ ১৮০ ৩৩৩৩, ইন্ডিগো ৪০০৩ ৬২০৪ এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ৮৪৪২/৮৩৫৭, জেট লাইট : ১৮০০ ২২৩০২০, এয়ারপোর্ট : ২৫১১ ০৯০১

(রেল ও বিমানের ছাড়ার সময় পরিবর্তনসাপেক্ষ। যাত্রার আগে অবশ্যই অনুসন্ধান করে নেবেন।)

বাসযাত্রা

রয়্যাল ক্রুজার

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৭টা
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-পুরী
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা
পুরী থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬টা ৪৫, সাড়ে সাতটা, সাড়ে নটা, বিকেল ৪টে ও বিকেল ৫টা
ধর্মতলা থেকে বিকেল ৪টেয় যে বাসটি ছাড়ে সেটি বোকারোও যায়।

এসবিএসটিসি

কলকাতা-শিলিগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা, ৬টা, ১০-১০, ১২-৪৫

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪০, ৬-৪০, ৭-৩০

কলকাতা-রায়গঞ্জ
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-১০, ৮-১০

কলকাতা-গঙ্গারামপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৩০, ৬-৫০, ৭-৫০

কলকাতা-নালাগোলা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৬-১৫

কলকাতা-দুর্গাপুর
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ৫টা থেকে সন্ধে ৬-৩০ (১৫ মিনিট অন্তর গাড়ি)

কলকাতা-আসানসোল
ধর্মতলা থেকে সকাল ৫-১৫ থেকে আধ ঘণ্টা অন্তর ছাড়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ৩-৩০, ৩-৪৫

কলকাতা-পুরুলিয়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে বেলা ১টা, ২-১৫

এনবিএসটিসি

কলকাতা-আলিপুরদুয়ার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭টা

কলকাতা-বহরমপুর
সকাল ৬-৪৫, দুপুর ১২টা। বহরমপুর থেকে ছাড়ে একই সময়ে

কলকাতা-বাঁকুড়া
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে সকাল ১০টা, দুপুর ২-৪০। ওখান থেকে ছাড়ে সকাল ৫-৪৫, ৭-৩০

কলকাতা-বালুরঘাট
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট রাত ৮টা

কলকাতা-চাঁচোল
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৯টা, রকেট ৯-৩০

কলকাতা-কোচবিহার
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে দুপুর ২টো, রাত ৮টা, রকেট রাত ৮টা
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০, রকেট ৮টা

কলকাতা-দার্জিলিং
উল্টোডাঙা থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬টা

কলকাতা-দীঘা
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রকেট, রাত ৯-৩০

কলকাতা-জলপাইগুড়ি
ধর্মতলা থেকে ছাড়ে রাত ৮টা

জয় দাদা ভলভো

কলকাতা-তারাপীঠ
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সকাল ৭-১৫
তারাপীঠ থেকে ছাড়ে বিকেল ৪টে

কলকাতা-শিলিগুড়ি
বাবুঘাট থেকে ছাড়ে সন্ধে ৬-৩০
শিলিগুড়ি থেকে ছাড়ে সন্ধে ৭-৩০

কলকাতা-আসানসোল
সল্টলেক থেকে সকাল ৯টা, বাবুঘাট থেকে ১০টা

কলকাতা-বোকারো
সল্টলেক থেকে সকাল ৬-৩০, বিকেল ৪টে বাবুঘাট থেকে সকাল ৭-৩০, বিকেল ৫টা

যা এডিবেল নয় সেই খাবার এক সময় আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে খাওয়াই নিয়ম ছিল। কারণ সেই আদিম যুগে মানুষ রান্নায় তেল মশলার ব্যবহার জানত না। এখন সেই গ্রিলড এবং রোস্টেড খাবার-ই ফ্যাশান। এই রকম কিছু জিভে জল আনা ঝলসানো খাবারের রেসিপি দিলেন **সুমিতা শূর**

ভূরিভোজ

স্টার্ট উইথ স্টার্টার

গার্লিক রোস্টেড পট্যাটো

উপকরণ : আলু ৬টা মাঝারি, রশুনের কোয়া ১/২ কাপ, পার্সলে পাতা ৩ টেবল চামচ (কুচনো), মাখন ১ টেবল চামচ, আধভাঙা গোলমরিচ ১/২ চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী : আলুর খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। আলুর গায়ে কাঁটা চামচ দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করুন। প্রত্যেকটা গর্তের মধ্যে গোটা রশুনের কোয়া ভরুন। মাইক্রোপ্রুফ ডিসে মাখন দিয়ে ১০০ শতাংশ পাওয়ারে ১ মিনিট মাইক্রো করুন। রশুনভরা আলুতে নুন, গোলমরিচ ও পার্সলে পাতা কুচি মাখিয়ে নিন। মাখন মাখানো ডিশের ওপর আলুগুলো সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে ১০০ শতাংশ পাওয়ারে ১০ মিনিট মাইক্রো করুন।

রোস্টেড স্পাইসি ওট

উপকরণ : ওট ১ কাপ, সাদা তেল ২ টেবল চামচ, হিং ১ চিমটে, বিটনুন স্বাদমতো, গোটা ধনে ১/৪ চা-চামচ, শুকনো নারকেল পাউডার ৬ টেবল চামচ, চারমগজ বীজ ৪ টেবল চামচ, সাদা তিল ৪ টেবল চামচ, কিশমিশ ১/৪ কাপ, চিলি ফ্লেক্স ১/৪ চামচ, কারি পাউডার ১/২ চামচ, বড় এলাচ গুঁড়ো ১/২ চামচ, চিনি ১/২ কাপ।

প্রণালী কড়াতে তেল গরম করে তাতে হিং, গোটা ধনে, চিলি ফ্লেক্স, চারমগজ বীজ ও সাদা তিল দিয়ে কম আঁচে ভাজা ভাজা করুন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে কম আঁচে আরও খানিকক্ষণ নাড়তে থাকুন। একটু বাদামি রং ধরলে নামিয়ে নিন। অল্প ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন। লেটুসপাতা, সেদ্ধ গাজর,

স্প্রাউটের সঙ্গে খেতে পারেন।

লেমন পিপার চিকেন

উপকরণ : বোনলেস চিকেন ১ কেজি, মাখন ১/২ কাপ, রশুন থেঁতো করা ১/২ চামচ, পাতিলেবু ১টা গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চামচ, নুন স্বাদ মতো।

প্রণালী : আভেন প্রুফ পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন। তার ওপর চিকেনের টুকরোগুলো দিন। তার উপর থেঁতো করা রশুন ছড়িয়ে দিন।

এবার লেবুর রসের সঙ্গে নুন, মরিচগুঁড়ো মিশিয়ে এটা চিকেনের উপর ঢালুন। ৩৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট গ্রিল করুন।

স্টাফড পট্যাটো

উপকরণ : খোসা সহ আলু ২০০ গ্রাম, কোরানো নারকেল ১/৪ ভাগ, ধনেপাতা কুচি ২.৫ বড় চামচ, ধনে-জিরে গুঁড়ো ২ চামচ, চিনি ২ চা-চামচ, শুকনো লংকাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হিং ১ চিমটে, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী : আলু ধুয়ে নিন। খোসা ছাড়িয়ে নিন। আলুর গায়ে সামান্য চিরে নিন। আভেনে ১০০ শতাংশ পাওয়ারে ৭ মিনিট বেক করুন। বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ভেতর থেকে সেদ্ধ করা আলু কুরিয়ে নিন। পুর ভরে দিন। একটা ছড়ানো আভেন প্রুফ ডিশে পুর ভরা আলু সাজিয়ে তার উপর তেল ছড়িয়ে এবং ১.৫ চামচ জল ছড়িয়ে ১০০ শতাংশ পাওয়ারে ৫ মিনিট রাঁধুন।

মটন টিক্কা

উপকরণ : চৌকো করে কাটা মটনের টুকরো ৫০০ গ্রাম, জল ঝরানো দই ১/২ কাপ, মাখন ২ বড় চামচ, ধনেপাতা কুচি ৩ বড় চামচ, রশুন ২ কোয়া, পুদিনাপাতা কুচি ৩ বড় চামচ, শুকনো লংকাগুঁড়ো ১/২ চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী : মাখন, ধনেপাতা কুচি, শুকনো লংকাগুঁড়ো, পুদিনাপাতা কুচি ও নুন একসঙ্গে মেখে একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। সেই মিশ্রণে মাংস সারা রাত রেখে দিন।

পরের দিন ম্যারিনেট করা মাংসে দই মাখিয়ে আরও কয়েক ঘণ্টা রেখে দিন। আভেনে ২০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রি-হিট করে মাংসগুলি ১৫ মিনিট গ্রিল করুন। পোড়া রং ধরলে নামিয়ে চাটমশলা, পিঁয়াজ স্লাইস, লেবু সহযোগে পরিবেশন করুন।

ঝিংগা টিক্কা

উপকরণ : বাগদা চিংড়ি ১ কেজি, ৪ চামচ রশুনবাটা, ৫ চামচ আদাবাটা, ১ চামচ সামরিচ গুঁড়ো, আধ চামচ লংকাগুঁড়ো, ৪ টেবল চামচ পাতিলেবুর রস, আধ চামচ নুন।

জল ঝরানো টক দই ১/২ কাপ, কোরানো আদা ১/২ কাপ, জোয়ান ১ টেবল চামচ, ৪ টেবল চামচ ক্রিম, ১/২ চা-চামচ জয়িত্রি ও এলাচের গুঁড়ো, ৩ টেবল চামচ শুকনো ভাজা ছোলার বেসন।

প্রণালী : চিংড়ি মাছের পিঠের কালো সুতো বাদ দিতে হবে। প্রথম মশলা মাখিয়ে আধঘণ্টা রাখুন। তারপর মাছ হাল্কা করে চিপে তুলে নিন। ২নং মশলার সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মাছে মাখিয়ে ফ্রিজে রাখুন ৪/৫ ঘণ্টা। এবার শিকে গেঁথে একটু তেল মাখিয়ে গ্রিল করুন ৩০ মিনিট।

ছানার বল

উপকরণ : ৪ স্লাইস পাউরুটি, ১/৩ কাপ ঘন টক দই, ৩৫০ গ্রাম ছানা কোরানো, ২ চা-চামচ মিহি কুচনো কাঁচা লংকা, ১/২ কুচনো ধনেপাতা, ১/২ চামচ বেকিং পাউডার, নুন, মরিচ আন্দাজমতো, ২ টেবল চামচ ময়দা, আস্ত কাজুবাদাম দরকার মতো, ভাজবার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী : পাউরুটির ধার কেটে বাদ দিয়ে দু'দিকেই টক দই মাখিয়ে রাখুন ১ ঘণ্টা। তেল ছাড়া সব উপকরণ একসঙ্গে মেশান। জল দেবেন না। দইয়ের জলেই মাখা হবে। বল তৈরি করুন, কাজুবাদাম ভরে দিন। ভেজে তুলুন। সস দিয়ে পরিবেশন করুন।

তন্দুরি পনির

উপকরণ : ২৫০ গ্রাম ছানা, ডুমো করে কাটা, ১ টেবল চামচ, কোরানো আদা, ২টি কাঁচা লংকা, ১ চামচ জিরে, ৩/৪ চামচ নুন, ১/৪ চা-চামচ লংকাগুঁড়ো, ১ বড় চামচ টম্যাটো, ২টি ক্যাপসিকাম, ২টি পেঁয়াজ, ১ টেবল চামচ ঘি।

প্রণালী : ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজ গোল করে কাটুন, ক্যাপসিকামের বিচি বাদ দেবেন। টম্যাটো মিক্সিতে পিউরি করে নেবেন। আদা, রশুন, কাঁচা লংকা ও জিরে একসঙ্গে বেটে নিন। বাটা মশলায় নুন ও লংকা মেশান। পনিরে মশলা মাখান, আধঘণ্টা রেখে দিন। একটি বেকিং পাত্রে তেল মাখিয়ে ছানা পাশাপাশি সাজান, ওপরে সামান্য তেল ছড়িয়ে দিন। বেক করুন ২০০ ডিগ্রি আভেনে ১০/১২ মিনিট। মধ্যে একবার উল্টে দেবেন।

⌘⌘

কেনাকাটা

ভাইফোঁটার উপহার

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...'-র মতো প্রথানুযায়ী কয়েকটি পঙ্‌ক্তি, একথালা মিষ্টি, আশীর্বাদী ধান-দুব্বোর পাশাপাশি উপহার দেওয়া-নেওয়াটাও এইদিনের আবশ্যিক রেওয়াজ। একমাত্র বিশেষ উপহারই পারে ভাই-বোনের মতো চিরন্তন সম্পর্ককে আরও একবার স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে। উপহারের হদিশ জানাচ্ছেন উপালি সাহা

ভাইয়ের জন্য

➤ এবারে মিষ্টিমুখ করাতে পারেন ভাইকে 'ছাপ্পান্ন ভোগ'-এর ডেকোরেটেড থালি দিয়ে। থাকছে প্রিমিয়াম ফয়েল সিলড ক্যানে ৫০০ গ্রামের 'কেসর কারাচি হালওয়া'র প্যাকেট আর দুটি ১৫০ গ্রামের প্যাকেটে রোস্টেড আমন্ড আর 'পিস্টাচিওস'। দাম ১,২০০ টাকা।

➤ চকোলেটের মতো মিষ্টি উপহার দ্বিতীয়টি নেই। নানা ধরনের ডেকোরেটেড চকোলেট দিয়ে তৈরি বিশেষ গিফট প্যাকটির দাম ৩০০ টাকা থেকে শুরু।

➤ দিতে পারেন, পিওর ইতালিয়ান লেদারে তৈরি মসৃণ স্ট্র্যাপ আর স্টাইলিশ স্টিল ফিনিশ বাকেলের বেল্ট। দাম ৫৫০ টাকা থেকে শুরু। কিংবা নরম নাপ্পা লেদারের সিংগল ফোল্ডেড ওয়ালেট। এতে ৫টি ক্রেডিট কার্ড, হাজার টাকার নোট রাখার আলাদা জায়গা, কয়েন পকেট, ফোটো উইন্ডো সহ অনেককিছু রয়েছে। দাম কম-বেশি ৭০০ টাকা। অফিসিয়াল ব্যাগও এই তালিকায় পড়বে। আকার বুঝে দাম।

➤ পুরুষের রোজের ব্যবহারিক জিনিস বা 'ম্যানস পার্সোনাল কেয়ার হ্যাম্পার' দিতে পারেন। পসরায় থাকুক জিলেট, পার্ক অ্যাভিনিউ, গার্নিয়ারের মতো নামী ব্র্যান্ডের ডিও, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, শেভিং ক্রিম, রেজার, আফটার শেভ লোশন ইত্যাদি। দাম নির্ভর করবে ব্র্যান্ডের ওপর।

➤ শৌখিন মানসিকতার ভাইকে স্বচ্ছন্দে দিন ৭৫ মিলির বব ম্যাক ইডিটি স্প্রে, রাসাসি রয়্যাল ব্লু মেন, প্লেবয় ভেগাস মেন-র মতো বিদেশি সুগন্ধী। বব ম্যাকে রয়েছে লিলি, সূর্যমুখী, ভ্যানিলা, ম্যাগনোলিয়া, অর্কিডের মিলিত সুবাস। দাম ২৩৩৬ টাকা। রয়্যাল ব্লু সমৃদ্ধ ফ্লোরাল উডি গন্ধে। এটি শুধুই সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য। দাম ৬৯৯ টাকা। প্লেবয়ে পাবেন মাস্ক, ভ্যানিলা, জিওর্জিউডের মনকাড়া সুগন্ধ। দাম ২৪২ টাকা।

➤ উপহারের তালিকায় রাখতে পারেন মেটালিক টাই-পিন, কাফলিঙ্ক সেট, ব্রেসলেট বা চেন, লকেট সেট। প্রথমটিতে সিলভার অ্যালয় ধাতুর ওপর পাথর আর মুক্তোর যুগলবন্দী। দাম ৪৯৯ টাকা। ধাতু, কাঠ, ফাইবার বা এনামেলের ওপরে এডি বা মুক্তো বসানো জোড়া কাফলিঙ্কও দিতে পারেন। দাম ২২৮৩ টাকা। পুরোটা জালি কাজের ৪০ গ্রাম ওজনের চওড়া ব্রেসলেটের দাম ৬০০ টাকা। রঙিন ধাতু ও পাথরের মিলিজুলিতে তৈরি ১৫০ গ্রাম ওজনের চেন, লকেটটিও একনজরেই পছন্দ হবে। দাম মাত্র ৪০০ টাকা।

➤ উপহার দেওয়ার আরও একটা দারুণ আইটেম হাতঘড়ি। টাইমেক্স ভাইফোঁটা উপলক্ষে এনেছে নতুন কালেকশন। প্রতিটি ঘড়ি স্টাইলিশ, ট্রেন্ডি, ক্যাজুয়াল এবং ডিজাইনার ডায়ালের। বেছে নিন আপনার পছন্দসই পিস। দাম শুরু ১০৪৮ টাকা থেকে।

➤ ক্রিস্টালের ফোটোফ্রেমও কিন্তু উপহার হিসেবে মন্দ নয়। দাম পড়বে ৪৫০ টাকা। ডিজাইনার ফ্রেম চাইলে অবশ্যই দাম বাড়বে।

➤ ডিজাইনার কফি-মগ দিতে পারেন, যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা থাকবে আপনার পছন্দের কোনও লাইন বা আপনার ও ভাইয়ের ছোটবেলার ছবি। দাম ৩২৫ টাকা।

➤ এছাড়াও চাবির রিং, শোপিস, দেওয়াল ঘড়ি, ক্রিস্টাল, সেরামিক বা পলিরিজনের গণেশ, পদ্ম, পেনস্ট্যান্ড, পশু-পাখি, সানগ্লাস তো রয়েইছে।

বোনের জন্য

➤ অনেকেই পরিবারের মঙ্গলের জন্য ঘরে গণেশ রাখতে পছন্দ করেন। তাই আপনার বোনকেও দিন সোনালি বা রুপোলি ধাতুর গণেশ শোপিস। চাইলে মিনে কাজও করাতে পারেন। মেটাল না-পসন্দ হলে একই জিনিস দিন পলিরেজিনের। দাম ৭৫০ টাকা থেকে শুরু।

➤ ড্রয়িংরুম সাজানোর জন্য দিতে পারেন পদ্ম, গোলাপ, জোড়া পুতুল, মাছ ইত্যাদি। এগুলো ক্রিস্টালের ওপরেও পাবেন। দাম পড়বে কম-বেশি ৫০০ টাকা।

➤ টেবলে বা বেড ল্যাম্প হিসেবে ব্যবহারের জন্য দিতে পারেন অ্যাঞ্জেল নেস্ট টেবল ল্যাম্প। লোহা আর অ্যাক্রিলিকের সঙ্গে মিশ্রণে তৈরি পাখির বাসা ডিজাইন এর বৈশিষ্ট্য। দাম ১৪০০ টাকার কাছাকাছি।

➤ বোনের মন ভরাতে চাইলে আপনিও হাতে নিন চকোলেটের মতো ব্রহ্মাস্ত্র। ছোট্ট ব্রাশোর ট্রলিতে ১৬ পিস নানা গড়নের জিভে জল্ আনা সুস্বাদু চকোলেট তুলে দিন। দাম পড়বে প্রায় ১,১৯৯ টাকা।

➤ এছাড়াও দিতে পারেন ডবল সাইড থার্মোস (২৩০০ টাকা), চকোলেট আর ফুলের বোকে (৮৯৯ টাকা), ফিলিপস কোম্পানির হেয়ার ড্রায়ার (৭৯৯ টাকা), নানা ধরনের ব্যাগ (১৫০ টাকা থেকে শুরু), কসমেটিকস (৫০০ টাকা থেকে শুরু), কস্টিউম জুয়েলারি (১৫০ টাকা থেকে শুরু), জুয়েলারি বক্স (৫০০ টাকা বা তারও বেশি), ডিনার, কফি, টি, শরবত সেট (৫৫০ টাকা থেকে শুরু), নন-স্টিক কুকওয়্যার (৪৫০ টাকা), ক্যাসোরোল (১৫০ টাকা থেকে শুরু), কাটগ্লাসের ফল রাখার পাত্র (৫০০ টাকা থেকে শুরু), বিভিন্ন সাইজের বোল (২৫০ টাকা থেকে শুরু) ইত্যাদি। ⌘⌘

দেখতে সাধারণ। অভিনয়ে ততটাই অসাধারণ। এতটাই যে সুজয় বিশ্বাসের 'কহানি' তাঁকে সেরা বাঙালি-র শিরোপা দিয়েছে। আর বব বিশ্বাসের অভিনয়ের প্রতি আস্থা এখন টলিউড পেরিয়ে বলিউডেও ছড়িয়েছে। প্রত্যেকদিন নানা শেডের চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন শুভেন্দু পুত্র শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। কিছু অন্তরঙ্গ কথোপকথন উপালি সাহা-র সঙ্গে।

পুরস্কারও কেনা যায়

প্রশ্ন : এতদিনের চেনা 'ভিলেন' ইমেজ ভেঙে চুরচুর করে দিল বব বিশ্বাস?

উত্তর : মানে!

প্রশ্ন : মানে, ভিলেন বললেই লোকে বুঝত গব্বর সিং, আর 'কিতনে আদমি থে রে ....' সেখানে এত ভদ্র ভিলেন?

উত্তর : (হো হো করে হেসে) ভাল বলেছেন। আসলে সুজয় আর আমি দুজনেই ঠিক করেছিলাম, ভিলেন হবে এতটাই অতি সাধারণ লুকের যে, খুন করে চট করে ভিড়ে মিশে যেতে পারবে। কেউ 'খুনি' বলে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারবে না।

প্রশ্ন 'নমস্কার। আমি বব বিশ্বাস। এক মিনিট ' এই ক'টা কথাতেই তো আট থেকে আশি কাঁপছে!

উত্তর : আমি চেষ্টা করেছি। বেশিটাই সুজয় করিয়ে নিয়েছে।

প্রশ্ন নোবেল চোর, রং মিলস্তি, ভূতের ভবিষ্যত, কহানি, বায়োপিকে নীলকণ্ঠ, পাপ্পুভাই, নামতে নামতে-র নানা ধরনের চরিত্রে ব্রিলিয়ান্ট অভিনয় করেছেন। স্কুলেও নিশ্চয়ই ভাল রেজাল্ট করতেন?

উত্তর প্রত্যেক বছর হয় ইতিহাস, নয় ভূগোলে ফেল করতাম। আর গার্জিয়ান মিটিং-এ মা-কে ডেকে পাঠানো হত। একবারে পাশ করেছিলাম মাধ্যমিক। তবে সেন্ট জেভিয়ার্সের ৫০ বছর পূর্তিতে অন্য ব্রিলিয়ান্টদের সঙ্গে আমাকেও ফেলিসিটেড করা হয়। ব্যাপারটায় যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনি হাসি পেয়েছিল।

প্রশ্ন বাবা তো তখন চুটিয়ে অভিনয় করছেন। দেখতেন তাঁর অভিনয়?

উত্তর খুব কম। তার থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর দু'একটা ইংরেজি ছবি দেখতাম।

প্রশ্ন : নায়িকার সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে বিশেষ কোনও অনুভূতি হত?

উত্তর নাহ্! সিনেমাটাই কম দেখতাম যে। তবে 'বিবর' নাটকে বাবার বিপরীতে সুব্রতা চ্যাটার্জি ছিলেন। শোয়ের শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে আন্টিকে বলেছিলাম, 'বাবার গায়ের ওপর এত পড়ছিলে কেন?'

প্রশ্ন 'আবার আসব ফিরে' ছাড়া আর কোনও ছবিতে নায়ক হলেন না....

উত্তর : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। না হলে প্রত্যেকটা ছবিতে বৃষ্টিতে ভিজে নায়িকার কোমর নয় তো গাছের ডাল জড়িয়ে নাচতে হত।

প্রশ্ন : মাথায় অভিনয়ের পোকাটা কবে প্রথম নড়ল ?

উত্তর ভবানীপুর কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর এনআইআইটিতে কিছুদিন পড়ে ছেড়ে দিই। তখন বাবা বলেছিলেন, বাড়ির বড় ছেলে। কী করবি কিছু ভেবেছিস? হঠাৎ মনে হল, অভিনয় করলে মন্দ হয় না।

প্রশ্ন অভিনেতার ছেলে তো অভিনেতাই হবে ....

উত্তর তার জন্য নয়। প্রডিউসারের পয়সায় খাওয়া, ভাল ভাল জায়গায় যাওয়া, ভাল পোশাক পরা। আবার তিনিই পে প্যাকেজ দেবেন। নো ইনভেস্টমেন্ট। এর থেকে ভাল কাজ আর হয় নাকি?

প্রশ্ন উত্তরে বাবা কী বলেছিলেন?

উত্তর : গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, রান্না জানো? অবাক হয়ে বলেছিলাম, ওটা তো মায়ের কাজ। বাবা বলেছিলেন, মাকেও ওটা শিখতে হয়েছে। তোমাকেও আগে অভিনয় শিখতে হবে। তার পর জোছন দস্তিদারের অ্যাক্টিং গ্রুপে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ওখানে নাকি রিহার্স রুম মুছতে হত?

উত্তর : হ্যাঁ। জোছনদা বলতেন, এটা তোমার কাছে মন্দিরের আরেক রূপ। তাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে শেখো আগে। তার পরে তো অভিনয়।

প্রশ্ন : ভাল অভিনেতা হতে গেলে কি মঞ্চে অভিনয় জরুরি?

উত্তর বাধ্য-বাধকতা নেই। অনেক দাপুটে মঞ্চাভিনেতা ক্যামেরা স্বচ্ছন্দ হতে পারেননি এমনটাও দেখেছি।

প্রশ্ন বাবার সঙ্গে কতবার তুলনা শুনতে হয়েছে?

উত্তর এখনও ওটা হয় বোধহয়। কান দিই না। তাহলে অভিনয় করতে

পারব না।

প্রশ্ন : ডামাডোলের 'পাপ্পুভাই' নাকি অনেকটা মুন্নাভাই টাইপ?

উত্তর অল্প মিল আছে। পাপ্পুভাইয়ের ফিল্ম প্রোডিউসিংয়ের ঝোঁক। আবার দুই বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে সব ঘেঁটে 'ঘ' করে ফেলে। খুব মজার চরিত্র।

প্রশ্ন কোন চরিত্রে নিজে স্বচ্ছন্দ?

উত্তর কমেডি। করতেও খুব ভাল লাগে। আর টোটাল অভিনেতা না হলে কমেডিয়ান হওয়াও যায় না।

প্রশ্ন : অনেকেই আপনার সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারার মিল পান...

উত্তর : নিজেই পাই। তাই ই-টিভিতে '৩২ অল আউট' শো-তে 'ভানুমতির টিম'-এ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম।

প্রশ্ন ভক্তরা আপনাকে টলিউডের রাহুল দ্রাবিড় বলেন। ম্যাচ জেতান, কিন্তু স্পটলাইট অন্যের উপর পড়ে...

উত্তর : এখন বেশ ব্যাটে-বলে হচ্ছে। অভিনীত চরিত্রগুলো দর্শকের ভাল লাগছে।

প্রশ্ন : বিদ্যাকে কেমন লাগল?

উত্তর : ভীষণ শো-অফ পার্সন। একদম পাশের বাড়ির মেয়ের মতো।

প্রশ্ন এখন তো বিদ্যা থাকলেই ছবি হিট?

উত্তর : ছবি হিট হয় টিমওয়ার্কের জোরে। না হলে উত্তমকুমার বা অমিতাভ বচ্চনের একটাও ছবি ফ্লপ করত না।

প্রশ্ন : বব বিশ্বাসকে নাকি অমিতাভ ট্যুইটে অভিনন্দন জানিয়েছেন?

উত্তর : (অল্প হেসে) হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ববের মতো আপনি কবে মোবাইল ব্যবহার করছেন?

উত্তর : বব মোবাইলের কুফল দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু....

প্রশ্ন : যন্ত্রটা থাকলে রেখাজির গলাটা তো শুনতে পেতেন!

উত্তর : ওটা আর মনে করাবেন না প্লিজ। যাঁর অভিনয়, সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে কত রাত জেগেছি, মোবাইল না থাকায় সুজিতের থেকে তাঁর অভিনন্দন নিতে হল। নিজের কানে গলাটাও শুনতে পেলাম না।

প্রশ্ন : ভয় দেখিয়ে এবার 'আইটেম ডান্স' করে ভয় ভাঙাতে হচ্ছে?

উত্তর (হাসতে হাসতে) অভিনেতা হলে কী না করতে হয়

প্রশ্ন এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে, অথচ কোনও গসিপ নেই?

উত্তর তা হলেই বুঝুন, আমি কত বড় বদ আর বুদ্ধিমান।

প্রশ্ন বাবার শেষ সময় বাবা-মাকে নিয়ে কিন্তু গসিপ হয়েছিল

উত্তর ওটা তৈরি করা হয়েছিল। বাবা আর দিদা প্রায় একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র মেয়ে হওয়ায় মা কিছুদিন দিদার কাছে ছিলেন। ব্যস, খবর চাউর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছে।

প্রশ্ন বলিউড এত ডাকছে, ফেরাচ্ছেন কেন?

উত্তর টাইট শিডিউল। তাই মধুর ভাণ্ডরকরের মতো পরিচালককেও ফেরাতে হল।

প্রশ্ন : আপনার আদর্শ কে?

উত্তর উত্তমকুমার। প্রথম কয়েকটা ছবি দেখে মনে হয়েছিল আমি ওঁর থেকে মাচ বেটার। তার পর যত দেখেছি তত মনে হয়েছে, আগামী ৫০০ বছরেও আরেকজন উত্তমকুমার হবেন না।

প্রশ্ন ২৪ জুলাই নাকি আপনার বাবা উত্তমকুমারের ছবিতে এক পেগ ওয়াইন উৎসর্গ করতেন?

উত্তর : হ্যাঁ। নিজের দাদার মতো দেখতেন, তাই।

প্রশ্ন কোন স্মৃতি আজও নাড়া দেয়?

উত্তর সত্যজিৎ রায়ের 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ চান্স পেয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের একটুও ইচ্ছে ছিল না স্কুল মিস হোক। তাই ধরে প্রায় হাফ ন্যাড়া ছাঁট ছেঁটে দিয়েছিলেন। আর অত ছোট চুল দেখে সত্যজিৎ জেঠু এক কথায় নাকচ করেছিলেন। কারণ, ওঁর বড় চোখ আর মাথা ভর্তি চুলওয়ালা বাচ্চা পছন্দ ছিল।

প্রশ্ন বাবা-ছেলে একসঙ্গে কী কী কাজ করেছেন?

উত্তর 'বৈশাখি ঝড়' নাটক, 'এই তো জীবন' সিরিয়াল আর 'আবার অরণ্য' ছবিতে বাবার কো-অ্যাক্টর ছিলাম।

প্রশ্ন 'সেরা বাঙালি'-র পুরস্কার পেলেন। এবার কি জাতীয় পুরস্কারের প্রত্যাশা?

উত্তর যা পেয়েছি তাতেই খুশি। শেষে কে আবার বলবে, অত করে ধরল। তাই পুরস্কারটা দিয়েই দিলাম। আজকাল তো পুরস্কারও কেনা যায়।

প্রশ্ন আপনার সাফল্যে স্ত্রীর ভূমিকা কতটা?

উত্তর পুরোটাই। অসফল পুরুষের পেছনে মেয়েরা থাকে না কি!

প্রশ্ন : শুনেছি ববকে দেখে স্ত্রী নাকি ভয়ে আপনারই হাত খিমচে ধরেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। আর আমি কানে কানে বলেছিলাম, নমস্কার। আমি বব বিশ্বাস। এক মিনিট প্লিজ

কিশোরকুমারের ভূমিকায় রণবীর

আবার অনুরাগের ছোঁয়া। বরফি-র সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার রেশ মিটতে না মিটতেই নতুন ভাবনাচিন্তায় মগ্ন পরিচালক অনুরাগ বসু। কিশোরকুমারকে নিয়ে বায়োপিক বানানোর জন্য জোরকদমে হোমওয়ার্ক করছেন তিনি। তবে বায়োপিক বানানো তো আর চাড্ডিখানি কথা নয়। অনুমতিসাপেক্ষ। ইতিমধ্যেই লীনা চন্দ্রভারকর আর অমিতকুমারের সঙ্গে অনুরাগের মৌখিক কথোপকথন হলেও, বাকি রয়ে গেছে কিছু আইনি পদক্ষেপ। আর পুরো পেপারওয়ার্ক না মিটলে কোনও প্রযোজকই বায়োপিকে পয়সা ঢালবেন না। গাঙ্গুলি পরিবারের পক্ষ থেকে চিঠিও নিতে হবে অনুরাগকে। তাই এখন হাতে সময় পেলেই কিশোরকুমারের উপর পড়াশোনার পাশাপাশি পুরোদস্তুর মন দিয়েছেন স্ক্রিপ্টে। কিশোরকুমারের নামভূমিকায় অভিনয় করবেন রণবীর কাপুর। আপাতত এমনটাই ঠিক করা হয়েছে। এমনকী বরফি রিলিজ হওয়ার আগে থেকেই এ বিষয়ে রণবীর-অনুরাগের মধ্যে যাবতীয় কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেছে। লুক টেস্টেও উত্তীর্ণ রণবীর। কিশোরকুমার নামটা শুনলেই আপামর ভারতবাসীর মনে ভেসে ওঠে হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাব কা, এক লড়কি ভিগি ভাগি সি-র দৃশ্যগুলো আর সেই সঙ্গে পাল্লাদেওয়া নস্টালজিক ম্যাডনেস। সেই পাগলামো, প্রাণবন্ততা, শিশুসুলভ সরলতা মজাদার কিশোরকেই পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন অনুরাগ। শোনা যাচ্ছে মধুবালার চরিত্রের জন্য রণবীর ক্যাটরিনাকে চাইছেন। তবে এ ব্যাপারে পরিচালকের মুখে কুলুপ আঁটা। বললেন, 'এই মুহূর্তে রণবীর অন্য দুটি ছবিতে ব্যস্ত থাকায় শুটিং শুরু হচ্ছে না। তবে ফিমেল লেডিলিড নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা এখনও শুরু হয়নি। তবে ইউটিভি, রণবীর আর আমি তো অবশ্যই আছি এই ছবিতে।' রণবীরের অভিনয়প্রতিভা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলা মানে বেকার নিউজপ্রিন্ট খরচ। তবে কিশোরকুমারের গোল মুখের আদলের সঙ্গে রণবীরের লম্বাটে গড়নের ফেসকাটিং কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবযোগ্য হবে তার দায়িত্বটা কিন্তু নিতে হবে অনুরাগকেই। ⌘⌘

দোয়েল দত্ত

আকাশ বাংলায়

তবু মনে রেখো

এ যেন অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো সারা। অবশ্য বাঙালির সুখে-দুঃখে, ভাললাগায়- ভালবাসায় এবং রোজের জীবনে যিনি পরতে পরতে জড়ানো-ছড়ানো— তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে তো তাঁর-ই শরণ নিতে হবে। বিশ্বকবির ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আকাশ বাংলা রবীন্দ্র-স্মরণের আয়োজন করেছে আবার— কবির গান, কথা, কবিতা দিয়ে। 'আবার' শব্দটা ব্যবহার করা হল এই জন্য যে, এর আগেও চ্যানেলটি 'যাত্রাপথে আনন্দগান' নামে একটি অনুষ্ঠান করেছিল এই একই চিন্তা থেকে। এটি তার দ্বিতীয় পর্যায়।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের ভাবনা, গবেষণা আর ভাষ্যরচনায় সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীতশিল্পী মোহন সিং, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত, ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, সাসা ঘোষাল, প্রমিত সেন, শ্রেয়া গুহঠাকুরতাকে পাওয়া যাবে। উপস্থাপক অভিনেতা বাদশা মৈত্র। গান, পাঠ ছাড়াও কবি-জীবনের অনেক অজানা দিক দর্শকদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টাও থাকছে এর সঙ্গে। যেমন, রীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসবে। থাকছে কবির ভাষা, শব্দচয়ন, জীবন-চেতনা ও দর্শন নিয়ে জমে থাকা কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা। একই সঙ্গে চেনা পথে না হেঁটে নতুন আঙ্গিকে, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিকে দর্শকের সঙ্গে পরিচয় করানোর দায়িত্বও নিয়েছে 'তবু মনে রেখো'।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে 'তবু মনে রেখো'র ক্রিয়েটিভ টিমের বক্তব্য, কোনও এক্সপেরিমেন্ট বা রিসার্চ ওয়র্ক নয়, চির নবীন এই কবিকে নিয়ে বাঙালির নিরন্তর জানার আগ্রহ মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র। নামটাও কবির প্রেম পর্যায়ের গান থেকে নেওয়া। কারণ, ওই গানে কবি বার বার তাঁকে ভুলে না যাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন। আর বাঙালির যে তাঁকে কোনওভাবেই ভোলা সম্ভব নয় তারই জ্বলন্ত উদাহরণ 'তবু মনে রেখো'। অর্থাৎ, সমস্ত বাঙালিকে আরও একবার রবীন্দ্রময় করতে চলেছে আকাশ বাংলার নতুন অনুষ্ঠানটি। সম্ভবত মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিকটি সম্প্রচারিত হবে।

উপালি সাহা

সিরিয়ালের টুকরো খবর

গৌরীর বিদায়

'বালিকা বধূ' সিরিয়ালের স্টারকাস্টে আবার বদল। ইতিপূর্বে শোনা গিয়েছিল আনন্দী (প্রত্যুষা ব্যানার্জি) মহেশ ভট্টের পরের হরর ফিল্মের লিড রোলে অভিনয় করার জন্য সিরিয়াল ছেড়ে দেবেন। এবার পালা গৌরী অর্থাৎ আঞ্জুম ফারুকি-র। বেশ কয়েকদিন ধরেই গৌরীকে সিরিয়ালে দেখা যাচ্ছে না। কারণ সিরিয়াল ছেড়ে এবার আঞ্জুম বিয়ে করে ঘর-সংসারেই বেশি মন দিতে চাইছেন। গতবছর ঠিক এমনটাই করেছিলেন গেহেনার চরিত্রে অভিনয় করা নেহা মার্দা। পাটনার এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে গুডবাই জানিয়েছেন টেলিভিশনকে।

ধানুষ ও উর্মিলা

স্টার প্লাসের সিরিয়াল 'দিয়া অউর বাতি হম'-এর উর্মিলা শর্মা এবার কোলাভেরি ডি খ্যাত ধানুষের সঙ্গে অভিনয় করবেন আনন্দ রাইয়ের 'রানঝানা'-তে। ছবিতে ধানুষের মায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে উর্মিলাকে। স্বাভাবিকভাবেই উর্মিলা অভিভূত। এর আগে উর্মিলাকে 'না বোলে তুম না ম্যায়নে কুছ কাঁহা', 'বালিকা বধূ' ইত্যাদি সিরিয়ালে দর্শক দেখেছেন।

'ফির সুবহা হোগি' সিরিয়ালে নতুন মুখ

জি টিভি-র জনপ্রিয় সিরিয়াল 'ফির সুবহা হোগি'-তে খুব তাড়াতাড়ি দেখা যাবে সোনির 'শুভ বিবাহ'-র অভিনেত্রী নেহা নারাংকে। ঠাকুর বিক্রম সিং (বরুণ বাদোলা)-এর বোন কুহু-র চরিত্রে অভিনয়ে রাজি হয়েছেন নেহা। কয়েক মাসের ব্রেকের পর আবার শুটিংয়ের ব্যস্ত শিডিউলে ফিরে খুশি নেহা।

না বোলে তুম না... সিজন ২

কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে কালারস-এর জনপ্রিয় সিরিয়াল 'না বোলে তুম না ম্যায়নে কুছ কাঁহা'। কিন্তু এহেন বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারেননি দর্শকরা। ক্রমাগত মেল আর চিঠি পাঠিয়েছেন চ্যানেলে। অবশেষে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে সিরিয়ালটির সিজন ২ নিয়ে আসা হবে দর্শকদের জন্য। বিগ বস সিজন সিক্স

শেষ হলে ওই সময়ে টেলিকাস্ট হবে বলে মোটামুটি জানানো হয়েছে। তবে সিজন টু-এর গল্প আর কাস্টিং নিয়ে মুখ খোলেনি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।

আবার আসছে 'দেখ ভাই দেখ'

শেখর সুমন, ফরিদা জালাল, নবীন নিশ্চল আর একঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে শুরু হয়েছিল জনপ্রিয় সিরিয়াল 'দেখ ভাই দেখ', নয়ের দশকে। আবার দূরদর্শনে ফিরে আসছে দেখ ভাই দেখ। এত বছরের ব্যবধানে স্টারকাস্টে স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আসবে। প্লটটা যথাসম্ভব আগের মতোই রাখা হবে। দূরদর্শনের

ডিরেক্টর জেনারেল ত্রিপুরারী শর্মা জানিয়েছেন, সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দু'মাসের মধ্যে সিরিয়ালটির সম্প্রচার শুরু হবে।

খুশবুর বিদায়

সবেমাত্র গতমাসে শুরু হয়েছে সোনি টিভি-র সিরিয়াল 'হোঙ্গে জুদা না হম'। এর মধ্যে মারিয়ার (মুসকানের ক্যাফের ম্যানেজারের চরিত্র) চরিত্রাভিনেত্রী খুশবু ঠক্কর শো ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই খুশবু শুটিং করছিলেন না। তার নাকি প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল মারিয়ার চরিত্রে বিশেষ কিছু করার নেই। কারণ চরিত্রের শেডস কম। আর এখন মনে হচ্ছে চরিত্রটা নিয়ে সিরিয়ালের ক্রিয়েটিভ টিম আদৌ ভাবিত নয়। তাই অগত্যা খুশবু-র প্রস্থান। যদিও অভিনেত্রী নিজে এখনও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। ⌘⌘

দোয়েল দত্ত

পদাতিকের নাটক 'আত্মকথা'

প্রদীপ মিত্র

শ্যামানন্দ জালানের নিবিড় ডাকে ও বন্ধুতায় বাহাত্তরের দিনগুলিতে কলকাতায় আসেন প্রখ্যাত অভিনেতা কুলভূষণ খরবন্দা। শ্যামানন্দের নির্দেশনায় প্রথমে 'রাজরক্ত' ও পরে 'সখারাম বাইন্ডার'-এ অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি জয় করে নেন কলকাতার নাট্যামোদী দর্শকের মন। দর্শক যে আজও তাঁকে ভুলতে পারেননি তা বেশ বোঝা গেল জ্ঞানমঞ্চের ২৩-২৬ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যাগুলিতে। পদাতিক ও ঋকের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় 'আত্মকথা' নাটকটি। যার মূল চরিত্রাভিনেতা কুলভূষণ। শ্যাম বেনেগালের 'মন্থন' চলচ্চিত্রের কুলভূষণ খরবান্দা। জ্ঞানমঞ্চে চারদিন অভিনীত হয় মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের নাটক 'আত্মকথা'। লেখক রাজাধ্যক্ষ তাঁর আটাত্তর বছর বয়সে মুখোমুখি এক গবেষকের। প্রজ্ঞা। তন্বী তরুণীটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে মুখর করে তোলেন বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে। প্রতিটি চরিত্র রক্তমাংসময় হয়ে ওঠে। লেখকের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। তাঁকে বিদ্ধ করে। রক্তাক্ত করে তোলে। তাঁর লেখক সত্তাকে বাস্তব ও কল্পনার মাঝখানে দাঁড় করায়। যেখানে রাজাধ্যক্ষ, উত্তরা ও বাসন্তী। সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার দোলাচলে দাঁড়াতে চায় চরিত্রগুলি। দূরভাষের কথোপকথনেও তিরিশ বছরের ব্যবধানে অন্য চরিত্রগুলিও ঢুকে পড়ে। এভাবে স্পেসকে রচনা করে চলেন নির্দেশক বিনয় শর্মা। ধূসর মায়াবী মঞ্চে আলোর খেলায়। প্রোজেকশনের জাদুতে ছায়া-ছায়া শরীরী চলনে। দূর নীলিমায় জ্বলে ওঠা তারার মতো। লেখক যখন ক্লান্ত-বিধ্বস্ত, বিষাদগ্রস্ত ও নিবিষ্ট আত্মকথায়, তখন স্মৃতিমেদুরতাই একমাত্র আশ্রয় হতে পারত তাঁর। স্মৃতি হয়তো সতত সুখের নয়। কণ্টকময়। উদ্যত ফণায় ছুটে আসে লেখকের দিকে। সৃজক ও সৃজনের অদ্ভুত বৈরিতা তাঁকে গ্রাস করে। সময় ও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয় ঘটনার বিস্তারে। উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে কবিতার মতো। যখন বাসন্তী বলে ওঠে, আমি এখানে থাকতে চাই না, কারণ ওকে (লেখককে) আমি ভালবাসি না। আর উত্তরা বলে ওঠে, আমি এখানে থাকব না। কারণ ওকে আমি ভালবাসি। নৃত্যশিল্পী দুই সহোদরা জড়িয়ে পড়ে তাদের আত্মকথনের সংলাপে। যে সংলাপের ভিতরে থেকে যায় লেখকের বিবাহিত জীবনের ক্ষত। লেখককে ঘিরে প্রাক্তন স্ত্রী উত্তরা ও তাঁর বোন বাসন্তীর সম্পর্কের রহস্যময়তা। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ ও শ্লেষে কাটাকুটি হয়ে যায় জীবন ও উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি। তাদের ঈর্ষাপরায়ণতাও। কোথাও হেরে যাওয়ার গ্লানিবোধ। জ্বলে ওঠে সম্পর্কের সংঘর্ষের আগুন। এবং নিরূপিত হয়ে যায় সত্য ও মিথ্যের সংজ্ঞা। এখানেই নাট্যটির আত্মানুসন্ধান। আত্মবিশ্লেষণ। আবার গবেষিকা প্রজ্ঞাও কখন যেন জড়িয়ে পড়ে অশীতিপর লেখকের মুখোমুখি অদ্ভুত এক মায়াময় আবিলতায়। তখন লেখকের আর কী বলার থাকে? 'হা ঈশ্বর' উচ্চারণটি অস্ফুটে ধ্বনিত হয়ে যায়। লেখকের আত্মকথায় আরও একটা চরিত্রের সংযোজন ঘটে। তিরিশ বছরের প্রজ্ঞার। ইনফ্যাচুয়েটেড প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞা অনুভা ফতেপুরিয়া তাঁর দীপ্ত অভিনয়ে কুলভূষণের সঙ্গে বেজে উঠেছেন সমান তালে। তাঁর বোধ, মনন ও দৃপ্ততায় লেখকের চরিত্রটিকে ভীষণ জীবন্ত করে তুলেছেন কুলভূষণ। উত্তরার চেতনা জালান ও বাসন্তীর সঞ্চয়িতা ভট্টাচার্য ও বিনয় শর্মার সৃজনে হয়ে উঠেছেন 'আত্মকথা'র আত্মীকৃত দুটি চরিত্র। সুদীপ সান্যালের আলো, নির্দেশক বিনয় শর্মার মঞ্চ, আবহ ও মায়াবী প্রোজেকশনের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। জ্ঞানমঞ্চের দর্শকের প্রাণ হয়তো প্রাণিত করবে কুলভূষণকে। সেই প্রাণের টানে হয়তো তিনি পুনরায় পা রাখবেন কলকাতার মঞ্চে। ⌘⌘

বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিট

গতিই নেশা, গতিই পেশা

অভিরূপ দত্ত

BUDDH INTERNATIONAL CIRCUIT
INDIA'S RACING ARENA

অনেকে বলেন, এ দেশে জনপ্রিয়তা নেই। তাঁরা পুরো সঠিক বলেন না। অনেকে বলেন, টাকার শ্রাদ্ধ। তাঁদের বক্তব্যও চোখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না। আবার একদম বাতিল করে দেওয়ার সুযোগই বা কোথায়! যাঁদের নাক আছে, তাঁদের সিটকানোর স্বাধীনতাও রয়েছে। তবু, ইন্ডিয়ান গ্রাঁ পি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করল দ্বিতীয় বছর।

কয়েক বছর আগেও এদেশে ফর্মুলা ওয়ানের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। ২৫০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাবে একঝাঁক গাড়ি। তাতে আবার চমকের কী আছে? রয়েছে তো বটেই। তামাম দুনিয়ার যুব সম্প্রদায় তো আর এমনি মজেনি গতির লড়াইয়ে।

ফর্মুলা ওয়ানকে এককথায় বলা যায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সময়জ্ঞান-দক্ষতার মেলবন্ধন। উত্তেজনা আছে। রোমাঞ্চ আছে। গতি আছে। বিনোদন আছে। ফুর্তি আছে। টাকার বন্যা আছে। আর আছে জীবনের ঝুঁকি। সামান্যতম ভুলও একজন চালককে মুহূর্তে প্রাক্তন করে দিতে পারে। ব্রাজিলের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফর্মুলা ওয়ান চালক আয়ার্টন সেনার কথা এখনও ভোলেননি গতিপ্রেমীরা। তবু, বিশ্বের হাজার হাজার কিশোর ফর্মুলা ওয়ান চালক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ফর্মুলা ওয়ান লাইসেন্স পাওয়ার জন্য রেস চালকরা কত পরিশ্রমই না করেন। কারণ, গতিই ওঁদের নেশা। গতিই ওঁদের পেশা। এখন বছরে মোট ২০ বার গতির লড়াইয়ে নামেন দুনিয়ার সেরা চালকরা। মরশুম শুরু হয় মেলবোর্নের ট্র্যাকে। শেষ হয় সাও পাওলোয়। সব রেসগুলি মিলিয়ে যিনি সবথেকে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করেন, তিনিই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পান। সবথেকে বেশি পয়েন্ট পায় যে দল, তারাও পায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মর্যাদা।

আধুনিক বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফর্মুলা ওয়ান বা এফ ওয়ান। ফুটবল, রাগবি, বেসবলের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই গাড়ির

রেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ আধুনিক থেকে অতি আধুনিক হয়েছে এফ ওয়ান। এখনকার ঝাঁ-চকচকে প্যাকেজ দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই, প্রায় ১০০ বছর ধরে চলছে গাড়ি নিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই। গত শতাব্দীর দুই বা তিনের দশকেও হত এই লড়াই। তখন অবশ্য বলা হত

কার র‍্যালি। র‍্যালি অতীত হয়ে গিয়েছে, তা নয়। তবে, এফ ওয়ানের তুলনায় তা নেহাতই শিশুসুলভ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কার র‍্যালিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উন্নীত হয় গ্র্যান্ড প্রিক্স মটোর রেসিংয়ে। সেটাই ১৯৫০ সাল থেকে হয়ে যায় ফর্মুলা ওয়ান। সেই হিসেবে এফ ওয়ানের প্রথম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালির জিসেপ্পি ফারিনা। তবে, এফ ওয়ানের জগতে প্রথম কিংবদন্তির সম্মান পান আর্জেন্টিনার জুয়ান ম্যানুয়েল ফ্যাঙ্গিও। ১৯৫১ এবং '৫৪ থেকে '৫৭ পর্যন্ত মোট পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ ৪৫ বছর তাঁর এই বিশ্বরেকর্ডও ছিল অক্ষত। ২০০৩ সালে জার্মান তারকা মাইকেল শুমাখার ষষ্ঠবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে এফ ওয়ানে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েন। জুয়ান ম্যানুয়েল '৫১ সালে আলফা রোমিও ১৫৯ নামে যে গাড়ি নিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন, সেই গাড়ির সঙ্গে এখনকার ফর্মুলা ওয়ান গাড়ির কোনও মিল নেই।

ফর্মুলা ওয়ান কেবল চালকদের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়েই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের তাবড় তাবড় গাড়ি নির্মাতাদেরও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইও। কাদের প্রযুক্তি কত উন্নত, কাদের গতি কত বেশি, কাদের ইঞ্জিন কত কম সময় শূন্য থেকে সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছতে পারে— এসবেরও চূড়ান্ত পরীক্ষা হয় এফ ওয়ানের ট্র্যাকে। এ জন্য সারা বছর চলতে থাকে নিরন্তর গবেষণা। গাড়ি নির্মাতাদের চেষ্টা থাকে নিজেদের আগের বছরের পারফরম্যান্সকে ছাপিয়ে যাওয়ার। পাশাপাশি, প্রতিযোগী সংস্থাগুলিকে পিছনে ফেলার অদম্য জেদ। তাই প্রায় প্রতি বছরই একটু একটু করে বদলে গিয়েছে গাড়ির নকশা। উন্নত হয়েছে ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গতি। ১৯৫০ সালে সরকারিভাবে এফ ওয়ান শুরু হওয়ার এক দশক পরেই অনেকটা বদলে যায় গাড়ির নকশা। ১৯৬১ সালে ব্যবহৃত লোটাস ১৮ গাড়ি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ হয় ফর্মুলা ওয়ানে। গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির পাশাপাশি বিশ্বের বাঘা বাঘা শিল্পপতিরা অনেক দলের মালিক। কমপক্ষে ২৫ মিলিয়ন ডলার থাকলে তবেই একটি এফ ওয়ান টিম পরিচালনা করা যায়। বর্তমানে যে ১২টি দল রয়েছে, তাদের বার্ষিক বাজেট ৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেরা চালকদের নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি। টেকনিক্যাল, স্ট্র্যাটেজিক্যাল এক্সপার্টদেরও গুরুত্ব এতটুকু কম নয়। গাড়ির শরীর থেকে চাকা, চেসিস সবকিছুই হতে হয় সেরা মানের। রেসের সময় সবকিছুই করতে হয় চোখের পলক ফেলার আগেই। যাঁরা সার্কিটে গিয়ে বা টিভির পর্দায় এফ ওয়ান দেখেছেন, তাঁরা জানেন। তেল ভরা থেকে চাকা বদলানোর মতো কাজগুলি যে দলের সদস্যরা যত দ্রুত এবং যত নিখুঁতভাবে করতে পারেন, রেসে তাঁরা ততটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকতে পারেন। গাড়ির শক্তি এবং চালকের দক্ষতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক্যাল টিমের ভূমিকা। কারণ, এফ ওয়ানে প্রতি মাইক্রো সেকেন্ডেরও প্রচুর দাম।

গত বছর থেকে ভারতেও শুরু হয়েছে ফর্মুলা ওয়ান। গ্রেটার নয়ডায় গড়ে তোলা হয়েছে বুদ্ধ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিট। বিশ্বের এফ ওয়ান সার্কিটগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা এই ট্র্যাক। এক লক্ষ দর্শকাসন রয়েছে। ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য ৫.১৪ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গতিবেগ ৩১৮ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। বাঁক রয়েছে ১৬টি। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও ভারতের এই এফ ওয়ান ট্র্যাক বিশ্বের অন্যতম সেরা। প্রথম বছরেই নজর কেড়েছে এফ ওয়ান কর্তাদের। একটি রেস আয়োজন করা অনেকটাই রাজসূয় যজ্ঞ করার মতো। পাঁচতারা হোটেলে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় কমপক্ষে ১০দিনের জন্য। বিশ্বমানের এমন আয়োজন যে ভারতেও সম্ভব, তা দেখিয়ে দিয়েছেন আয়োজকরা।

লুইস হ্যামিলটন, ফার্নান্দো অ্যালান্সো, সেবাস্তিয়ান ভেটেল, মাইকেল শুমাখারদের মতো বিশ্বের সেরা চালকদের পাশাপাশি এবার ইন্ডিয়ান গ্রাঁ প্রি-তে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন ভারতের নারায়ণ কার্তিকেয়ন এবং সাহারা ফোর্স ইন্ডিয়া। ভারতীয় চালক বা দল হয়তো এবারও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে নেই। কিন্তু, শুরু হিসেবে মোটেও ফেলে দেওয়ার মতো নয়। বরং ভারত এবং ভারতীয়রা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ায় এদেশে দ্রুতগতিতে বাড়ছে ফর্মুলা ওয়ানের জনপ্রিয়তা। আগামীদিনে তা ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসালে মোটেও অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হবে না। বরং ভারতের তরুণ প্রজন্ম মুক্তকণ্ঠে স্বাগতই জানাচ্ছে গতির দুনিয়াকে। গতির মাদকতাই যে আলাদা। নেশা হবে না? ⌘⌘

"শ্রী গুরু জয়"

আলোর দিশারী

মাতৃ সাধক
শ্রী ভৈরবানন্দ
মহারাজ (আদি)
জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, বাস্তুবিদ্
ও দর্শন বিশারদ্

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ

আমার প্রিয় ভক্ত শিষ্যরা, অনুরাগীরা, যে যেখানে আছো আশাকরি ভালো আছ। শারদীয়া পূজা আর দীপাবলী -এই সময়টা সম্পূর্ণভাবে উৎসবের মাস। পরিপূর্ণভাবে তাকে উপভোগ করে যে যার কর্মজগতে আবার নিজেকে নিয়োজিত করা -এটাই স্বাভাবিক। আজ এই বিভাগে আমি তোমাদের একটু আলাদা ভাবে কিছু জানাতে চাই। আমার পরম ভক্ত শ্রীমান উৎপল চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর থেকে জানতে চেয়েছে নবগ্রহের "ধ্যানমন্ত্র" আর সেটাই এই সংখ্যায় জানাবো। প্রথমেই জানাই জ্যোতিষমতে যার যে গ্রহ নীচস্থ অবস্থায় থাকে তার "ধ্যান" ও "মন্ত্রে" কিছুটা শান্তি স্থাপনা করা যায়। তবে অবশ্যই সঠিক ভাবে।

রবি - ধ্যান - "ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম।
পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং ।।
শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যদিধৈবতম্"।
মন্ত্র - "ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ"।

চন্দ্র - ধ্যান - "ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্। শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিনং সগদেতরং।। দশাস্যং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত মাধিদৈবতম্।। জল প্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহূয়ৎস্তথা।।"
মন্ত্র "ওঁ ঐং হ্রীং সোমায় নমঃ"।

মঙ্গল- ধ্যান "ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরাঙ্গলম্। আরক্তমাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভূজম।। দক্ষিনোর্ধক্রমাচ্ছক্তিবরাভয়নদাকরং। অদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেব সমাহূয়েৎ। স্কন্ধাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতি প্রত্যধিদৈবতম্।।"
মন্ত্র "ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ"।

বুধ - ধ্যান "ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং নীতং চতুর্ভূজম্। বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম্ম গদাবরদখড়িগনম্।। সূর্য্যাসং সিংহগং সৌমং পীতবস্ত্রং তথাহবয়েৎ। নারায়নাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।।"
মন্ত্র - "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ"।

বৃহস্পতি - ধ্যান "ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্। ধ্যায়েৎ পীতাম্বরম্ জীবং সরোজস্থং চতুর্ভূজং। দক্ষোর্দ্বদক্ষ বরদকরকাদন্ত মাহূয়েৎ। ব্রহ্মাধিদৈবতং সূর্য্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্।।"
মন্ত্র - "ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ"।

শুক্র - ধ্যান - "ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলাম। পদ্মস্থমাহূয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভূজম।। গদাক্ষবররকরকাদন্ডহস্তং সিতাম্বরম্। শুক্রধিদৈবতং ধ্যায়েচ্ছশীপ্রত্যধিদৈবতম।"
মন্ত্র - "ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ"।

শনি - ধ্যান - "ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাসং চতুরাঙ্গুলম্। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভূজম্।। তদ্বাণধরং শূলংধনুর্হস্তং সমাহুয়েৎ। যমাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতং।।"
মন্ত্র - "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ"।

রাহু - ধ্যান - "ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম। কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং সিংহাসনং ধ্যাত্বা তথাহবয়েৎ। চতুর্বাহুং খড়গবরশূলচর্ম্ম করস্তথা। কালাধিদৈবং সূর্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম।।"
মন্ত্র - "ওঁ ঐং হ্রীং রাহুবে নমঃ"।

কেতু - ধ্যান "ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং ষড়ঙ্গুলম্। ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহুয়েৎ বিকৃতাননম্।। সূর্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিনস্তথা। চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মপ্রত্যধিদৈবতম।।"
মন্ত্র - "ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে নমঃ"।

তোমরা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধাচারে এই ধ্যান ও মন্ত্র পাঠ করলে সুফল পাবে। আমার আশীর্বাদ রইলো। আগামী দিনগুলো আনন্দে কাটাও।

যোগাযোগ নং :- 9830154932,
9830158932
ফ্যাক্স নং :- 033-4000 6925
ই-মেল :- vairabanandaadi@gmail.com
info@vairabanandaadi.com
ওয়েবসাইট :- www.vairabanandaadi.com

বিঃ দ্রঃ – প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭.০৫ মিঃ এবং মঙ্গলবার রাত্রি ১০.৪৫ মিঃ চ্যানেল ভিশনে 'লাইভ' অনুষ্ঠানে ওঁনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। এছাড়া প্রতিদিন ওঁনার অনুষ্ঠান দেখুন রাত্রি ১২.৪৫ ও ১.০৫ মিনিটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

৪ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত

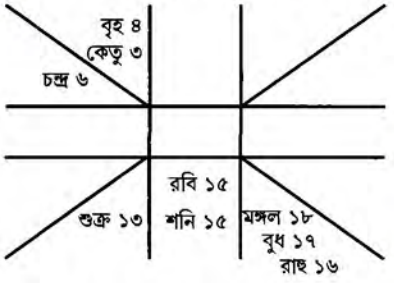

৫ নভেম্বর চন্দ্র কর্কট রাশিতে যাবে দিবা ১।২৬ মি.
৬ নভেম্বর রবি বিশাখা নক্ষত্রে যাবে দিবা ৬।৫৮ মি.
বুধ বক্রী হবে রাত্রি ৪।১৭ মি.
৭ নভেম্বর চন্দ্র সিংহ রাশিতে যাবে রাত্রি ১১।০৪ মি.
৯ নভেম্বর চন্দ্র কন্যা রাশিতে যাবে রাত্রি ৪।৫২ মি.
মঙ্গল ধনুরাশিতে যাবে মূলা নক্ষত্রে দিবা ৯।৪০ মি.

মেষ : অর্শ নিয়ে কষ্ট পেতে হতে পারে, সতর্ক থাকবেন। পড়াশুনোয় সমস্যা নেই। উপার্জন ভাগ্য কিছুটা শুভ। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ। চাকরিজীবীদের সময়টা তেমন শুভ নয়। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃষ : শরীর-স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পড়াশুনোয় সমস্যা নেই। উপার্জন ভাগ্য শুভ। ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ বা নতুন কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন। চাকরিজীবীদের শুভ। চাকরীপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে কিছু খবর পাবেন। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মিথুন : শারীরিক সুস্থতা থাকবে। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সপ্তাহটা শুভ নয়। মানসিক চঞ্চলতা ও অসৎ বন্ধুর জন্য সমস্যায় পড়তে পারেন। ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতাও কমবে। ব্যবসা থেকে উপার্জন হবে। চাকরিজীবীরা নতুন দায়িত্ব পাবেন। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কর্কট : শরীরের পুরনো সমস্যা আবার অস্থিরতা তৈরি করবে। পড়াশুনো এবং উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়বেন ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। চাকরিজীবীদের দায়িত্ব ও পরিশ্রম দুটোই বাড়বে। দাম্পত্যজীবনে ভুল বোঝাবুঝি হবে।

সিংহ : শরীর নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কাছাকাছি ভ্রমণ হতে পারে। পড়াশুনোয় সাময়িক সমস্যা আসবে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। কিছু সঞ্চয় হবে। ব্যবসায়ীদের সময়টা শুভ। চাকরিজীবীরা সুযোগ-সুবিধা পাবেন। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কন্যা : শরীর সুস্থ থাকবে। অহেতুক চিন্তা মানসিক অস্থিরতা বাড়াবে। পড়াশুনোয় এর প্রভাব পড়বে। উপার্জন ভাগ্য শুভ। অতিরিক্ত ব্যয় হবে না। ব্যবসায়ীদেরও সময়টা শুভ। নিজের ভুলে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

তুলা : শরীর নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। পড়াশুনোয় পরিশ্রম বাড়লেও সাফল্য আসবে। উপার্জন ভাগ্য ভাল। ব্যবসায়ীদের উপার্জন বাড়বে। চাকরিজীবীদের সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

বৃশ্চিক : শারীরিক সমস্যা কম। পড়াশুনোয় সাফল্য আসবে। উপার্জন ভাগ্য অশুভ। বিভিন্ন প্রতিকূলতায় কাজে বাধা। ব্যবসা নিয়ে চিন্তা। সম্পত্তি নিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মনোমালিন্য। চাকরিজীবীদের শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ হলেও স্ত্রী-র স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

ধনু : সপ্তাহের শেষে শরীরিক বিশেষ করে পেটের সমস্যা। পড়াশুনো ও উপার্জন মধ্যম। সপ্তাহের প্রথম দিকে উপার্জন ভাল হলেও শেষ দিকে নয়। ব্যবসা তেমন একটা ভাল যাবে না। চাকরিজীবীদের সময়টা শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মকর : শরীর নিয়ে সতর্ক থাকবেন। পড়াশুনোয় সাফল্য আসবে। উপার্জন মধ্যম। অস্থির মানসিকতা বাড়বে। ব্যবসায়ীদের টাকা আটকে থাকবে। চাকরিজীবীদের গতানুগতিকভাবেই চলবে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

কুম্ভ : শরীর নিয়ে সমস্যা নেই। পড়াশুনো মধ্যম। উপার্জন ভাগ্য মধ্যম। সঞ্চয় হবে না। ব্যবসায়ীদের কাজের চাপ থাকলেও টাকা বিশেষ পাবেন না। চাকরিজীবীদের নতুন কোনও জায়গায় বদলি হতে পারে। দাম্পত্যজীবন শুভ।

মীন : শরীরে সমস্যা নেই। গবেষণারত ছাত্ররা সফলতা পাবেন। উপার্জন মধ্যম। অর্থের লেনদেন সতর্ক হয়ে করুন। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসা ভাল চললেও শেষে উদ্বেগ বাড়বে। চাকরিজীবীদের শুভ। দাম্পত্যজীবন শুভ। ⌘⌘ **শ্রীকৌস্তভ**

Ori-Plast®

বিশ্বাসের ধারা

CPVC • uPVC • HDPE • SWR

পাইপস এবং ফিটিংস ও **Heavy Duty**

জলের ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারক

REGISTERED OFFICE : 40 Strand Road, Kolkata-700 001 Phs. : (033) 2243 3396/97 Fax : (033) 2243 2395
CORPORATE OFFICE : 9A, Wood Street, Kolkata-700 016 Phs. : (033) 2283 9054-58 Fax : (033) 2283 9059

KOLKATA WEST

An exclusive gated community with villas
Your own landed homes with a private green
25 minutes drive from Park Street
30 minutes drive from Airport via Belgharia Expressway
Areas ranging from 1069 to 4500 sqft.
High-end finishes

Limited edition homes waiting for the select few

A few ready to move in villas available

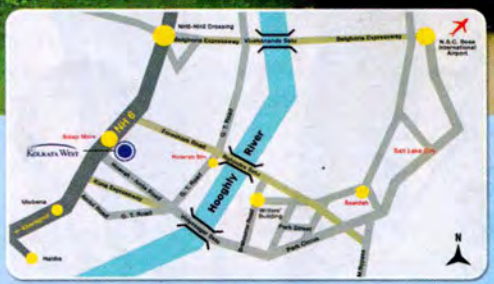

vichitra
THE RETAIL ARCADE

MEDICAL CENTRE to be run by Sanjiban Hospitals

opening shortly

A project by
USE Infra

Project supported by
LIC HOUSING FINANCE LTD.

Ph: 033 3002 6000 Email: sales@kwic.co.in
or Call: Aveek: **+91 98367 00021**, Soumitra: **+ 91 98742 88088**, Soumen: **+ 91 90517 02227**

Kolkata West International City, Unit No. A/9/20, Salap Junction, Howrah Amta Road and Bombay Road Crossing, NH6, Howrah - 711 403